বসন্ত-কুমার।

(উপন্যাস)

"প্রেমের সন্ন্যাসী, দেবী না মানবী, শ্রীমন্তের
মশান, এই আর এক নূতন গুপ্ত কথা,
বাল্মীকি চরিত, সংসার রহস্য,
বুদ্ধদেব চরিত প্রভৃতি
প্রণেতা।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক বিরচিত।

কলিকাতা।

৩নং বিডন স্কোয়ার নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৫।

কলিকাতা।

প্রকাশক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

৩৭ নং নিমুগোস্বামীর লেন।

স্কুলের রত্ন বল্লেই হয়, সকলেই বলে, এমন্ ছেলে আর স্কুলে নাই। প্রকৃতপক্ষে "বড় বাবু" স্কুলের রত্নই ছিলেন, অন্য কোন ছাত্র তাঁহার ন্যায় বড় ছিল না—বোধ হয়, ততটা হইতে কাহারও সাধ হইত না। হেড্‌মাষ্টার বড় মানুষের আবদেরে গোঁসাঁয় ছেলে দেখিয়া মুখে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, কিন্তু মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যোগেন্দ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে "যম"। যোগেন্দ্র প্রতিমাসে স্কুলে মাহিনা জমা দিতে ভুলিতেন না, কিন্তু মাহিনা জমা দেওয়ার দিন ব্যতীত বড় আর তথায় শুভ-পদার্পণ ঘটিত না। স্কুলের ছাত্রমণ্ডলী এবং শিক্ষক মহাশয়গণ, তাহাতে বোধ হয়, বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেন না। বিদ্যালয়ে যদিও তিনি বৎসরের মধ্যে দিন কুড়িক যাইতেন, তথাপি তিনি এক জন "সব-চিন্" ছাত্র ছিলেন। "ক্লাস প্রমোশন" তাঁহার একবারও আট্‌কাইত না, কারণ হেড মাষ্টার মহাশয় প্রতি বৎসরেই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদের উঠাইয়া দিতেন, আর বৎসর গুণিতেন, কবে আদরের গোপালের পাঠ সাঙ্গ হইবে। তৃতীয় শ্রেণী হইতে এই সকল বালকগণের জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয় "বাবুদিগের বসিবার স্থান" (Baboo's bench) স্বতন্ত্র করিয়া দেন। যোগেন্দ্র সেই স্থানের এক জন অত্যন্ত পারদর্শী ছাত্র। যখন তিনি "আউট" হইলেন, তখন পিতার খোসামুদেরা বলিতে লাগিলেন, "আহা! বড় বাবু আমাদের, ইচ্ছা ক'রে লেখা পড়া ছেড়ে দিলেন, না হ'লে পাস হওয়া কি ওঁর আট্‌-কায়? যাহোক তবু উনি লেখা পড়া ঢের শিখেছেন, দুটো ইংরেজ এলে ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে থতমত খেয়ে যায়। কোম্পা-

নীর স্কুলের হেড মাষ্টার কি আর না জেনে শুনেই ওঁকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পাঠিয়েছিলেন—তা উনি অভিমানী ছেলে সামান্য গার্ডের কথা—ওঃ যে ওঁর চাকরের চাকর হ'বার যোগ্য নয়, সে আবার এক কথা বলবে, এমন পাশ নাই দিলে গা ?—তাই সে গার্ড কি বলেছিলো, উনি রাগ করে কাগজ টাগজ ফেল্লে দিয়ে উঠে এল্লেন।” বাস্তবিক যোগেন্দ্রের পরীক্ষা এই প্রকারই দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কোন কালেই পরীক্ষা দিতেন না অথচ হেড মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে সযত্নে “প্রমোশন” দিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার সময়ও তিনি ইউনিভারসিটিতে গমন করিয়ার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তথায় গিয়া চুরী (Copy) করিয়া লিখিতেছিলেন বলিয়া গার্ড তাঁহাকে “হল” হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন—সেই অবধি আদরের গোপাল যোগেন্দ্রনাথ “আউট”—লেখা পড়ার ধার ধারেন না।

এদিকে তাঁহার এত গুণ, কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহ বন্ধ যায় নাই। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিবাহ হইয়া প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং সেই শুভ লগ্ন হইতেই “বড় বাবু” গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে হাসি আর সেই অবধি বড় কেহ দেখিতে পাইত না; তবে গ্রন্থকারের অগম্য স্থান কোথাও নাই, তিনি স্বদেহ বহন পূর্ব্বক না হউক, লেখনী সাহায্যে সকল স্থান দেখিতে ও দেখাইতে সক্ষম, সুতরাং তিনি, বোধহয়, বলিতে পারেন, কোথায় সেই গম্ভীর বদনের মুখবিবর উন্মুক্ত হইয়া, মুক্তাপ্রবালাদির ন্যায় সুন্দর দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকাশিত হইত। কিন্তু, তিনি, তাহা

বলিতে তাদৃশ ইচ্ছুক নহেন, কারণ যেস্থল নরক অপেক্ষাও জঘন্য ও ঘৃণিত, যাহারা অর্থপণে দেহ বিক্রয় করে, তাহারা রাক্ষসী, পিশাচী অপেক্ষাও ভীষণা। তাহাদের কথা বলিয়া তিনি বর্ত্তমানে তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন না। আমাদের বড় বাবুর অন্যান্য সদ্‌গুণ ব্যতীত এই আর একটী বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হইত। অতএব বড় বাবুর বিষয় এই স্থলেই সমাপ্তি করণার্থে এই মাত্র বলিয়া রাখি, যে, তাঁহার বন্ধু-বর্গ যথেষ্ঠ ছিল, ভ্রাতৃবর্গের সহিত কথা বার্ত্তা কহিবার বড় সময় অথবা তত আবশ্যক বোধ হইত না। বিজয় এবং বসন্তের সহিত তো তিনি বড় কথা বার্ত্তা কহিতেনই না, কারণ তাহারা "কাকার ছেলে"—বাপের নয়, তা'র উপর আবার তাহারা গরিব।

বিজয়, নগেন্দ্র, ও নরেন্দ্র, তিনজনেই প্রায় সমবয়স্ক, তাহাদের তিনজনের পরস্পর বেশ সম্প্রীতিও ছিল। নগেন্দ্র এণ্ট্রান্স পড়িতেছে; বিজয় ও নরেন্দ্র উভয়েই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। নগেন্দ্র অনেক অংশে সদ্‌গুণ-সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। "কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গের নিকট গম্ভীর হইয়া থাকাটা" আবশ্যক বোধ করে; কিন্তু, সে'টা বড় ঘটিয়া উঠে না। বিজয় ও নরেন্দ্র উভয়েই উভয়কে বড় ভাল বাসে, কিন্তু "মহাজন যেন গতাঃ সঃ পন্থাঃ" ভাবিয়া, নরেনও এক একবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। বিজয় নিরহঙ্কারী, দুঃখের ও সুখের দশা উভয়ই যেন সে সম্পূর্ণরূপ জ্ঞাত আছে। সুখে দুখে দিন আপনি চলিয়া যাইবে—হাসিতে খেলিতে আসিয়াছি, হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যাইব এই যেন তাহার মনের ভাব।

সুরেন্দ্র এবং বসন্তকুমার উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক। তাহারা হেয়ার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করিত। ইহারা বালক, "ধূলা খেলা এখন ভুলে নাই"—বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বসন্তকুমার জন্মাবধিই নিরীহ ভালমানুষ, খায় দায় স্কুলে যায়, গোলমাল নাই; সুরেন্দ্র ও তদ্রূপ।

পরিবারের মধ্যে বাকি,—উভয় ভ্রাতার চারিটী কন্যা, মহামায়া, যোগমায়া, মনোরমা, এবং সরমা। মহামায়া এবং মনোরমার উচ্চ ঘরে বিবাহ হইয়াছে। মহামায়ার এক পুত্র জন্মিয়াছে,—মনোরমা গর্ভবতী। যোগমায়া এবং সরমা এখনও অবিবাহিতা।

আর পাঠকবর্গকে অধিক ক্লেশ দিব না। নীরস, পরিচয়ের কথায় অনেক লেখা হইয়াছে। সকল বিষয়েরই অতি কিছুই নয়, সুতরাং আমাদেরও অধিক পরিচয় প্রদানে তত আবশ্যক নাই। তবে আরও কিঞ্চিৎ শুনিলে উত্তম হইত— একেবারে শেষ করিতে পারিতাম—কিন্তু ভয়, পাছে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। একেতো, আজি কাল গ্রন্থকারেরা কেমন এক তর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, উপন্যাসে অমানুষিক ঘটনার অবতারণা নাই, বর্ণনার ছটা নাই, ভাবের মাধুর্য্য নাই—সাধারণ গৃহস্থের-ঘরে ঘরে যে প্রকার চলিত কথা চলিয়া থাকে, তাহাই লইয়া পুস্তক লেখা হয়। যাহা সকলে জানে, সে কথা আবার সাধারণে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার-পদ-বাচ্য হইবার সাধ!—ছি!!

তবে আরম্ভ করি—

বসন্তকুমার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কেন এমন কাজ করিলাম ?"

"ও ঝি!—ঝি!! ও মুঙ্গুলি! দ্যাকুতো বউমা কেন ডাক্‌চেন।"

"যাইগো যাই" বলিয়া নেপথ্যে মঙ্গলা দাসী উত্তর প্রদান করিল।

"একটা রুপোর ডিপে নিয়ে আস্‌বি, বাবুর পানকটা রেখে দেবো—তা' আর তো'র হ'য়ে ওঠেনা—কতক্ষণ গে'চিস্‌ বল্‌ দিকিন ?"

ভুবনমোহন দে মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনীর গৃহিণী—সংসার সাগরের স্বর্ণসেতু দ্বিতলে আপনার গৃহে বসিয়া এই প্রকার সাদর সম্ভাষণে দাসীকে আহ্বান

করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একজন প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী পান সাজিয়া দিতেছেন।

প্রৌঢ়া কহিলেন, "দেকো বড় বউ! তোমার যে বউ হয়েচে এমন আর কারুর হয় না—আমি এ পাড়ায় প্রায় সকলের বাড়ী যাই, আসি, কিন্তু এমন সতী লক্ষ্মী আর দেখিনি।"

কিঞ্চিৎ গম্ভীরতা ও বড় মানুষী চালে মুখভঙ্গী করিয়া বড় বউ উত্তর করিলেন,—"তা দিদি যোগেনের আমার, বে'র সময় কি কর্ত্তা কম মেয়ে দেকেছিলেন। একশো দেড়শো মেয়ে দেক্‌চেন—তবু কর্ত্তার পচোন্দো আর হয় না, বল্‌তেন কি—"আমি কল্‌কেতার একজন এত্তবড় লোক, আমার ছেলের বে'কি আর অম্‌নি যেমন তেমন একটা মেয়ের সঙ্গে দেবো—বড় মানুষের ঘর হবে, দেবে থোবে ভালো, বউটি হবে যেন দুর্গা প্রতিমে তবে তো' আমি আমার যোগেনের বে' দেবো"—তা' কি আর এমন দিয়েচে থুয়েছে বলো, এই যা' মেয়েটীই সুন্দুরি। বেঁচে বর্ত্তে থাক্,—তোমরা আশীর্ব্বাদ করো, আমার নাতি হোক্, খুব ঘটাকরে ভাত দেবো—"

বাধা দিয়া, দিদি অমনি বলিলেন,—"তা বটেই'তো সোন্—কি আর এমন দিয়েকে থুয়েচে, তিন্‌টে আপিসের মুচ্ছুদ্দীর ছেলে, পাসের কেলাসে পড়া—পড়া কেন, পোড়ার মুকোরা যদি বাদ না সাধ্‌তো তা'হলে যোগেন আমার এতদিনে চোদ্দটা পাশ দিয়ে ফেল্‌তো—তা যাক্‌গে ওর আর লেখা পড়ায় কাজ কি, যারা কেরাণীর চাকরী করে মর্‌বে তা'রা লেখা পড়া শিকুগ্যে—ও আমার সোনার চাঁদ, ওই এর পর দশটা আপিসের মুচ্ছুদ্দী হবে;—ওর বে'তে এমন কি

শ্বশুরেরা দিয়েচে বলো? বড় জোর গয়না টয়না, হীরের আংটী, চেন, ঘড়ি, বরসাজ, খাট, বিছেনা, মুক্তোর মালা টালা; সব শুদ্ধু নিয়ে যদি দশহাজার টাকা দিয়ে থাকে তো ঢের—

প্রৌঢ়া দিদির কথায় বাধা পড়িল, মঙ্গলা দাসী আসিয়া একটী রূপার বাটী তাঁহার হাতে দিয়া, সম্মুখে দাঁড়াইল।

বড় বউ বলিলেন—"যা' না লো, আবার এখানে সংএর মত দাঁড়ালি কেন? বউমা তো'কে ডাক্‌চে কেন শুন্‌গে যা—"

দাসী সে কথা সমস্ত না শুনিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গা মা! তোমরা কি বোল্‌ছিলে গা—দাদাবাবুর বেতে শ্বশুরেরা কিছু দেয়নি তাই?—"

বড় বউ বলিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই এখন যা' মাগি যেন সঙ্‌, বউমা দুতিনবার আমার ঘরের কাছে উঁকি মারলে—তুই শীগগীর যা' কি চাই জেনে আয়—"

বাধা দিয়া দাসী বলিল,—"এই যাচ্চি বাপু, তোমার আর তর সয়না—" বিড় বিড় করিতে করিতে বিরক্তি ভাবে দাসী চলিয়া গেল।

বড় বউ। মাগী যেন ন্যেকী, আজ বারো বচ্ছোর আমার চাক্‌রী কচ্চে, তবু এখনও যেন সঙ্‌—

প্রৌঢ়াদিদি। হ্যাঁ বোন্‌! তোমাদের ওবাড়ীর ছোট বউয়ের তো এবার ভারি দুর্দ্দশা হবে? ওর ভাতারের চাক্‌রী বাক্‌রী গেলে—খাবে কি নিয়ে?

চোক মুখ ঘুড়াইয়া বড় বউ উত্তর করিলেন,—"যাবে না—যাবে না তো কি হবে, ভাতার মুচ্ছুদ্দী, অহঙ্কারে যে বড় মাটীতে

পা' পড়্‌তো না। যেমন হয়েচে—খুব হয়েচে, তাই ছাই দুখানা চারখানা গয়না কি করে রেখেছে, যে, এখন সেই গুণো বিক্রী করবে তা' সে সব কিছু নেই, উনি "দান ধ্যান কচ্চেন—পরকালের কাজ কচ্চেন"—পুণ্যি হবে; এখন তোর পুণ্যি কে করবে?

দিদি। তা' বটেইতো বোন্।

বড় বউ। তখন বলিছিলুম,—"ছোট বউ! এই বেলা দুএক খানা গয়না টয়না কর্ লো। ভাতার তো চিরকাল থাক্‌বে না আখেরের সংস্থান করে রাখ"; তা' তখন আমার কথা শুনলে না—এখন পস্তাচ্ছে। কথায় বলে,—"গুরুর কথা না শুন কাণে, প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচ্‌কা টানে"—তখন যদি আবাগী আমার কথা শুন্‌তো, তাহ'লে কি আর ওর ওমন দুর্দ্দশা হয়? ভাতার অত রোজগার করলে গা—এখন শুনি, তার এক পয়সা নেই—

দিদি। তা' ছোট বাবুর তখন অত রোজকার—

বড় বউ। হবে না গা'—ও যে তখন একটা কি আপিসের মুচ্ছুদ্দী ছিলো। দেদার চুরি করেচে, সে কড়ি থাক্‌বে কেন বলো? এই আমাদের ইনি, তিন্‌টে আপিসের মুচ্ছুদ্দী, তা' মুখে কথাটী নেই, একটী পয়সা বাজে খরচ নেই—আমার ছেলে পুলে কি কোন কালে কষ্ট পাবে?

এমন সময় দাসী আসিয়া উপস্থিত। বড়বউ জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই দাসী অর্দ্ধক্রন্দন অর্দ্ধ ন্যাকামী-জড়িত স্বরে বলিল—"ওমা? কোথায় যাবো গা, তোর আপনার দুই ঠাকুঝি রয়েচে, আপনি রয়েচিস্, তাস খেল্‌বার জন্তে আবার ও-পাড়া থেকে কোন আবাগীকে ডাক্‌তে যাবো গা—"

বাধা দিয়া বড়বউ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে লো! অমন করিস্ কেন—বল্ না কি হয়েছে।"

"ওমা বলে কিগো—তোমার বউয়ের হুকুম হলো ওবাড়ী থেকে মেজো ঠাকুরঝিকে ডেকে নিয়ে আয়, তাস খেলবেন—ওমা! তাস খেল্‌বার কি আর কেউ লোক নেই নাকি!"

রুনু ঝুনু ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে সুবর্ণামণ্ডিতা—আদরের নন্দিনী, স্বয়ং মহামায়া তথায় উপস্থিত হইয়া, কিঞ্চিৎ রুক্ষ-স্বরে বলিল,—"মুখ্‌পুড়ী! পোড়ার মুখী, হতভাগী, তুই এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়িচিস্—একবার বল্লে কথা শুনিস্ না—আসুন বাবা আজ বাড়ীর ভিতর, তোর দর্প চূর্ণো করবো, তোর এতবড় বুকের পাটা—আদর লক্ষ্মীছাড়ী! মনিব মানোনা—

"যাও! যাও! তুমি গাল দিওনা বল্‌চি, ওঁকে কোলে পিটে করে মানুষ করলুম্, এখন ভাতার পেয়েছেন, ছেলে হয়েচে, আর একেবারে গিন্নী হয়ে পড়েছেন; আরে—আমার চাক্‌রী, নাইবা এমন চাক্‌রী করলুম্ গা, চাক্‌রী আর জুটবেনা। যতদিন গতর আছে, তদ্দিন আমার চাক্‌রীর ভাবনা, বলো না গা মা! একটা কথা বলো না———'

বড় বউ বিরক্তচিত্তে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন,—"আঃ মহামায়া যেখানে যেতে বলচে—যা না, তোর চ্যাচানির চোটে যে আমার মাথা ধরে গেলো——

দাসী যেন ফাঁপরে পড়িয়া উত্তর করিল,—"ওমা বলে কিগো, কোন চুলোয় আবার যাবো গো, 'আমার যে কান্না পাচ্ছে।

মহামায়া। পাজী, নচ্ছারনী, ন্যেকী, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা, মানুষ করেচেন তো রাজা করেচেন আর কি, মানুষ আর কেউ কর্‌তে জান্‌তোনা। আ ম'লো যা, বেরো আবাগী আমাদের বাড়ী থেকে, ফের মুখের ওপর জবাব করবি তো, তোর মুখে মুড়ো খ্যাংরা মেরে বিদেয় কর্ব্বো।

বড়বউ। সত্যিইতো, তুই মাগী যে দিনকের দিন বাড়িয়ে তুলিচিস্, তোর ঝগড়ার চোটে আমার মাথা ধরে গেলো; থাক্‌বিনি থাক্‌বিনি চলে যাবি, এই যে কত ঝি এলো—কত ঝি গেলো, আমি ধরে রাকৃতে পারলুম্? না আমি তার পায়ে ধরে সাধ্‌তে গেছ্‌লুম্? যাবি যা, আচিস্ বারো বচ্ছোর—কিছু বলিনি বলে কি, আস্কারা পেয়ে গেচিস্ নাকি?

দাসী। ওমা!—তোমরা মায়ে ঝিয়ে মিলে ঝগড়া কর্‌বে নাকি? আজ আসুন দেখি বাবু, বলবো দিকিন্ সব, আমরা গরিব—গতর খাটিয়ে খেকে এইটি বলেই কি এতই দূরছাই কর্‌তে হয়, অ'ঙ্কার কি চিরকাল থাকে? তা' থাকে না। আমি মরবো না, দেক্‌বো—দেক্‌বো। আমি এই পাশেই বোসেদের বাড়ী গিয়ে থাক্‌বো,—মর্‌বো না দেখ্‌বো, দেখ্‌বো, ও মটমটে অ'ঙ্কার থাক্‌বে না—

মঙ্গলার সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতে মনোরমা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। "বউমা" এই সমস্ত গোলমাল দেখিয়া আর একজন দাসীকে দিয়া মনোরমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। মনোরমা আসিয়াই মঙ্গলার গালি গালাজ ও রণবেশ দেখিয়া বলিল,—"কিরে মুঙ্গুলী কি হয়েছে?"

মঙ্গলা। হবে আবার কি? উনি আবার এলেন ফোড়ন

পাড়্‌তে—গরিবের ওপর কি কারুর দয়া হবে, সরাই মর্‌বেন্‌ চোক্‌ টাটিয়ে। কেন গা, এমন কিসের চাক্‌রী, নাই বা চাক্‌রী কর্‌লুম্‌, সমস্ত দিন মরি—

মহামায়া মঙ্গলার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"দ্যাখ্‌ মঙ্গলা তুই বাড়িয়ে তুলেছিস্‌, তুই নীচে নেবে যা' বল্‌চি, ফের কথা—কথা কইতে চেষ্টা কর্‌বি, তবে তোর মুখে আমি মুড়ো খ্যাংরা মার্‌বো—

মঙ্গলা দেখিল সত্য সত্যই মহামায়া বড় রাগিয়াছে, যাহা বলিয়াছে তাহা হয়তো কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, অতএব সে স্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ, অথচ যদি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার্‌ হার হয়—সুতরাং দুই এক পদ পশ্চাৎ হটিতে হটিতে,—"খ্যাংরা মারবে—মারোনা দেখি, এত খোয়ার যেন শত্রুরও না হয়, মারবে—মারবে—" এই কথা বলিতে বলিতে আরও পশ্চাৎ হটিয়া সোপান শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মহামায়া দেখিল, পশ্চাৎপদ হইয়াও মঙ্গলা কথা কয়, তখন সে শতমুখী হস্তে মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করতঃ মঙ্গলার দিকে ধাবিত হইয়া বলিল,—"ফের্‌ কথা কইচিস্‌—

বেগতিক দেখিয়া এইবার মঙ্গলা সোপান শ্রেণী অবলম্বনে নিম্নগামিনী হইল। মহামায়াও দুই তিনটি ধাপ অবধি তাহার পশ্চাৎগামিনী হইয়া বীর রমণীর ন্যায় সাহসিকতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনোরমা গর্ভবতী, উচ্চৈস্বরে কথা কওয়া পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে ক্লেশকর, সুতরাং সে এ বিবাদে যোগ দেয় নাই; কিন্তু মহামায়াকে শতমুখী

হস্তে সোপান শ্রেণী অভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া মনোরমা সে গতিতে বাধা প্রদান করিল। তখনকার সে প্রবল স্রোত-গতি রোধ করা কি গর্ভবতী মনোরমার সাধ্য! পাছে মহামায়ার হটাৎ টানে, গর্ভস্থ শিশুর কোন অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে বুদ্ধি-মতী একবার তাঁহার বামহস্ত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব বলে আবার উহা পরিত্যাগ করিল। বড় বউ নিকটেই ছিলেন, কন্যাকে আর অধিক অগ্রসর হইতে দিলেন না, ধরিয়া ফেলিলেন। ক্রোধে মহামায়া কাঁপিতে লাগিল। কন্যাকে এই প্রকার অবস্থায় ধরিয়া মাতা (বড়বউ) আর এক জন দাসীকে ডাকিলেন "নতুন ঝি!! নতুন ঝি! বাইরে থেকে বুদ্ধুকে ডেকে নিয়ে আয়তো। ও পাজী নচ্ছারণীকে আমার বাড়ী থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দিতে বল্—যা শীগ্গির যা'—সংঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন?—যা'—দে গতর খাকীকে আমার বাড়ী থেকে দূর করে, আবদার পেয়ে গিয়েছে—

নিম্নতল হইতে উত্তর হইল "যাচ্ছি"। এতক্ষণে মহামায়া নীরব হইল। বড়বউ মনোরমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, —"যা'তো মা মনু! তোর বোন্‌কে তোর বউদিদির ঘরে নিয়ে যাতো, আজ ওবেটীকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে জল গেরহন্ করবো—ওর এত বড় আস্পর্দ্ধা, ও কার বাড়ী আছে তা' জানে না, কিছু বলিনি বলে বুঝি—

মনোরমা মহামায়ার হাত ধরিয়া,—"আয় না, তুই আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আরো ঝগড়া করবি নাকি?" এই বলিয়া টানিয়া অন্য ঘরে লইয়া গেল। বড়বউ আরও কিয়ৎক্ষণ

বকাবকি করিয়া, আবার নিজঘরে গিয়া সেই প্রৌঢ়াদিদির পার্শ্বে বসিলেন।

এদিকে বধুমাতা দরজার আড়ালে দণ্ডায়মান থাকিয়া এতক্ষণ ঝগড়া দেখিতেছিল, সঙ্গী দুই জনকে পাইয়া আপনার ঘরে গিয়া বসিল।

মনোরমা মহামায়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"তুই কি হ'লি লো, মেয়ে মানুষ হয়ে অমন করে গাছ কোমর বেঁধে ঝির সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলি—

বাধা দিয়া মহামায়া বলিল—"করবো না, মাগীর আস্পদ্ধা দেক্ দিকিন্, মনিব মানেনা, কিছু নয়—ওই যেন বাড়ীর গিন্নী। আমলো বা' যার খাস্, তার উপর এত অত্যাচার করলে সে সইবে কেন? বলোতো বউদিদি! দেক্‌লে তো, মাগীর আস্পদ্দার কথা শুন্‌লেতো—

বউদিদি বলিল,—"তা যদি বল্‌লে ভাই, তা'হলে তোমার দোষ আছে। আর অত্যাচারের কথা যদি বলো, তা'হলে ভেবে দেখ দিকিন্ ভাই! তুমি ঠাকুজামায়ের উপর কত অত্যেচার কর, তুমি কি তার খাও না?"

এতক্ষন পরে মহামায়া হাসিল। হাসিয়া উত্তর করিল —"সে অত্যেচারে তোমরাই বা কসুর কি?"

বউ। না' তা' বড় কসুর থাক্‌তো না, যদি না তোমার দাদাটী অমন বোবা হতেন। মানময়ী রাধাই তো বরাবর শুনে আস্‌চো, মানময় রাধা-নাথের কথা শুনেচো কি?

মহামায়া। তোমার মতন তো আর আমরা দুশো চারশো খানা বাঙ্গালা বই পড়িনি, যে অত-সত জান্‌বো।

মনোরমা। পড়িনি ভালই করিচি, পড়েও কাজ নেই। বউ দিদির মত মুচ্ছ্ যাওয়াটা তো অভ্যাস কর্‌তে হবে না।

বউ। সেটা ভাই! তোমার দাদার গুণ। তোমার দাদার যে আমায় পছন্দ হয় না, তাই আমার মাঝে মাঝে বিরহ বিকার উপস্থিত হয়। ঠাকুর জামাইদের তো সে কম রনয়, তোমাদের মুচ্ছা যাওয়া তাই আর অভ্যাস কর্‌তে হবে না।

মহামায়া। কেন ভাই!! দাদা কি বলেন, যে তুমি মুচ্ছো যাও, আর এই তিন বাড়ীর লোক এক হয়ে তোমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গান্ —

বউ। না তা বলবেন্ কেন, তিনি বলেন স্ত্রীর কথা শুন্‌লে আমার মানের হ্রাস হবে। স্ত্রীর কথা শুনা, কি স্ত্রীর সঙ্গে ভাল করে কথাবার্ত্তা কওয়াও যা', আর স্ত্রীর বশ হওয়াও তাই, তা হওয়া হবেনা।"

মনোরমা। তোর সঙ্গে ঠাট্টায় কে পেরে উঠ্‌বে বলো, 'দাদা একটু গম্ভীর, তা' অম্‌নি ওঁর আর মনে ধরেনা।

বউ। মনে ধর্‌বেনাতো কি তোমায় দেবো, তা দোবোনা, সে আশাটা করোনা।

মনোরমা। দেক্‌লি ভাই, বউয়ের ঠাট্টার কথা শুন্‌লি, উনি মুচ্ছো যাবেন, বাড়ী শুদ্ধু লোকে জন্‌তে পারবে এমন চীৎকার করবেন্, একটা কেলেঙ্কারী হবে, তা কেউ একটী কথাও বল্‌তে পারবেনা

বউ। কি কর্‌বো ভাই, বিরহ বিকারটাতো দেকান চাই, এত বই পড়ে যে নানান রকম ভিরকুটী শিকিচি, তাতো লোক্‌কে বোঝান দরকার—

মহামায়া। ও তাই! তা' বলোনা কেন, আমি মাকে গিয়ে বলিগে যে, বউয়ের ও ব্যায়রাম কিছু নয়, সব মিথ্যে—

বউ। আর ঐ বিরহের কথাটা বল্‌বেনা।

মনোরমা। বিরহের কথা অবার বল্‌বে কি লো, তুমি যে হাসালে ভাই?

বউ। ছি! হাসিটা অত সস্তা করে ফেলো না, বেশী হাসি খরচ হয়ে গেলে ঠাকুর জামাই আবার আমার ঘরে এসে তাঁর মানময়ী রাধার হাসি খরচের দাবী দিয়ে নালিস করবার সমন দিয়ে যাবেন।

মহামায়া। আচ্ছা যাও, দুখানা বই পড়ে আমাদের কাছে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। সত্যি বল্‌চি বউ, আমি মাকে আজই তোমার মুচ্ছো যাওয়ার কথা বল্‌বো। আরও বল্‌বো যে ওসব মিথ্যে, বউ নিজে বলেছে—

বউ। তার চেয়ে আমি একটা সহজ রাস্তা বলে দিই। আজ রাত্তিরে তোমার দাদা যখন ঘরে আস্‌বেন, তখন তুমি এসে, আমি যে রকম রোজ রাত্তিরে খাতির করি, সেই রকম করে বল্‌বে———

বাধা দিয়া মহামায়া বলিল,—"ওমা! বউ তুমি কি ভাই, ছি! লজ্জায় মরে যাই, তুই বলিস্ কি লো—

বউ। আ মলো' দু'বনে যে হেসে গড়িয়ে গেলে, দাদার সঙ্গে কি আর দুটো ভালমন্দ কথা কইতে নেই, আমি কি ঠাকুর জামাইকে ফাঁকি পড়তে বল্‌চি? না, তোমার মতন সোমত্ত মনুক্কে, বড় ভাইয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে বল্‌ছি? তা

ভাই! তোমার দাদার যে গুণ, তাতে ভাই! তাও যদি বল্‌তুম্‌ ওতেও বোধ হয় ততো ক্ষতি হ'ত না———

বাধা দিয়া মহামায়া ও মনোরমা উভয়েই বলিল "না ভাই বউ দিদি! তুমি রোজ রোজ অমন করে যদি ঠাট্টা করো, তাহলে আর তোমার ঘরে আমরা আস্‌বোনা—ছি ভাই, ওকি কথা ভাই!

বউ। কেন ভাই! মন্দ কথা কি ভাই? তোমরা মন্দ ভাবে নিচ্চো কেন ভাই? আচ্ছা ওরকম ফন্দীতে যদি তোমরা তোমাদের দাদাকে বশ কর্ত্তে না চাও, তবে ঠাকুর জামাইদের ডেকে পাঠাও, তাঁরা এলে বলো, যে তাঁদের গুণমণি শালার গায়ে গা ঘসে দিয়ে যেতে——

মহামায়া। সে আবার কি ভাই?

বউ। এই দেখ দেখি ভাই! একটা সোজা কথা বুঝ্‌তে পা'ল্লেনা। ঠাকুর জামাইদের বোলো যে তাঁরা যেমন, মানময়ী রাধিকার কাছে দাসখত লিখে, তাঁদের মূর্চ্ছারোগ বা বিরহ-বিকার ব্যারাম থেকে বাঁচিয়েছেন, তেমনি———

মহামায়া। আবার ঠাট্টা?

ছল্‌ ছল্‌ নেত্রে বউ আবার বলিতে লাগিল—"ঠাট্টা কি ভাই! স্বামীতে আমার কি সুখ বল দেখি, তোমার মার আদরের গোপল, আদরেই তিনি পুত্রের মাথা খেয়েছেন———"

মনোরমা। ওকি ভাই! তুমি কেঁদে ফেল্লে? এই এত ঠাট্টা তামাসার কথা হচ্ছিলো, আর এরির মধ্যে পান্‌সে চখে এক পুকুর জল বেরিয়ে পড়্‌লো—

মহামায়া। তুমি ভাই বোধ হয় দাদাকে খুব ভালবাসো, নইলে তুমি এত সামান্য কথায় কেঁদে ফেল্‌বে কেন।

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বউ বলিল—"ঠাকুঝি! তোমার দাদাকে যে আমি ভালবাসি, সেকি তুমি আজ টের পেলে? তাঁকে ভিন্ন আর কাকে ভালবাস্‌বো বোন্? বাপ মায়ে হাতে হাতে যাঁর হাতে সঁপে দিয়েছেন, যিনি আমার স্বামী, পরম গুরু!! তাঁর অন্যায় আচরণে বা তাঁর কলঙ্কে কি আমার হৃদয়ে শেল বিঁধ্‌বে না? সেদিন তিনি বাড়ীতে বলে গেলেন "থিয়েটার দেকতে যাচ্চি" আমি এইভেবে সমস্ত রাত জেগে রইলুম্, তিনি ফিরে এলে যদি তাঁর কিছু দরকার হয়, তাহলে সকলে ঘুমোলে তিনি তা' পাবেন না। সমস্ত রাত কেটে গেলো, কাক কোকিল ডাক্‌তে লাগ্‌লো, তখন তোমার দাদা এক বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বাড়ীতে এসে হাজির। মাথায় সেই জরীরপাড় ওলা চাদর খানা পাগড়ীর মত করে বাঁধা, মুখে চুরোট, হাতে একগাছা লাঠি, পরনে এক খানা কালো পাছা পেড়ে কাপড়, মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। বোধ হয় বুঝতেই পাচ্ছো, তিনি কোথা থেকে এলেন?

মনোরমা। পাচা পেড়ে কাপড়?

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মহামায়াও জিজ্ঞাসা করিল, —"পাচাপেড়ে কাপড়? পাচাপেড়ে কাপড় পরে গিয়েছিলো নাকি?"

বউ। কেন, তোমার দাদা যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন, তখন কি পাগল হয়ে বেরিয়েছিলেন নাকি। তখন রাত আটটা। এলেন, খেলেন, দেলেন, কাপড় চোপড় পরলেন, বাড়ী থেকে, আদরের গোপাল আবদার করে মার ঠেঙ্গে পাঁচটা টাকা নিয়ে বেরুলেন। তার পর তিনি কোথায় কোন

বেশ্যালয়ে গিয়ে যে টাকা খরচ কর্‌লেন বা থিয়েটারে গেলেন তা' কে দেক্‌তে যায়।

মনোরমা! তার পর কি হলো?

বউ। তার পর আর হবে কি, আমার কপাল ভাঙ্‌লো। তিনি আস্‌তেই আমার সব ভাবনা গেলো, আমি মনে কর্‌লুম্ বুঝি থিয়েটার এত রাত অবধিই হয়; কিন্তু ঘরের দরজা খুলে দিয়ে, তাঁর পাচাপেড়ে কাপড় মুখে মদের গন্ধ, আর ত্রিভঙ্গ মুরারীর মত দাঁড়ান দেখে, আমার কান্না পেতে লাগ্‌লো। মনে মনে বড় ঘৃণা হলো, কিন্তু কি কর্‌বো তাঁকে তখন শোয়াতে পার্‌লে ক্রোধ হয় কতক ঠাণ্ডা হতে পারেন ভেবে, বল্লেম "থিয়েটার তো দেখা হয়েচে, এখন কাপড় ছাড়, শোও।"

মহামায়া। দাদা কি বল্লে?

বউ। বল্‌বেন আর কি ছাই! চোক্ মুখ ঘুরিয়ে বাঁকা হয়ে দাড়িয়ে বল্লেন,—"ক্যাপড়্—ক্যই"

আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে আন্‌লা থেকে এক খানি কাপড় পেড়ে দিলুম্। তিনি সেই পাচাপেড়ে কাপড় খানা আর কোটটা খুলে ফেলেই উলঙ্গ অবস্থায় দন্ত কড় মড় করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। আমার কেমন তাঁকে দেখে মনে ভয় হলো, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করাতে তিনি আমার হাত ধরে, এক টান মেরে, দড়াম্ করে এই শানের মেজের উপর ফেলে দিলেন।

মনোরমা সে ক্লেশ যেন নিজে অনুভব করিয়া বলিল,—"উঃ—তোমার খুব লাগ্‌লো।"

বউ। সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর বোন্, এখনও

মাথা ফুলে রয়েচে। তা' যাক্, পড়েই যদি ও আমি অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিলুম, তবুও কেমন সাম্‌লে গেলুম। উঠে বস্‌লুম, চোকবুজে একবার নারায়ণকে স্মরণ করে বল্লুম,—"হে নারায়ণ! হে মধুসূদন!! আমার স্বামীকে ভালকরে দাও আমি তোমার পূজো দেবো।" এদিকে তোমার দাদার বোধ হয়, আমায় ঐ রকম করে ফেলে দিয়ে একটু দয়া হলো, বেঁকে বেঁকে টল্‌তে টল্‌তে আমার কাছে সরে এসে বল্লেন্—"লেগেচে পাগ্‌লী! আয় শুবি আয়।" আমি হাতে স্বর্গ পেলুম, আস্তে আস্তে গিয়ে তাঁকে নিয়ে বিছানায় শুলুম। তারপর তিনি ওয়াক্ তুল্‌তে লাগ্‌লেন্, আমি মনে কর্‌লুম বমি করবেন্। বড় ভয় হতে লাগ্‌লো, পাছে ওঘরে বাবা জেগে ওঠেন। তাঁকে সাবধান করবার জন্যে তাও বল্লেম্, তিনি উত্তর কর্‌লেন,—"দূর্——" তার পরেই বমি করলেন। খানিকটা বমি বিছানার ওপর পড়লো, আমি তাড়াতাড়ি আঁচোল পেতে দিলুম। ওলো বল্‌বো কি লো, ঘৃণায় মরে যাই আমার জাত গেলো। কি ছাই কতকগুলো মাংস টাংস খেয়ে এসেছিলেন, তাই বমি কর্‌লেন—অ্যাঃ ওয়াক্—থুঃ, রাম্—রাম—তাড়াতাড়ি উঠে তবু তাঁকে খানিকটা জল খাইয়ে দিলুম, তখন তিনি ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি, পাছে কেউ জান্‌তে পারে, তখনি কাপড় চোপড় ধুয়ে, বিছানার চাদর কেচে, সব পরিষ্কার করে ফেল্লুম, তবু গন্ধ যায়না। তাঁর মাথায় খুব চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে গোলাপ জল দিলুম, বিছানাময় আতর ছাড়িয়ে, তবে, সে গন্ধটা গেলো। এইতো এত জ্বালা, বলো দিকিন্ ঠাকুর্ঝি! আমার মূর্চ্ছার ব্যরাম হবেনা কেন?

মনোরমা। ওমা, ছি! ছি!! বড়দাদা এত খারাপ হয়ে গিয়েছে?

মহামায়া। কই ভাই এতদিন তো বউ এ কথা কাউকে বলেনি, তা হলে, যাহোক্ একটা উপায় হতো—

বউ। স্বামীর কলঙ্কের কথা কি কারুর কাছে বল্‌তে আছে ভাই! আমার কপালের ভোগ, আর জন্মে কত পাপ করে-ছিলেম, তাই পরমেশ্বর আমায় এই কষ্ট দিচ্চেন। পুণ্যি কত্তুম, স্বামী ভালো হতেন। ওসব আমারই পাপের ভোগ—

বউকে আবার কাঁদিতে দেখিয়া মহামায়া ও মনোরমা উভয়েই অনেক সান্ত্বনা করিল।

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বউ আবার বলিল,—"তোমরা এই দেখ ভাই! কোন্ অবাগীর কাপড় পড়ে এয়েছিলেন তা' কে জানে, আমি আবার সেই খানাকে লুকিয়ে তুলে রেকিচি। কি জানি ভাই, যদি তোমার দাদা চায়; কিন্তু, লুকিয়ে রাক্‌তে হয়েছে, পাছে, আর কেউ দেক্‌তে পায়"। এই বলিয়া বউ একখানি পাচাপেড়ে কাপড় বাহির করিয়া দিল।

মহামায়া ও মনোরমা উভয়ে তাহা দেখিয়াই,—"ছ্যা! ছ্যা!! ওখানা ছুঁয়োনা বউ! ফেলে দাও" বলিয়া যেন অতি ঘৃণিতভাবে দূরে গিয়া দাঁড়াইল। বউ আবার যত্নে সেইখানি পাট করিয়া তুলিয়া রাখিয়া, বলিল,—"ফেলে দিয়ে কি ভাই, আবার মুস্কিলে প'ড়বো। যদি কোন দিন চা'ন্ তো' বা'র করে দেবো।

মনোরমা। মহামায়া! চল্ জ্যাঠাই মা'কে সব কথা বলে দিই গে।

মহামায়া অগ্রসর হইল। বউ তাড়াতাড়ি আসিয়া দুই জনেরই

পায়ে ধরিয়া বলিল,—"ছি! ভাই, ওকথা কি আর কাউকে বল্‌তে আছে. তিনি আপনি সেরে যাবেন।"

মহামায়া। হাঁঃ—অম্‌নি সার্‌বে, গাছে বেঁধে, ঘোড়ার চাবুক, কি নাগোরা জুতো হয়, তবে শোধরায়। আচ্ছা দাদাকে মদখেতে শেকালে কে ভাই!

মনোরমা। আমি কি করে জান্‌বো লো।

বউ। আমি জানি, সেদিন নেশার ঝোঁকে বলে ফেলেছিলেন। ওবাড়ীর কাকা ওঁর সমবয়সী, তিনিই এই কুয়ের গোড়া।

মহামায়া। কে নণি কাকা? কেন সেতো ভাই বেশ পাশ টাস্ হচ্ছে, সে'তো খারাপ ছেলে নয়।

বউ। পাশ হলেই কি ভাই, ভালো হয়? নেশার ঝোঁকে তাঁর মুখ থেকে সেদিন গুটিকতক কথা বেরিয়ে পড়েছিলো। তাতে আমি বুঝ্‌লুম, যে ওবাড়ীর ওঁর কাকার নাকি,—"বাস" বলে এক বেশ্যা আছে,সে আবার নাকি তাঁকে বড় ভালবাসে— সেইখানে গিয়েই তোমার দাদা এই রকম হয়ে গেছেন।

মহামায়া। কেউ যখন এখনও টের পায়নি, তখন অল্প দিনই দাদা এসব ধরেছে—এই বেলা না ধর্ পাকড় কল্লে ভালো হবেনা। আমি আজ মাকে বল্‌বোই বোল্‌বো, আয়লো আয়।

এই বলিয়া মহামায়া মনোরমার হাত ধরিয়া টানিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বউ বাধা দিয়াও রাখিতে পারিল না। তাহারা চলিয়া গেলে বউ ভাবিতে লাগিল—"আহা! কেন এমন কাজ করিলাম?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিমাতা।
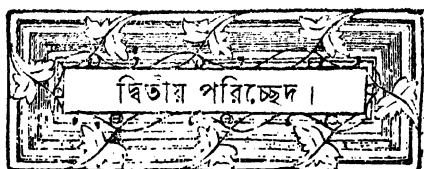
শ্যামবাজারে অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ নামে একজন লোক বাস করিতেন। পূর্ব্বে তাঁহার যথেষ্ট ধন সম্পত্তি ছিল, কিন্তু জনৈক বেশ্যার কুহকে পড়িয়া, মদিরা সেবন প্রভৃতি নানাপ্রকার অত্যাচার অনাচারে তাঁহার সুখের সময় অন্তর্হিত হয়। এই অবিনাশ চন্দ্র ঘোষই ভুবনমোহন দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা। জামাতার সদ্গুণে, বিষয় সম্পত্তি যখন ধূলিকণার ন্যায় প্রবল বাত্যায় শূন্যে উড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন ভুবনমোহন অনেক প্রকারে জামাতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু “ফণী যার দংশে শিরে, কি করে ঔষধে”—সে প্রবল বেগ কিছুতেই বাধা মানিল না, অবিনাশ চন্দ্র পৈত্রিক তিন চারি লক্ষ মুদ্রার সম্পত্তি মায় বসত বাটী পর্য্যন্ত বেশ্যার পদতলে ঢালিয়া দিলেন।

যখন সেই বেশ্যা দেখিল দুর্ভাগার সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষিত হইয়াছে, তখন সামান্য কথায় কলহ উপস্থিত করিয়া একদিন, তাহাকে বাটী হইতে বহিঃস্কৃত করিয়া দিল। এতদিনে অবিনাশ চন্দ্রের চেতনা হইল।

ভুবনমোহন দে মহাশয় যখন জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন তখন বুঝিয়াছিলেন,—"কন্যা অত্যন্ত সুখে থাকিবে, কারণ, জামাতাই তখন অতুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী এবং পিতৃহীন, তখন কন্যার সুখের বিষয় আর ভাবনা কি?" এই প্রকার স্থির করিয়া ভুবনমোহন জ্যেষ্ঠা কন্যা মহামায়ার সহিত অবিনাশ চন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

অবিনাশ চন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন দ্বাবিংশতিবর্ষ তখন তাঁহার পিতা তাঁহার প্রথম বিবাহ দেন। বিবাহের চারি বৎসর পরেই অবিনাশ চন্দ্রের পিতার কাল হইল। তখন তিনি পিতার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে অবিনাশ চন্দ্র প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন—সে যে বালা প্রণয়। যদি সেই স্ত্রী জীবিত থাকিত, তাহা হইলে অবিনাশ যথেষ্ট সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার গৃহলক্ষ্মী তাঁহাকে কাঁদাইয়া বিবাহের ছয় বৎসর পরে একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, সেই অবধি অবিনাশের মতিচ্ছন্ন ধরিল। অবিনাশ চন্দ্রের মাতা দেখিলেন, পুত্র অসৎপথে গমন করিতেছে—"স্বামীর স্বোপার্জ্জিত বিষয়ে পাছে হস্তক্ষেপ করে" এই ভাবিয়া তিনি আবার পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, জুটিলও ভাল। ভুবনমোহন অধিক গূঢ় সন্ধান না লইয়াই, কেবল মাত্র অর্থের ছায়া দেখিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা মহামায়াকে অবিনাশ চন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন।

বিবাহ হইল, প্রথমত অবিনাশ চন্দ্র লজ্জার প্রাচীরে ব্যবধানে রহিলেন, কিন্তু মহামায়ার সহিত কথা কহিয়া বা

তাহার সুন্দর বদন দর্শন করিয়া তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি ভুবিল না বরং একজনের পরিবর্ত্তে অপরাকে শয্যা সঙ্গিনী দেখিয়া দারুণ-শোকে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। যাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, শৈশবকালে যাহাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়াছেন, তাহাকে কি ভোলা যায়? অবিনাশ চন্দ্র মহামায়াকে দেখিলেই যেন হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক দংশন-জ্বালা ভোগ করিতেন। যখনই প্রথমজাত পুত্র কন্যার মুখ দর্শন করিতেন অমনি সেই মুখখানি মনে পড়িত। যখনই শিশু দুইটীকে আদর করিতে যাইতেন, অমনি অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইত, ভাবিতেন "আহা! ননীর গোপাল—যে তোমাদের আদর করিবার ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে, আমি হয়তো, না বুঝিয়া কোন রাক্ষসীর হস্তে তোমাদের সমর্পণ করিয়াছি।"

এই প্রকারে হৃদয়ের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়াও অবিনাশ চন্দ্র শান্ত হইতে পারেন নাই। একেলা কোথাও বসিলেই প্রথমা স্ত্রীকে মনে পড়িত। তাহার কোন প্রিয় বস্তু নয়নগোচর হইলেই সেই মুখখানি মনে আসিত, যেন কি গিয়াছে—আর আসিবেনা। এই অবস্থায় অবিনাশ চন্দ্রের সহিত মহামায়ার মিলন হইবার জন্য চেষ্টা করা হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি প্রথমতঃ নিজ মনকে প্রবোধিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নববিবাহিতা স্ত্রীর সহিত কথা কহিয়া জানিলেন—প্রথমা স্ত্রী এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীতে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। সে ছিল, নম্র, মধুর ভাষিণী, লজ্জাশীলা, গৃহলক্ষ্মী; আর ইনি স্বার্থপরা, কটুভাষিণী, পরশ্রীকাতরা, লজ্জা ও মায়ামমতাহীনা কামিনী।

ক্রমে ক্রমে অবিনাশ চন্দ্রের মন অতিশয় খারাপ হইতে লাগিল, আর সংসার ভাল লাগেনা, বিষয় সম্পত্তির দিকে দৃক্‌পাত করিতে ইচ্ছা হয়না—সদা সর্ব্বদাই অভাবনীয় চিন্তার দাস।. এই প্রকারেও দিন কয়েক কাটিয়া গেল; যতদিন মহামায়া কুলবধূর ন্যায় আচরণ করিয়াছিল ততদিন অনেক সহিয়াও অবিনাশ চন্দ্র হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়েই পোষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যে দিন হইতে মহামায়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিল, যে দিন হইতে সপত্নী পুত্রের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, যে দিন হইতে শাশুড়ীর সহিত কলহ করিয়া কলুষিত আত্মার পরিচয় দিতে লাগিল, সেই দিন হইতেই অবিনাশ চন্দ্র আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিলেন, সেই দিন হইতেই মদিরা সেবন আরম্ভ করিলেন, যেন ইচ্ছার সহিতই অকিঞ্চিৎকর অর্থ অনর্থক ব্যয় করিতে লাগিলেন। সংসারের তীব্র বিষের জ্বালা এড়াইবার জন্য তিনি বেশ্যাসক্ত হইলেন। একে মদিরা, তাহাতে বেশ্যা, তাহার উপর স্বইচ্ছায় অনর্থক যথা ইচ্ছা অপব্যয় করা, তাঁহার কালস্বরূপ হইয়া উঠিল। দুই চারি মাসের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, এমনকি অন্নসংস্থান পর্য্যন্ত ও রহিল না। সময় বুঝিয়া বেশ্যা নিজ উদর পূর্ত্তি করিয়া তাঁহাকে দূরীভূত করিল—এতদিন পরে তাঁহার চেতনা হইল।

ভুবনমোহন জ্যেষ্ঠা কন্যাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। জামাতার দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া অনেক সময় অনেক প্রকারে তাহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু অবিনাশ চন্দ্র সে সময় ধূলি মুষ্টির ন্যায় অর্থরাশী উড়াইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন,

সুতরাং কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন নাই। "দাঁত থাকিতে লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না" অবিনাশ চন্দ্রেরও যতদিন অর্থ ছিল, ততদিন তিনি সে অভাব অনুভব করেন নাই।

যখন ভুবন মোহন দেখিলেন, জামাতা ধন সম্পত্তি সমস্তই উড়াইয়া দিয়াছেন, বসত বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন সাধারণে জামাতার মান রক্ষার্থ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। একদিন অবিনাশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রিত হইলেন। কেন? তাহা, বোধ হয়, তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তথাপি বাহিরের ঢং বজায় রাখিবার জন্য পূর্ব্বমত চাল চুলেই শ্বশুরালয়ে আসিলেন। ভুবন মোহন সমস্তই জানিতেন সুতরাং তাঁহার নিকট ইহা বাহ্যাবরণ মাত্র। আহারাদির পর নিভৃত কক্ষে জামাতাকে লইয়া তিনি কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন।

ভুবনমোহন কহিলেন,—"দেখো বাপু! সকলই কপালের কথা, আমি হাজার হাজার ছেলে দেকেও পছন্দো করিনি, কিন্তু বড় মানুষের ছেলে দেখে আর স্বভাব চরিত্র ভাল ভেবে তোমার সঙ্গে আমার বড় মেয়েটীর বিয়ে দিলাম, কেন? না, আমার মেয়েটি সুখে থাক্‌বে বলে। তা' তার কপাল গুণে হিতে বিপরীত হলো, তুমি বিগ্‌ড়ে গেলে। তা' যা' হবার তা' তো হয়েছে, এখনও থেমে যাও আমি তোমার ভাল করে দেবো।"

অবিনাশ। আর আপনি আমার কি ভাল করবেন। আমি আমার নিজ বুদ্ধির দোষে সবই খোয়াইয়াছি এখন কেবল ঠাট বজায় আছে মাত্র। আর এক মাস পরে আমায় বাসবাটী পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হবে।

ভুবনমোহন। কি করবে বলো—উপায়তো আর নাই, তখন কত করে বারণ করেছিলুম,—"বাপু বাছা" করে হাজার বার' হাতে ধরে কতকরে বলেছিলেম—অবিনাশ, বাবা! এখনও থেমে যাও, এখনও মান সম্ভ্রম বজায় রাখতে পারবে, তা তুমি তখন কি আমার কথায় কর্ণপাত করেছিলে?"

অবিনাশ চন্দ্র দেখিলেন, শ্বশুর মহাশয় একে একে পূর্ব্বের কথা তুলিয়া বিশেষরূপে দুই এক কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, অতএব কোন প্রকারে সেই ইচ্ছায় বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ একদিন তাঁহারও ধন সম্পত্তি ছিল, মান সম্ভ্রম ছিল, দাস দাসী ছিল সুতরাং আজ তিনি বিপদে পড়িয়াছেন বলিয়া সুবিধা পাইয়া শ্বশুর মহাশয় বিশেষরূপ ভর্ৎসনা করিয়া অপদস্থ করিবেন, তাহা তাঁহার সহ্য হইবে না। এই রূপে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া দুঃখিতভাবে অথচ গম্ভীরতার সহিত উত্তর করিলেন "আপনি কি আজ আমায় ভর্ৎসনা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন?"

ভুবনমোহন জামাতার কথা শুনিয়া মৃদু হাসিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তিনি মুখ দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন যে জামাতার হৃদয়াভ্যন্তরে পূর্ব্ব গৌরবের ছায়া পড়িয়া তাহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, তাই সে এ প্রকার দুরাবস্থায় পড়িয়াও তাঁহার উপদেশ সূচক কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছে। যাহা হউক তিনি জামাতার ভাব সন্দর্শন করিয়া আর পূর্ব্ব কথার পুনরুল্লেখ করিলেন না। একেবারেই বলিলেন,—"বাপু! আমরাও তোমার মত ছোকরাতো এককালে ছিলেম, আমাদেরও তো বয়স গেছে, আমরা ওসব

বুঝতে পারি, যে, দুটো হিত কথা বল্‌তে গেলে, গরমরক্তওলা ছোকরাদের তা' ভাল লাগে না। তা কি করবো বলো, আমি তো তোমার দুকথা না বলে থাক্‌তে পারি না। তোমার বাপের অতটা বিষয়, দেখো দেখি, তুমি কি প্রকারে না অপব্যয় করিলে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভুবনমোহন কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, দেখিলেন তাঁহার কথায় আবার জামাতার ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং তিনি আবার সস্নেহে বলিতে লাগিলেন,—"তা যা'ক্, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, আর এখন ফিরে পাবারনয়, কিন্তু আমি তোমায় এখন একটা কথা বল্‌বো শুন্‌বে কি ?"

অবিনাশ। আজ্ঞা করুন।

ভুবনমোহন। আমি একটা নতুন আপিস নিয়েছি, সেখানে একজন কেশিয়ার (Cashier) আবশ্যক, তা' তুমি চাকরী স্বীকার করিতে রাজী আছ ?

অবিনাশ। (স্বগতঃ) রাজী না হয়েই বা করি কি ? (প্রকাশ্যে) কত মাহিনে ?

ভুবনমোহন। আপাততঃ ১০০ টাকা, কিন্তু বাড়্‌বার আশা আছে।

অবিনাশ। ভাল, আমি স্বীকৃত হলেম।

ভুবনমোহন। কিন্তু বাপু! একটী কথা আছে, আমি তোমায় এখন বিশ্বাস করিতে পারিনা, তুমি আপাততঃ মাহিনা পাবে না।

অবিনাশচন্দ্র প্রথমতঃ শ্বশুরের কথা ভাল বুঝিতে পারিলেন না, অথচ মনে বড় ঘৃণা হইল। একবার ভাবিলেন "ভিক্ষা

করিতে হয় সেও ভাল, তথাপি আর অপমান সহ্য করিতে পারি না।” আবার ভাবিলেন “কর্দ্দমে পতিত হইলে ভেকেও উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়” তা' শ্বশুর মহাশয়তো পিতৃস্থানীয়, তিনি যদি দুএকটা অন্যায় কথাও বলেন, তাহাও সহ্য করা উচিত। আরও বিশেষতঃ এখন সংসারের দুরবস্থা, তাহাতে সম্প্রতি ১০০ টাকা মাহিয়ানার চাকরী পাইলে কষ্টে সৃষ্টে দিনযাপন হইতে পারে; অতএব দ্বিরুক্তি না করিয়াই শ্বশুর মহাশয় যাহা আজ্ঞা করেন তাহা শুনা কর্ত্তব্য।” এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অবিনাশচন্দ্র মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

ভুবনমোহন জামাতাকে এই প্রকার চিন্তাযুক্ত দেখিয়া আবার বলিলেন,—“দেখো বাপু! তুমি বোধ হয় আমার কথা বুঝিতে পারনাই, আমি তোমাকে একেবারে মাহিনা দিব না বলি নাই। অথবা, “তোমায় আমার বিশ্বাস হয় না” অর্থে “তুমি ক্যাসের (Cash) টাকা ভাঙ্গিলেও ভাঙ্গিতে পার”, এভাবেও বলিনাই। আমি বলি কি, যে তুমি টাকা হাতে পেলে, পাছে, আবার বিগড়াইয়া যাও, এই ভয়ে, আমি আপাততঃ তোমার হাতে টাকা দিতে ইচ্ছুক নহি। কাল হইতে আমার একজন খুব দক্ষ সরকার তোমার বাটীতে গিয়ে থাকবে, তোমার সংসারের যাহা যাহা আবশ্যক, সেই সরকার তাহা ক্রয় করিয়া দিবে। তোমার যখন যাহা কিছু অভাব হইবে, তৎক্ষণাৎ আমায় জানাইবে, আমি যথাসাধ্য তাহা মোচন করিতে চেষ্টা করিব। আমার যে সরকার তোমার বাটীতে গিয়া থাকিবে, তাহার হস্তে তোমার একশত টাকা অর্পিত হইবে, সে সেই টাকা হইতে তোমার সংসার চালাইবে—কেমন রাজী আছ?

অবিনাশচন্দ্র সম্মতি সূচক ভাব প্রদর্শন করিলেন। ভুবন-মোহন আবার বলিতে লাগিলেন,—"তারপর শুন, তোমার বাড়ী, তুমি দশহাজার টাকায়, মাটীর দরে, পাষণ্ড কৃপণ রাম দত্তকে বিক্রী করেছিলে, তাকে আমি নানান রকম ভয় দেকিয়ে এগার হাজার টাকায় কিনে নিয়েছি। এসব কথা কেউ জানে না, পাছে তোমার মানের হানি হয়, এইজন্যে আমি জনপ্রাণীকে এসকল কথা জানিতে দিই নাই। তা' এখন আমি সেই বাড়ী আমার মেয়েকে দান করে, রীতিমত রেজেষ্টারী করে' তার নামে লিখে পড়ে দেবো। পাকে প্রকারে তোমার বাড়ী আবার তুমিই ফিরিয়ে পাবে, কিন্তু একথা পাঁচ জনের সাক্ষাতে বল্লে, পাছে তোমাকে তাহারা ঘৃণা করে, এই জন্যে আজকে তোমায় নির্জ্জনে সেই কথা বল্লেম। যাহোক আজ থেকে তুমি সমস্ত বদফেয়ালী ছেড়ে দিয়ে, যাতে ভালো হতে পার তার চেষ্টা দেখ। যখন আমি দেক্‌বো তুমি এক প্রকার শুধ্‌রে গিয়েছ, তখন সাহেবদের বলে করে, তোমার মাইনে আরও বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা কর্‌বো, কিন্তু বাপু! তোমায় আবার আমি সাবধান করে দিচ্চি যে, যা' হয়ে গিয়েছে তা' হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এইবার থেকে ভদ্রলোকের মত হয়ে, আবার আপনার মানসম্ভ্রম বজায় রেখে চল্‌তে চেষ্টা কর—বুঝ্‌তে পেরেচো?"

অত্যন্ত দুঃখে ও মর্ম্মান্তিক যাতনার সহিত অবিনাশচন্দ্র ঘাড় নাড়িলেন। ভুবনমোহন বলিলেন,—"তবে কাল থেকে তুমি আমার নূতন আপিসে বেরোবে, কেমন?"

অবিনাশ। আজ্ঞা হাঁ।

এমন সময় অন্তঃপুর হইতে জামাই বাবুর ডাক পড়িল। ভুবনমোহন বলিলেন,—"আচ্ছা তবে যাও, আজ শোওগে কিন্তু দেখো বাপু! আমার কথা অমান্য করোনা, মনে কিছু দুঃখও করোনা, আমরা অনেক দেখেছি তাই তোমার ভালোর জন্যে দুচারটে কথা বল্লেম, এখন বাড়ীর ভেতর যাও।"

অবিনাশচন্দ্র শয়ন করিতে গেলেন। ভুবনমোহন সে মহাশয় আবার কি ভাবিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে মহামায়া শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। সে জানিতে পারিয়াছে, যে শ্বশুরালয় এখন তাহারই সম্পত্তি। স্বামী, দুরবস্থা হেতু, পিতার আফিসে চাকরী করিতেছেন, সুতরাং তিনি তো তাহার হস্তে কলের পুত্তলিকা মাত্র। বাস্তবিক ঘটিলও তাই। অবিনাশ চন্দ্র যখন অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তখন সে স্ত্রীর দিকে হয়তো একবার ফিরিয়াও চাহিতেন না, আজ তাহার মতেই মত, নহিলে শ্বশুর মহাশয়ের কর্ণে সে কথা উঠিলে হয়তো আবার তিনি রাগ করিতে পারেন; অতএব, মহামায়া, যাহা বলিত, তিনি তাহা কায়মনোবাক্যে পালন করা উচিত বিবেচনা করিতেন। দিনে দিনে মহামায়া ভীষণা হইয়া উঠিতে লাগিল, অথচ অবিনাশ চন্দ্র কিছু বলিতে পারেন না। মহামায়া সপত্নীর পুত্র কন্যাকে জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, শাশুড়ীকে গ্রাহ্য করে না, ইহা দেখিয়াও কিছু বলিতে পারেন না। এইরূপে অতি দুঃখে মানসিক ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া অবিনাশ চন্দ্রের দিন যাপিত হইতে লাগিল।

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই সকল

ঘটনা সংঘটিত হয়। এই সময় মহামায়া সবে মাত্র একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন: অবিনাশ চন্দ্র যদিও স্ত্রীর এত অত্যাচার সহ্য করিতেন, যদিও চক্ষের উপর তাঁহার প্রথম পক্ষীয় শিশুর উপর বিমাতার কঠোর ব্যবহার দেখিয়াও কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, যদি ও সামান্য একজন সরকারের কথায় তাঁহাকে উঠিতে বসিতে হইত, তথাপি মুহূর্ত্তমাত্রও তিনি আপনার অবস্থা ভুলিয়া যান নাই। আফিসে কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি ক্রমে এক জন পাকা লোক হইয়া উঠিলেন, সাহেবগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া তাহাদের প্রিয় পাত্র হইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র স্বাধীন হইবার আশা।

মহামায়া জানিত, স্বামী এখন তাহার অধীন। তাহার বাটীতে বাস করেন, তাহার পিতার অন্নে প্রতিপালিত হয়েন, সুতরাং তাহার উপর তাঁহার কোন বিষয়ে কোন প্রকার স্বাধীনতা চলিবে না!'. এই প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া মহামায়া নানাপ্রকারে যথেচ্ছাচার করিত।

একদিন সপত্নীপুত্র আনন্দ কুমার একটি খেলেনাওয়ালাকে ডাকিয়া আনিয়া বিমাতার কাছে গিয়া বলিল,—"মা! আমায় একখানা গাড়ী কিনে দাও না।"

মহামায়া নাক চোক মুখ ঘুরাইয়া বলিল,—"যা' যা' আম'লো যা', যা চক্ষে দেক্‌বেন, তাই কিন্‌তে চাইবেন, রাস্তায় যাকে দেক্‌বেন, তাকে ডেকে আন্‌বেন, মরণ আর কি। চোকে আগুন লাগুক্ এমন ছেলে মরেও যায়না গা।— আহা!! কি আমার বড় মানুষের ছেলে—পয়সা খরচ করা অমনি

মুখের কথা—যা' যা' দূর হয়ে যা—"বিমাতার কথা শুনিয়া আনন্দ-কুমার কাঁদিতে কাঁদিতে অন্য গৃহে ঠাকুমার কাছে গিয়া এই সকল কথা বলিতে লাগিল, আর কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ-পুনঃ আবদার করিয়া বলিতে লাগিল,—"একখানি গাড়ী কিনে দাও না ঠাকুমা! আমি টান্‌বো।" ঠাকুমা বধূমাতার এ প্রকার আচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ গা বউমা! ছেলে একটা সামান্য জিনিষ কিন্‌বে বোলে এত আবদার করচে, এত কাঁদ্‌চে, তা' তুমি মা হয়ে এত কথা বল্লে কি করে?—"

সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতেই মহামায়া যেন বীর-নারীর ন্যায় (গাছকোমর বাঁধিয়া) রণবেশে, ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ নিজ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল,—"যাও, যাও, তোমার আর গিন্নীগিরী ফলাতে হবে না; ছেলে আব্‌দার কর্‌চে, কিনে দিতে হয় তুমি দাওগে, আহা! কি আমার বড় মানুষের ছেলেগো!! দুচক্ষে যা' দেখ্‌বেন তাই কিন্‌তে হবে—"

শশ্রূ ঠাকুরাণীর "কি আমার বড় মানুষের ছেলে গো," এই কথা শুনিয়া মনে অতিশয় দুঃখ হইল, তিনি মর্ম্মান্তিক যাতনার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা! এ সংসার কার মা! কার জন্যে ভাঙ্গাঘরে বাসা বেঁধে ছেলের আবার ফের বে দিলুম? আর "বড় মানুষের ছেলে" বলে খোঁটা দিচ্চো, তা মা! ওরা কি বড় মানুষের ছেলে নয়? আজই না হয় ওর বাপের দোষে ওরা অনাথা হয়েছে, নইলে ওদের মা থাকলে কি ও তোমার কাছে চাইতে যেতো, না' আমার

লক্ষ্মীমন্ত বউ বেঁচে থাক্‌লে তোমার মত অলক্ষ্মীকে এনে আমি ঘরে পুরতেম্‌? তা না, কিনে দেবেনা, কিনেই দেবেনা, তোমার অত বার শত্তেরো কথার দরকার কি?—"

মহামায়া আবার গর্জ্জিয়া উঠিল,—"দেখো মা! তুমি শাশুড়ী বলেই তোমার এত কথা আমি সয়ে থাকি, তোমার রেত্‌ করে চল, 'তবু তোমার মুখে যা' আসে, ছোট লোকের মত তুমি তাই বলো, তুমি কার বাড়ীতে আছো তা জানো?—"

"জানি মা জানি, যে দিন থেকে আমার সোণার লক্ষ্মী আমায় কাঁদিয়ে চলে গেছে সেইদিন থেকেই জানি, আমার কপাল পুড়ছে, নইলে আমার স্বোয়ামীর যেমন করে হোক্ তিন চার লাখ্‌ টাকার বিষয় ছেলো, তা ধূলো মুটোর মত উড়ে যাবে কেন? আয় অভাগীর বাছা! আমি তোকে গাড়ী কিনে দিই আয়, ও রাক্ষুসী যে দিন থেকে আমার বাড়ীতে ঢুকেছে সেইদিন থেকেই, আমার সংসার ছারে খারে গিয়েছে" —এই পর্যান্ত বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আনন্দ-কুমারকে তিনি একখানি গাড়ী কিনে দিলেন। আনন্দ-কুমার এতক্ষণ কান্না ভুলিয়া অবাক্‌ হইয়া ঝগড়া দেখিতেছিল, গাড়ী পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেল। খেলেনাওয়ালী গৃহস্থের ঘরে শাশুড়ী বধূর এ প্রকার আচরণ দেখিয়া মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিল।

মহামায়া যথাসাধ্য গালি গালাজ ও চীৎকার করিয়া আপনার গৃহে যাইয়া শয়ন করিল। খেলেনাওয়ালী আস্তে আস্তে গিন্নীর ঘরে প্রবেশ করিল। গিন্নী গাড়ী কেনার পয়সা দিয়া খেলেনাওয়ালীকে যেন তখনকার একমাত্র সঙ্গিনীবোধে সস্নেহ

বচনে বলিতে লাগিলেন—"দেক্‌লে বাছা! আমার বউয়ের ব্যাভার দেক্‌লে, আমি যত মনে করি চুপ করে থাক্‌বো, বিধাতা কপালে যা' লিখেচেন তাই হবে, তা বাছা! আমার সোণার প্রতিমা ভাসিয়ে দিয়ে কোথাকার আবাগী অলক্ষ্মী এনে ঘরে পুরেছি, যে, যে দিন থেকে ছেলের আমার ফের' বে হয়েছে, সেইদিন থেকেই মা লক্ষ্মী চঞ্চলা হয়েছেন।

খেলেনাওয়ালী। তাইতো মা! আমায় আশ্চর্য্যি করে দিয়েছে, আমাদের ছোট লোকের ঘরেও এমন সর্ব্বনেশে বউ একটা নেই। তা' মা' তোমার ছেলে কি এ সব দেক্‌তে পায়না?

"দেক্‌তে আর পায়না বাছা! সব দেক্‌তে পায়, কি করবে বল্লো, ওই পোড়াকপালীর বাপ্‌, তার একটা চাকরী করে দিয়েছে বলে, সে ভয়ে কিছু বল্‌তে পারে না।"

খেলেনাওয়ালী। তা' মা! তোমার স্বোয়ামীর তিন চার লাখো টাকার বিষয় ছেলো, তবে আর তোমার ছেলেকে চাকরী করতে হল্লো কেন?

"বাছা! কপাল, সবই কপাল। আমার সোণার প্রিতিমে, ঘরের লক্ষ্মী বউমা মারা যেতে, আমার ছেলে কেমন এক রকম হয়ে গেলো। ভাল করে খেতো না, ভাল করে কারুর সঙ্গে কথা কইতো না, বিষয় আশয়ের দিকে একবার চেয়েও দেক্‌তো না, সদাই বসে বসে কি ভাবতো, বিড়ির বিড়ির করে বক্‌তো, আর মাঝে মাঝে খালি কাঁদ্‌তো। আমি ভাল ভেবেই ছেলের ফের বে দিলুম, ওমা! হিতে বিপরীত হলো। আবাগীর ব্যাভারে ছেলে আমার বিগ্‌ড়ে গেল, মদ ধরলে। বেভুষ্যের বাড়ী গিয়ে রাত কাটাতে লাগ্‌লো, একেবারে

মতিচ্ছন্ন ধর্‌লো। দুই তিন মাসের মধ্যে অতটা বিষয় সব উড়িয়ে দিলে, তারপর জ্ঞান হলো। এখন তার শ্বশুর তার নিজের আপিসে একটা চাকরী করে দিয়েছে, তাইতে আমার বউয়ের এত ঘুর ঘুরুণি। উপরে ভগবান আছেন, তিনি কি এ সব দেক্‌চেন না; রোজ রোজ নারায়ণের কাছে মাথা খুঁড়ি, তিনি কি দয়া করবেন্ না। দেক্‌বো এ জাঁক কদ্দিন থাকে, কবে মধুসূদন আমাদের দুঃখ ঘোচান—"

খেলেনাওয়ালী। আচ্ছা মা! বল্‌তে পার, বাবু যে এতটা বিষয় কি ক'রে উড়িয়ে দিলেন, তা কোথায় কাকে দিয়াছেন ?

"তা কেমন করে জান্‌বো বাছা! আমার ছেলেতো আর গোড়া থেকে খারাপ নয়—ওই আবাগীর দোষেই আমার এ সর্ব্বনাশ হয়েছে। আর আমার ছেলেও বাছা! যদিও তার বাপের অতটা বিষয় বদখেয়ালী করে উড়িয়ে দিলে, তবু যে একদিনের তরে অসভ্যতা বা আমাকে অমান্য করে কথা কওয়া কিম্বা নেশার ঝোঁকে বাড়ির ভেতর ঢোকা, তা সে সব দোষ তার কখন নেই—আমি কি করে জানবো মা! সে কোথায় এ সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে। তবে আমার পুরাণো বুড়ো সরকার একদিন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে বল্লে "মা! বাবু তো বিষয় আশয় সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্চেন—সোণা-গাছিতে একজন বেশ্যার কুহকে পড়ে দুচক্ষে বা পা'চ্চেন তাই তার পায়ে ঢেলে দিয়ে আস্‌চেন." এই কথাই কেবল আমি বুড়ো সরকারের কাছে শুনে ছিলুম, তাই জানি। নইলে আমার ছেলে এমন অসভ্য নয় যে বাড়ীতে কাউকে এক

জান্‌তে দেবে। আমার সোণার বউ মারা যেতেই সংসারে যে তার কি বিরাগ হলো তা' বল্‌তে পারি নে।

খেলেনাওয়ালী। নতুন বে' হয়েও কিছু হলো না?

"হতো বাছা! সব ভালো হতো যদি এই আবাগী ভাল হতো।

অবিনাশ আমার নতুন বে' হতেই দিন কতক বাড়ীতে রাত্রিরে থাক্‌তে লাগ্‌লো, তা' ঐ আবাগীই তাকে তাড়ালে। আবার যখন আমার ছেলে বদখেয়ালী ধর্‌লে, রাত্রিরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ কর্‌লে, তখন আমি একদিন লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে বাছাকে আমার বকিছিলুম বলে, বাঁছা একেবারে পাগলের মত খানিকক্ষণ আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে, ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌লেম,—"তুমি কাঁদ কেন বাবা?" অবিনাশ আমার, তাতে উত্তর কল্লে,—"মা! তোমার ঘরের লক্ষ্মী পালিয়ে গিয়েছে, আর ধন নিয়ে কি করবে বলো? আমায় কিছু বলোনা মা, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি।" তোমার সোনার প্রতিমা ভাসিয়ে দিয়ে, এ কোন রাক্ষসীর হাতে আমার ছেলে মেয়েকে ফেলে দিলে মা!—"এই পর্য্যন্ত বলে অবিনাশ কেঁদে আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেলো। আমি সেইদিন থেকেই ছেলের মনের গতিক বুঝ্‌তে পার্‌লেম,—আর তাকে কিছু বল্লেম না। সে যা'খুসি তাই করে, বিষয় আশয় সব উড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো।",—

খেলেনাওয়ালী "আচ্ছা মা! আজ আমি তবে আসি" এই বলিয়া চলিয়া গেল। একটা কি মতলোভ আছে।

আহা! ভগবান্ করুন ওর ভালো হোক্। ছোটলোক, তবু ওর কথা শুনে আমার প্রাণ জুড়োলো। যাহোক্ ও আমার কি করবে? বলা যায় না।
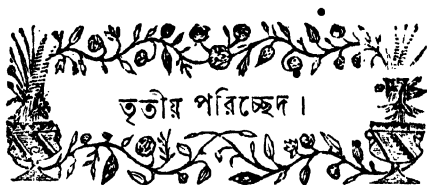
শান্তিময়ী, ঘটক সংবাদ ও ময়রাণী দিদি।
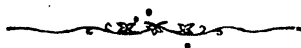
মোহিনীমোহন এদিকে বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ এবং অতগুলি পরিবারের ভরণপোষণ ভার তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। যাহা কিছু সংস্থান ছিল, দিন কতকের মধ্যে তাহাও প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল। পূর্ণ গর্ভবতী মনোরমা একটী সন্তান প্রসব করিল, তাহার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিতে গিয়া মান সম্ভ্রমাদি বজায় রাখিতে, তাঁহার অনেক অর্থব্যয় হইয়া গেল, কিন্তু কি করিবেন—উপায় নাই। যতদিন অর্থ ছিল, ততদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুখ তুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন, কিন্তু এখন তাঁহার সে ভাবও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। এমন কি গম্ভীরমূর্ত্তি "বড়বাবু" পর্য্যন্ত, খুল্লতাতের সহিত কথা কওয়া অপমান বোধ করিতে লাগিল।

অবিবাহিতা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া অনেক ঘটক ও ঘট্‌কী ঠাকুরাণীর শুভাগমন হইতে লাগিল। তাঁহাদের কথা শুনিয়া ও বরকর্ত্তাদিগের "হাঁক ডাক্" শুনিয়া তিনি অবাক্

হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার সময় ভাল ছিল, তখন এই ঘটকেরা হয়তো "নগত মুদ্রা" ও "২০০ ভরী সোনা" ইত্যাদি আবদার করিতে সাহস করিতেন না। কেন? তাহা জানিনা, বোধ হয় ইহা কালের স্বধর্ম্ম, অথবা অর্থের ছায়ামাত্র সন্দর্শন করিয়া কেহ কথা উত্থাপন করিতে সাহসী হইতেন না। এখন যে ঘটকই সম্বন্ধ লইয়া আসেন, তিনিই বলেন,—"অমুকের ছেলে তিনটে পাশ করেছে, তার সঙ্গে আমি আপনার মেয়ের বিবাহ দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ফর্দ্দে আপনি এগোতে পারবেন্ কি? সে, তিন হাজার টাকা নগত, ঘড়ি ঘড়ীর চেন্, কাঁসা, রূপার বাসন মায় অন্যান্য দান সামগ্রী, আর চুড়ী সুটের গয়নাতে অন্ততঃপক্ষে, ৫০ ভরী সোনা চায়। যদি সম্মত হয়েন, তবে আমি এই সম্বন্ধ ঠিক্‌ঠাক্ করে দিই। আর ছেলেটী রূপে গুণে সমান, এদিকে তো বিদ্যের জাহাজ বল্লেই হয়, তার উপর আবার ফিট্ গৌরবর্ণ।"

মোহিনীমোহন এই সকল শুনিয়া অবাক্ হইতে লাগিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বরকর্ত্তাদিগের এই সকল আবদার সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র; এখনকার মত, কসায়ের কারখানা সে সময়ে তবুও কথঞ্চিত কম ছিল। যাহা হউক এই প্রকারে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, অথচ কন্যার বিবাহের কোন প্রকার স্থিরতা দৃষ্ট হইল না। যে ঘটক বা ঘটকী সম্বন্ধ লইয়া আসেন, সকলেরই মুখে সেই এককথা, তবে উনিশ বিশ। কেহ ছয় হাজার টাকার ফর্দ্দ বাহির করেন, কেহবা তিনহাজার; তাহাও আবার বরের ওজন বুঝিয়া! কাহারও পুত্র হয়তো প্রবেশিকা

পরীক্ষা দিয়াছেন মাত্র, এখনও হয়তো পাশের খবর পাওয়া যায় নাই, তিনি পাছে, তাল ফস্‌কাইয়া যায়, এইজন্য,তাড়াতাড়ি বিবাহের আয়োজন করিতেছেন, আর এই বলিয়া দর হাঁকিতেছেন,—"আমার ছেলে পাশতো হ'বেই তবু এখনও সম্পূর্ণ ঠিক জানা নাই বলিয়া,কম করিয়া বলিতেছি ; অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ আড়াই হাজার টাকা পাইলেই আমি পুত্রের বিবাহ দিব।" ঘটকও শুনিয়া অবাক! গরিব কন্যাকর্ত্তার অবস্থাও ততোধিক। হয়তো সেই ছেলের পিতা তাঁহার ধনুর্দ্ধর পুত্রের গুণাগুণ জানিয়া, পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন,—"ছেলের পাশ হওয়া এই অবধি"।

আবার অন্য একস্থলের সম্বন্ধ আনিয়া ঘটক মহাশয় মোহিনীমোহনকে হয়তো বর দেখাইতে লইয়া গেলেন, তিনি বিবাহার্থী পাত্রকে দেখিয়াই অবাক্!! কারণ পাত্রের শ্রীমুখভঙ্গিমা হয়তো, ঠিক বাঙ্গালা পাঁচের মত, রং আল্‌কাতরা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার, তদুপরি মস্তকে প্রকাণ্ড টেরী বিরাজমান ; তৃতীয় শ্রেণী হইতেই, হয়তো, পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে এবং আপাততঃ "প্রত্যেকেরই যাহা হউক এক একটা কাজ কর্ম্ম করা উচিত" ভাবিয়া, কোন অবৈতনিক নাট্যসমাজে রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ বা হনুমানের অংশ অভিনয় করিবার ভার লইয়াছেন। এহেন শ্রীমানের পিতৃগণও, অন্ততঃপক্ষে, দেড়হাজার দুহাজার টাকার হাঁকাহাঁকি করিতেছেন। অন্য একস্থলে, হয়তো কাহারও পুত্র কায়ক্লেশে তৃতীয় বিভাগে (Third division) প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Entrance examination) উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অথচ দারুণ দারিদ্রতা নিবন্ধন অথবা দেনার জ্বালায় শিশু পুত্রের বিবাহ দিতে অগ্রসর হইয়া মহা হাঁকাই করিতেছেন

তিনি তাঁহার অতুল রত্ন সন্তানের বিবাহে অতি যৎসামান্য চাহেন,—'কনে' কেবল মাত্র রুলি হাতে আসিলেও তাঁহার আপত্তি নাই, টাকাগুলি কিন্তু নগত চাই। ঘটক মহাশয় এই প্রকার সম্বন্ধের কথা বলিয়া, গাত্রোত্থান করিবার সময় হয়তো বলিয়া গেলেন "আর মশায়! আপনাদের এ পাড়ায় যদি একখানা বড় গোছের বাড়ী বিক্রী থাকে, তবে আমায় বলিবেন,—কারণ, আপনার ভাবী বেয়াই মশায় একখানি বাড়ী ক্রয় করিবেন বলিয়া টাকা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন"—, আসল কথা, এটা কেবল বাজে ভড়ং মাত্র। অনুসন্ধানে বর কর্ত্তা ভাড়াটিয়া বাটীতে আছেন, জানা গেলে, পাছে, ছেলের দর কমিয়া যায়, এইজন্য বরকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রেরিত শিক্ষিত ঘটকের এপ্রকার অচিন্তনীয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক স্বরূপ অভাবনীয় উক্তি। একজন ঘট্‌কী ঠাকুরাণী হয়তো, অনেক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটী অত্যুৎকৃষ্ট সম্বন্ধ আনয়ন করিলেন,—পাত্রটী নিজে একজন পাড়াগেঁয়ে জমিদার, তৃতীয়পক্ষে বিবাহ করিতে চাহেন। দেশে তাঁহার ধানজমি ও রেইওতী জমি দুদশ বিঘা আছে, বৎসর শালিয়ানা সাড়ে তিন চারি টাকা খাজ্‌না আদায় হয়। তিনি কিছুই চাহেন না,—কেবলমাত্র কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিবেন্ মাত্র। দেশে বড় ম্যালেরিয়ার ভয়, তাই তিনি কলিকাতায় আসিতে চাহেন,—নহিলে খাইবার পরিবার তাঁহার কোন ভাবনা নাই।

এই প্রকারে অনেক সম্বন্ধ দেখিয়া শুনিয়া মোহিনীমোহন, অতিক্লেশে অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিয়া কোন মধ্যবিত্ত ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিলেন।

সরমার বিবাহ হইয়া গেলে পর, মোহিনীমোহন একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন ; এমনকি পরদিন বাজার হাটের পয়সা পর্য্যন্ত যে কোথা হইতে আসিবে তাহার স্থিরতা রহিল না। ভাবনা চিন্তায় তাঁহার শরীর ক্রমে কৃশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

এত দুঃখেও মোহিনীমোহনের সহধর্ম্মিনী শান্তিময়ী এক দিনের জন্যও স্বামীর নিকট সংসারের কথা লইয়া কোন আন্দোলন করেন নাই বা সংসারের অভাব তাঁহাকে জানিতে দেন নাই। একদিন গয়লা আসিয়া বলিল,—"মা ! আর আমি চেপে থাকতে পারিনে, আমার প্রায় দেড়শো টাকা পাওনা হয়েছে, আমার কাজে কাজেই নালিস্ করতে হবে।"

নালিসের নাম শুনিয়া শান্তিময়ী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন,— "নালিস্! সেকি কথা? তুমি আজ দশ বৎসর আমাদের বাড়ীতে দুধ দিচ্চো, কই এরকম কথাতো তুমি একদিনও আমায় বল নাই।"

গয়লা। মা! দায়ে পড়ে বল্‌তে হয়, আমার এত টাকা পাওনা, এ আপনারা দেবেন কি করে।

শান্তিময়ী। চিরকাল তোমার টাকা যেমন করে দিয়ে আস্‌চি, এখনও সেইরকম করে দেবো। তুমি বাবুকে কিছু বলোনা, তাঁর কাছে টাকা চেওনা, আমি শীগগির তোমার টাকা দেবো।

গয়লা। আপনি কোথা থেকে দেবেন মা! ওবাড়ীতে গিন্নীর মুখে যা' শুনলুম, তাতেতো আপনাদের আজ গেলে, কাল কি খাবেন, তার সংস্থান নেই। তিনিইতো আমায় বলেছিলেন,— "যা' বা' নালিস্ কর্‌গে যা' এখনও ছোট

বউয়ের দু' এক খানা গয়না আছে, তা' বেচেও তোকে দিতে পারবে, এর পর হলে আর পারিবিনি।

শান্তিময়ী আপনার জায়ের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। মনে মনে বলিল,—"হা ভগবান! আমার এ দুর্দ্দশা কেন করলে? আমিতো কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করি নাই, জানতঃ কোন পাপ করি নাই, তবে আমার স্বামীপুত্রের এ লাঞ্ছনা ভোগ কেন—" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে হটাৎ তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া দু' এক ফোটা জল পড়িল। আবার তখনি সাবধান হইয়া গয়লাকে বলিলেন' —দেখো, দিদি যে তোমার আমাদের নামে নালিস্ করতে বলেচেন, সেটা কি তুমি ঠিক্ কথা মনে করো? না--না— দিদি বোধ হয়, আর কারুর কথা মনে করে থাক্‌বেন। তা' যাইহো'ক তুমি অন্য কোন লোকের কাছে একথা প্রকাশ করোনা তাহলে তারা মনে করবে, সত্য সত্যই বুঝি দিদির আমাদের উপর ঐরকম হিংসা। তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পারনি।" সুচতুরা শান্তিময়ী এই প্রকারে আপনার জায়ের দোষ ঢাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন— "আর দেখো, তোমার টাকার জন্যে তুমি ভেবোনা, আমি কাল, নাহয় পরশু, তোমার টাকা দেবোই দেবো। বাবুর কাছে তোমার টাকা চাইবার কোন দরকার নেই, আজকাল তাঁর শরীর অসুখ, সহজ কথায় চোটে উঠেন—তুমি তাঁর কাছে মোটে যেওনা।"

গয়লা চিরকালেই এবাড়ীতে অন্তঃপুর হইতে টাকা লইয়া যাইত, সুতরাং সে বলিল,—"দরকার কি না! আমার বাবুর কাছে চেয়ে, আমার টাকা পেলেই হলো। আগেতো, এই

আপনাদেরই কাছে আমার কতবার দুশো তিনশো টাকা পড়ে থাকতো, তা আমি কি একদিনও কোন কথা বলিচি ? আজ আমায় ওবাড়ীর গিন্নী ডেকে ভয় দেকালেন, আর নালিস্ করবার কথা বল্লেন, আরও বল্লেন,— "নইলে টাকা আদায় হবেনা," তাইতো মা! আমি গরিব মানুষ ভয় খেয়ে গেলুম—

শান্তিময়ী। তা বেশ করেছ। তোমার কোন ভয় নেই, আমি কালই হোক্ আর পরশুই হো'ক্ তোমার টাকা চুকিয়ে দেবো—কেমন? দেখো যা' তোমায় বারণ করে দিলুম, তা' শুনো, বাবুর কাছে টাকা চাইতে যেওনা—

গয়লা। না মা তা' আমি কেন যাব।

এই বলিয়া গয়লা দুধ ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। শান্তিময়ী ছল্ ছল্ নেত্রে রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া "ছোট বউ দিদি! আছ— ছোট বউ দিদি!" বলিয়া ডাকিল।

শান্তিময়ী যেন তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঘোম্‌টা টানিয়া বলিলেন,— "কে ময়রাণী দিদি এসেছো, এস এস, ব'স।"

ময়রাণী দিদি রান্নাঘরের কোন্ হইতে একখানি খুরসি পিঁড়ে লইয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ এদিক ওদিক দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"হ্যাগা বউ দিদি! আজ যে তোমার মুখে হাঁসি নেই, চোক দুটী ছল্ ছল্ করচে, তুমি কাঁদছিলে নাকি।"

কোমলহৃদয়া শান্তিময়ী এতক্ষণ বসিয়া আপনার জায়ের অত্যাচারের কথা ভাবিতেছিল, অতি কষ্টে অশ্রুজল নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ময়রাণী দিদির কথায় ধৈর্য্যচ্যুতি

হইল, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল, ভস্মাবৃত বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, প্রবল স্রোতের প্রবল বেগে ধৈর্য্যরূপ বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ময়রাণী দিদি বুঝিলেন, আজ আবার কি নূতন দুঃখের কারণ হইয়া, অথবা দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া, তিনি আরও দুর্ভাগ্যের কথা মনে জাগাইয়া দিয়াছেন। মুহূর্ত্তমধ্যে নানাচিন্তা, নানা দুর্ঘটনা ভাবিয়া লইয়া তিনি সস্নেহে বলিতে লাগিলেন,—“বউ দিদি! তুমি কাঁদচো? কেন তোমার কি হয়েছে? রামরাজা স্বোয়ামী বেঁচে থাক্, নবকুশ বিজয় বসন্ত বেঁচে থাক্, তোমার ভাবনা কি বোন্?—

সান্ত্বনা বাক্যে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া শান্তিময়ী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—“অবলা মেয়েমানুষের কান্না বই আর কি সম্বল আছে বোন্? আমি কি ছিলুম আর মধুসূদন আমায় কি কষ্টেই না ফেলেচেন। তা' আমার জন্যে আমি ভাবিনি বোন্, ওঁর জন্যেই আমার এত ভাবনা। আহা! অমন সোণার বরণ কালি পানা হয়ে গিয়েছে, ভেবে ভেবে শরীরে আর কিছু নেই বল্লেই হয়, ওঁর শরীরের দিকে চাইলে আমার হাত পা' পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যায়, বুক গুর গুর করতে থাকে, মাথা ঘোরে, যেন অজ্ঞান পানা হয়ে যাই,—”কিয়ৎক্ষণ আর কথা বাহির হইল না, শান্তিময়ী অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—“দিদি! আর জন্মে হয়তো কত নরহত্যে, ব্রহ্মহত্যে করেছিলুম, কত বামুনের মনে ক্লেশ দিয়ে ছিলুম কত অতিত্ ফকিরের দিকে দৃকপাত না করে, কত পাপ করেছিলেম, তা' বল্তে পারিনা।

দেকোনা কেন, আমার পাপে ওঁর পর্য্যন্ত কত সাজাই হচ্চে; আহা! ছেলে গুলিকে ভাল করে খাওয়াতে পরাতে পার্‌লুম না, মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেলো। মা! মঙ্গলচণ্ডী, একবার দয়া করে চাও মা! আমার জন্যে—”আবার অশ্রুজলে চক্ষু ভরিয়া গেল, বাঙ্‌নিস্পত্তি রোধ হইল।

ময়রাণী দিদি কহিলেন,—“তা’ আর কেঁদে কেটে মাতা খুঁড়ে কি করবে বল বোন্‌, কপালের ভোগ যা’ আছে, তা তো আর কেউ ঘোচা’তে পারবে না। মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক, মধুসূদনের কাছে মাথা খোঁড়, তিনি ভাল কর্‌বেন—.

ভগ্নকণ্ঠে শান্তিময়ী কহিলেন,—“দিদি! আজ আমার একটি উপকার করো। আমার এই তাগা জোড়াটা আর হারটা বাঁধা রেখে, কোথাও থেকে আমায় দেড়শো টাকা এনে দাও, আমি বড় বিপদে পড়িচি, আমায় রক্ষে করো—”আবার নয়ন বিগলিত হইয়া অশ্রু জলে তাঁহার বদন মণ্ডল অভিষিক্ত করিল।

ময়রাণী দিদি কহিলেন,—“ওমা! সে কি বোন্‌!! তুমি যে একে একে সব গয়না গাঁটী খোয়াতে বসেছ. এই সেদিন জশম বাজু বন্দক দিলে, তার পর সিঁতি স্যাতনল গেলো, গোট্‌ গেলো, ছোট মেয়ের বে’তে ছুটো ছাট্‌কো গয়না গুলো সব্‌ দিয়ে দায়ে,খালাস হলে, আজ আবার তাগা আর হার? এর পর কি করবে?

কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তিময়ী বলিলেন, কি কর্‌বো দিদি—উপায় নেই। যতদিন আমার আছে, ততদিন সংসারের কষ্ট কাউকে জানতে দেবোনা। মধুসূদন্‌ কি আমায় এমনিই করে রাক্‌বেন—আমায় কি দিন দেবেন না। ময়রাণী দিদি!

তোমার পায়ে পড়ি, আজ্‌কের এদায় থেকে আমায় উদ্ধার করো—”

ময়রাণী দিদি এতক্ষণ সাম্‌লাইয়া ছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসিলেন,—“কেন এতবার এত টাকা এনে দিলুম, তার কি হ’লো?

শান্তিময়ী। দিদি সে কথা আর জিজ্ঞেস্ করা মিছে। মেয়ের বে’ দিতে, ওঁর চারদিকে অনেক টাকা দেনা পড়ে থাকে, সেই সব পাওনাদার একে একে চাইতে আসে, আর অমনি ওঁর মুখ শুকিয়ে যায়। একদিন একজন এলেন, “তিনশো টাকা পাওনা” উনি বাড়ীর ভিতর শুয়ে দিবানিশি’তো ভাবেন, তা’ সেদিনও শুয়ে ছিলেন. এমন সময় সেই পাওনাদার বাইরে থেকে ওঁর নাম ধরে ডাক্‌তে লাগলো। উনি উঠে গেলেন, সে টাকা চাইলে, শীগ্‌গির না দিলে, নালিস্ করবে বলে ভয় দেখালে। উঁনি তাকে “পাবে” আশা দিয়ে, বাড়ীর ভেতর ফিরে এসে,—“হা! শেষে আমার এই হলো বলে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে অজ্ঞানের মত বিছানায় শুয়ে পড়্‌লেন। আমি কত রকমে বোঝালেম্, তিনি কিছুতেই বুঝ্‌লেন্ না। আমি বল্লেম,—“ওগো! আমার টাকা আছে, আমি তাকে দেবো এখন।” এই কথা শুনেই তিনি লাফিয়ে উঠে বস্‌লে —বল্লেন,—“তোমার টাকা আছে—তুমি দিতে পারবে?— আমায় এ অপমান থেকে বাঁচাবে?”

তার পরেই আবার বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌লেন্, আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—“না—তুমি কোথায় পাবে, হয়তো তুমি

আমার কষ্ট দেখে গয়না বাঁধা রেখে টাকা আন্‌বে। হা! ভগবান! আমি দান ধ্যান করে ভাল কাজ করেছিলেম বলেই কি আমায় এই সাজাই তুমি দিলে—”এই পর্য্যন্ত বলে আবার অজ্ঞানের মত ধূপ করে শুয়ে পড়লেন্। অনেক সেবা শুশ্রূষা, অনেক ডাকাডাকির পর, চোক চাইলেন। চোক্‌চেয়ে পাগলের মত বল্লেন “তুমি দেবে?—তুমি কোথায় পাবে?”আমি বল্লেম,—“তুমি যখন আপিসের মুচ্ছুদ্দী ছিলে, আমি তখন কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছিল্লেম্, আমি তাই থেকে দেবো—তোমার ভাবনা কি?”উনি কিন্তু আমার এ কথাতেও বিশ্বাস কর্‌লেন না, বরং যেন আরও নিরুৎসাহ হয়ে বল্লেন,—“আমি সব বুঝ্‌তে পার্‌চি, কেন তুমি আমায় মিছে কথা বলে ভোলা-বার চেষ্টা কচ্চো। আমার যখন ভাল অবস্থা ছিল, তখন আমি যেখানে একটাকা দান করতুম্, তুমি সেখানে দুটাকা দিতে, তুমি আবার টাকা জমাবে? হা ভগবান! আমায় তুমি মনের মত স্ত্রী পুত্র দিয়েও এত কষ্ট দিচ্চো—”এই পর্য্যন্ত বলে আর তিনি কথা কইলেন না, ছোট ছেলের মত ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগ্‌লেন। আমি সেইদিন থেকেই প্রতিজ্ঞে করিচি, যে যদ্দিন এই গায়ের কখানা গয়না আছে, তদ্দিন আর ওঁকে কিছু জান্‌তে দেবো না। তা’ আজ গয়লা এসে বল্‌ছিলো তার দেড়শো টাকা পাওনা, না দিলে নালিশ্‌ করবে? এ পর্য্যন্ত ওঁর যে যে পাওনাদার এয়েছে, তা’ আমি বিজয়কে শিকিয়ে রেকেছি বলে, কেউ আর ওর কাছে চাইতে আস্‌তে পায় না। তাদের টাকা নিয়ে কাজ, টাকা পেলেই চলে যায়, উনিও জান্‌তে পারেন না। কোন পাওনাদার

এলেই বিজয় তা'কে আপনার পড়্‌বার ঘরে বসিয়ে চুপি চুপি আমায় খবর দিয়ে যায়, আমিও "দুদিন পরে দেবো" বলে, এক একখানি গয়না বাঁধা দিয়ে টাকাগুলি মজুত করে রাখি। এই রকম করে চল্‌চে দিদি! আজ আবার গয়লা এসে বল্লে, সে দেড়শো টাকা পাবে, তাই তোমায় বল্‌চি আমার তাগা আর হার বাঁধা দিয়ে আমায় দেড়শোটি টাকা এনে দিয়ে এদায় থেকে উদ্ধার করো, দেখো উনি না জান্‌তে পারেন—"

ময়রাণী দিদি কহিলেন,—"আচ্ছা তা' যেন দিলুম্, কিন্তু এরপর আর পাওনাদার এলে কি করবে?"

আবার চক্ষে অঞ্চল দিয়া শান্তিময়ী কহিলেন,—"কি আর কর্‌বো বোন্, রুলি গাছটি হাতে রেখে বালা জোড়াটীও বাঁধা দেবো"

ময়রাণী দিদি। আমি তোমায় একটা পরামর্শ বলি, তাই কর না কেন।

শান্তিময়ী। কি?

ময়রাণী দিদি। দুখানা কি তিন খানা গয়না বিক্রী করে, অন্য সব গয়না উত্‌রে আনো। যায় গেলো তো দুখানা একখানার উপর দিয়েই গেলো, সবগুলো যাবে কেন—এর পর সুদে আসলে বেশী হলে কি আর ওত্‌রাতে পার্‌বে।

শান্তিময়ী। দিদি! তুমি আমার গয়নার জন্যে ভাব্‌চো, আমার সব গয়না গেলেও যদি উনি ভাল থাকেন, সেই আমার সব। সেই আমার লাখ্‌টাকার গয়না।

ময়রাণী দিদি। আমি বুঝি তোমায় তাই বল্‌চি? আমি বল্‌চি কি, সব গয়নাগুলো বাঁধে কেন, দুএকখানা যাগ্। আবার

দায় অদায়ওতো আছে, যতদিন সোণা দানা ঘরে থাক্‌বে, তদ্দিন চের ভরসাও থাক্‌বে—

শান্তিময়ী এইবার ময়রাণী দিদির কথার ভাব বুঝিয়া অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"তাই করো দিদি! তুমিই আমার সুখের দুখের একমাত্র ভরসা, যা ভালো বোঝ তাই করো" এই বলিয়া শান্তিময়ী আস্তে আস্তে গলার হার ও তাগা দুইগাছি খুলিয়া ময়রাণী দিদির হস্তে দিলেন। ময়রাণী দিদি যেন অনিচ্ছা সত্বেও তাহা গ্রহণ করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

ময়রাণী দিদি কে? এ পরিচয় বোধ হয় পাঠক মহাশয় জানিতে আশা করেন, সুতরাং আমরা এখানে তাঁহার পরিচয় দিব।

পাড়ায় "শিবে ময়রা" বলিয়া একজন বিখ্যাত ময়রা তাহার পিতৃ পিতামহ সকলেই উক্ত ব্যবসা করিত, শিবরাম ও সেই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দশ পনেরো হাজার টাকার সংস্থান করিয়াছিল। তাহার পিতৃ পিতামহের বরাবরই খোলার চালে বাসছিল, কিন্তু শিবরাম কায়ক্লেশে একটু খানি জমী ক্রয় করিয়া দুইখানি একতালা কোটাঘর নির্ম্মাণ করে। যে জায়গায় শিবরাম বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে জায়গাটী মোহিনী-মোহন দে মহাশয়েরই ছিল। শিবরামের দেশে বাপ পিতামহের দৌলতে দুচার বিঘা ধানের জমী ছিল, এবং সেই খানেই তাহাদের খুব ক্যালোয়া ময়রার কারবার ছিল। শিবরামের পিতা পিতামহ, প্রপিতা-মহ সকলেই সেই কারবারে এক প্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেন। একে পাড়াগাঁ, তাহাতে

প্রতিদিন প্রায় দেড়টাকা দুই টাকা বিক্রী, কাজেই খুব ফেলোয়া কারবার বলিতে হই'বে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শিবরামের পিতা দু' একশো টাকার সংস্থান করিয়া শিবরামকে কলিকাতায় একখানি ছোট গোছের ময়রার দোকান করিয়া দেন, তাহা হইতেই শিবরাম ক্রমে ক্রমে কারবার জাঁকাল করিয়া এই দশ পনেরো হাজার টাকার সংস্থান করে। তারপর তাহার কলিকাতায় বাস করিবার ইচ্ছা হওয়াতে, সে তাহার জমিদার মোহিনীমোহন দে মহাশয়ের নিকট জমি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করে।

শিবরামের বুদ্ধি খুব সুতীক্ষ্ণ, সে ভাবিয়াছিল যদি কর্ত্তা রাজী না হয়েন, তবে গিন্নীর কাছে আবেদন জানাইলে বোধ হয়, কার্য্য সফল হইতে পারে। এই ভাবিয়া সে একদিন আপনার স্ত্রীকে এক চেঙারী জল খাবার উপঢৌকন সমেত শান্তিময়ীর নিকট প্রেরণ করে এবং স্বয়ং মোহিনীমোহনের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার আর্জী পেস্ করে। মোহিনী-মোহন দে মহাশয় সে সময় "উইলসন্ এণ্ড কোম্পানীর" আপিসে মুচ্ছুদ্দী; তিনি শিবরামের এই আকিঞ্চনে ও শান্তি-ময়ীর অনুরোধে জমিটী বিনামূল্যে তাহাকে দান করিতে চাহেন, কিন্তু শিবরাম অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সে তাহা শুনিবে কেন? সকল দিক পরিষ্কার করিয়া রাখাতো উচিত, সুতরাং "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যং" স্বরূপ দুইশত টাকা দিয়া সে সেই দুই কাঠা জমি ক্রয় করে। সেই অবধি ময়রা পরিবার মোহিনীমোহনের বড় অনুগত। কালে, শিবরাম পরলোকগত হইলে, তাহার স্ত্রী দোকান পাট তুলিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ নগদ মুদ্রার সংস্থান করিয়া

লয়, এবং সেই টাকা সুদে খাটাইয়া এক প্রকার দিন গুজরাণ করে। এই শিবরামের স্ত্রীই আমাদের বর্ত্তমান "ময়রাণী দিদি"।

ময়রাণী দিদির রূপ বর্ণনার তত আবশ্যক নাই, সকল বিষয়ে মাঝারি গোছের বলিলেই পাঠকের বুঝিয়া লওয়া উচিত, তবে গুণের কথা বলা আবশ্যক। ময়রাণী দিদি সত্যবাদিনী, সরলা, পাড়ার সকল বাটীর অন্তঃপুরে তাঁহার যাতায়াত আছে। বিবাহাদি শুভ কর্ম্মে বুক দিয়া পরিশ্রম করিয়া সকলের উপকার করা তাঁহার দৈনিক কর্ম্ম। বিপদ আপদে প্রাণ দিয়াও তিনি সকলের উপকার করিয়া থাকেন। সদা হাস্যময়ী, মিষ্টভাষিণী মেয়ে পার্লিয়ামেণ্টের একজন প্রসিদ্ধ বক্তা, অসীম বুদ্ধি কৌশল-ময়ী, অধিক কি, সকল বিষয়েই তাঁহার চরিত্র অতি উত্তম। যে সময়ে মোহিনীমোহনের এই দুর্দ্দশা পড়ে, তাঁহার দ্বারা সে সময় অনেক উপকার হয়। শান্তিময়ী গায়ের গহনা খুলিয়া একে একে যখন সকলগুলি বন্ধক দিতে লাগিলেন, ময়রাণী দিদি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সহায়তা করেন। শান্তিময়ী ভাবিতেন, ময়রাণী অপর কোথা হইতে টাকা আনিয়া দেয়, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। পাছে অমন সতীলক্ষ্মী কুলবধূর সমস্ত গহনা বেহাত হইয়া যায়, এইজন্য তিনি সমস্ত গহনা নিজে রাখিয়া টাকা আনিয়া দিয়াছিলেন। এখন টাকা কড়ি আর না থাকাতে কাজেকাজেই দুই খানি গহনা বিক্রয় করিবার জন্য শান্তিময়ীকে পরামর্শ দিতে বাধ্য হইলেন। শান্তিময়ী তাহাতে সম্মত হইল দেখিয়া, কোন স্বর্ণকার-বধূর নিকটে গিয়া, যেন আপনার দায়, এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা শিখিয়া, ময়রাণী দিদি, দুই চারি খানি গহনা বিক্রয় করণান্তর হাজার টাকা

আনিয়া দেন। শান্তিময়ী সেই টাকার দুইশত মাত্র আপনার নিকট রাখিয়া বাকি আটশত টাকা ময়রাণী দিদির হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং অন্যান্য গহনা দুই এক খানি, সুদ এবং আসল দিয়া, ফিরাইয়া লইয়া আনিতে বলিলেন। ময়রাণী দিদিও তাহাই করিলেন, আপনার বাটীতে নিজ লৌহ সিন্দুকে সরলা শান্তিময়ীর গহনাগুলি, যাহা এতদিন অতি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দিলেন। এই,—"ময়রাণী দিদির" পরিচয় এবং তাঁহার সদ্গুণসম্পন্ন কার্য্য কলাপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"বাঘের মত বাঘিনী"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মোহিনীমোহনের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ বিজয়, কনিষ্ঠ বসন্তকুমার। সংসারের দুরবস্থা উভয়েই অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বিজয় বয়োধিক্য বশতঃ কনিষ্ঠ অপেক্ষা অধিক অনুভব করিতে পারিয়াছিল। বিজয় যখন একেলা থাকিত তখনি পিতা, মাতা, এবং সংসারের দুরবস্থার কথা ভাবিত। যত ভাবিত, ভাবনার আর শেষ হইত না। পাঠ্যাবস্থায় যদি সংসারের চিন্তা প্রবেশ করে, তাহাহইলে লেখা পড়ায় অনেক বাধা পড়ে, ইহা বোধ হয়, সকলেই জানেন। অন্ততঃপক্ষে যাঁহারা ভুগিয়াছেন তাঁহারা বিশেষ রূপ জ্ঞাত আছেন। আমাদের বিজয়ের অবস্থাও তদ্রূপ ঘটিল; সে অনেক যত্নে নিজ পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তখনই সংসারের চিন্তায় তাহাকে মাতাইয়া তুলিত—মনোমধ্যে ভাবনা সাগরের ভীষণ তরঙ্গ সকল উদ্বেলিত হইত, সে পাঠাভ্যাস ভুলিয়া যাইত। সংসার সমুদ্রের একমাত্র তরণী মাতা ঠাকুরাণী, কর্ণধার পিতা, দুরবস্থার প্রবল বাত্যায় ভীষণ ঊর্ম্মিকুল সমাকুল মহাসমুদ্রে, টলমল্ করিতেছেন। কর্ণধার নিরুপায় হইয়া,

হাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের নাম স্মরণ করতঃ নিরাশমনে তুরঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া "হা হুতাশ" করিতেছেন। তরণী খানি তথাপিও আরোহী বর্গের প্রাণ লইয়া অকূল পাথারে ভাসিতেছে। ডোবে—ডোবে—তথাপিও ডোবে না। ভীষণ গর্জ্জনে যে বাতাস বহিতেছিল, যাহা হইতে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ পড়িয়া, ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষুদ্র তরী খানিকে প্রতিমুহূর্ত্তেই শূন্যে উঠাইয়া আবার বহুনিম্নে ফেলিয়া দিতেছিল, তাহা যেন হঠাৎ থামিয়া গেল—প্রবল বাত্যার বেগ কথঞ্চিত উপশমিত হইল—আরোহীবর্গের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল—কিন্তু কই, আবার দূরে—অতিদূরে, ফেণারাশী উদগীরণ করিতে করিতে, ঋণরূপী মহাতরঙ্গ, মহাবেগে অগ্রগামী হইতেছে দেখা গেল—আশার প্রদীপ নিবু নিবু হইল—মাথার উপর দিয়া সে তরঙ্গও চলিয়া গেল—আশাদীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল। এইরূপে মোহিনীমোহন দে মহাশয়ের সংসার চলিতে লাগিল।

বিজয় এই সকল ভাবনা ভাবিত, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না। দুইবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হইল দুইবারই অপারক হইল। তৃতীয়বারে দুইভ্রাতা একসঙ্গে পরীক্ষা দিল, বসন্তকুমার ২০ টাকা জলপানী প্রাপ্ত হইয়া পাস হইয়া গেল, কিন্তু বিজয়ের ললাট লিখন কে খণ্ডাইবে, সে এবারও ফেল হইল। বিজয় আর লেখা পড়ার জন্য যত্ন করিল না, চাকরীর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল; কারণ, সে সময় সংসারের অবস্থা আরও খারাপ। পূর্ব্বে মাতার দুএকখানি গহনা ছিল, এখন আর তাহাও নাই। জ্যেষ্ঠতাতঃ ভুবনমোহন দে মহাশয়কে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বিজয় একটী চাকরীর

প্রার্থনা জানাইল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন "চাকরী কি সহজে পাওয়া যায়, একতো লেখাপড়া শিখ্‌লেনা, কায়েতের ঘরের গোমুখ হয়ে বসে রইলে, দুটো একটা পাশ কর্‌তে পারতে তাহ'লে আমি তোমার ঢের চাকরী করে দিতে পা'ত্তেম।"

বিজয়। জেঠামশাই! আমি চেষ্টার তো কিছু কসুর করিনি, কোন রকমে পাশ হ'তে পাল্লেম না দেখে, আর সংসারের দুরাবস্থা ভেবে, আপনার কাছে একটা চাকরীর জন্যে বল্‌চি, আপনি তিন্‌টে আপিসের মুচ্ছুদ্দী, কত বাইরের লোকের চাকরী করে দিচ্চেন, আর আমার একটা হয় না?

ভুবনমোহন। তা' কই হয় বাপু! সে এক সময় গিয়েছে, তখন সাহেবরা লেখাপড়া জানা লোক পে'তনা, তাই, যাকে তাকে ধরে এনে চাকরীতে বসিয়ে দিত, কিন্তু এখন কি আর তা' চলে? এখন দুশো চারশো এন্‌ট্রান্স্ (Entrance) পাশ, আপিসে অ্যাপ্রেণ্টিস্ (apprentice=শিক্ষানবীস) খাট্‌চে, তাদের না' দিয়ে কি সাহেবরা তোমায় দেবে? এই দেখ না কেন, যোগেন আমার কেশ হয়েছিলো বলে, আমি তা'র চাকরী বাক্‌রীর জন্যে কত ভাব্‌তুম, কিন্তু, টাকা ছিল বলে মুখ্যু ছেলেও তরে গেল। টাকা দিয়ে একটা আপিসের মুচ্ছুদ্দী করে দিলেম, নিজে গিয়ে দু'চার মাস কাজ কর্ম্ম বুঝিয়ে সুজিয়ে দিলেম, এখন আর কোন কষ্ট নেই। তা' তোমার বাপ্ সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে, এখন কি আর কিছু হয়?

বিজয়। জেঠামশাই! আপনি আমায় আপনার আপিসে নিয়ে গিয়ে না হয় দিন কতক দেখুন, তারপর যদ্দিন আমি

কাজ কর্ম্ম ভাল করে করতে না পারি, তদ্দিন না হয় মাইনে টাইনে দেবেন না। আরও দেখুন, বড়দাদা যখন একটা আপিসের মুচ্ছুদ্দী হয়ে কাজ চালাতে পাচ্চেন, তখন আমি কি আর একটা সামান্য কেরাণীর কাজও কর্ত্তে পার্ব্বো না?

মনে মনে রাগ ও মুখে কষ্টহাসি হাসিয়া ভুবনমোহন উত্তর করিলেন,—"বিজয়! তোমার চেয়ে যোগেন ইংরাজি অনেক জানে, সাহেবদের সঙ্গেও যে রকম তড়বড় করে ইংরাজী কথা কয়, আমরা তা' পারি না—ওর সঙ্গে কি তোমার তুলনা হয়? আরও বিশেষতঃ ও হতভাগা কেমন একগুঁয়ে হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিলে তাই, তা' না হ'লে এদ্দিন ও অনায়াসে বি, এ, (B. A.) পাস হয়ে যেত, এইতো গেলো প্রথম কথা। তারপর মুচ্ছুদ্দাগিরী চাকরী—বাবুর চাকরী; যদিও খুব লেখাপড়া জানা দরকার বটে, কিন্তু আপিসে বসে কেবল সই করলেই ফুরিয়ে যায়, টাকা থাক্‌লেই "কাম্ আপ্‌সে চল্‌তা হ্যায়" মুচ্ছুদ্দীকে কিছু দেক্‌তে ও হয় না।"

বিজয় জ্যেষ্ঠতাতের মনের ভাব বুঝিতে পারিল। ভাবিল, বড় দাদার সহিত আপনার তুলনা করাতে তিনি কিছু রাগত হইয়াছেন। নিরাশ চিত্তে ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"তবে কি আপনি আমার একটা চাকরী করে দিতে পারবেন্ না?"

ভুবনমোহন। কি করে আর পারি বলো।

আর বিজয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। আপনার সংসারের দুরবস্থার কথা মনে হইল, একমাত্র আশা ছিল, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় অনায়াসে একটি চাকরী করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন, সে আশাও ফুরাইয়া গেল, নতমুখে ছল্ ছল্ নেত্রে

সেস্থান হইতে উঠিয়া আসিল। কিছুদিন পরে সে অনেকানেক আফিসে দরখাস্ত করিতে করিতে একটি সওদাগর আফিসের সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেব কর্ম্মপ্রার্থি বিজয়ের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া ২৫৲ টাকা মাহিনার একটি চাকরী প্রদান করিলেন।

বসন্ত প্রেবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলে পড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার প্রেসিডেন্সী কলেজে (Presidency Collage) পড়া হইলনা, কারণ যদিও সে ২০৲ টাকা জলপানী Scholraship) প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি সংসারের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে তাহা হইতে ১২৲ টাকা ব্যয় করিয়া কালেজে পাঠ করা যুক্তি যুক্ত নহে স্থির করিয়া, সে বিদ্যাসাগরের কলেজে (Metropolitan Institntion) ভর্ত্তি হইল। এইরূপে দুই সন্তানের বুদ্ধিমত্তার ও নিজ বাটীর সম্মুখের অংশ ভাড়া দিয়া আবার মোহিনীমোহনের এক প্রকার কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

ভুবনমোহন দে যখন দেখিলেন, বিজয় অল্পায়াসে চাকরী যোগাড় করিতে সমর্থ হইল, তখন মুখে তাহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ততদূর সন্তুষ্ট হইলেন না। চাকরী প্রার্থনায় কতলোক তাঁহার দ্বারে দ্বারস্থ, কতদিন আসা যাওয়ার পর, তবে, তিনি তাঁহাদিগের এক এক জনকে এক একটী চাকরী প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহার স্বভাবের গতিও সেই প্রকার দাঁড়াইয়াছিল। বিজয় তাঁহার নিকট চাকরী প্রার্থনা করিতে, তিনি ভাবিয়াছিলেন,—"চাকরী দিব, ভাইপোকে একটা চাকরী করিয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু বলিবামাত্র

দেওয়া হইতে পারে না, অথবা দিবার আশাও দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ তাহাহইলে সকলেরই বোধ হইতে পারে, চাকরী অতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়: সেই জন্যই তিনি প্রথমে বিজয়কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। যদি বিজয় পায়ে হাতে ধরিত, তাহা হইলে তিনি কথঞ্চিৎ আশা দিতেন, এমনকি, অন্ততঃপক্ষে, তিনি তাঁহার কর্ম্মস্থানে বিজয়কে শিক্ষানবীশ স্বরূপেও লইয়া যাইতে সক্ষম হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিজয় তাহা না করিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সেই জন্য তিনি মনে মনে তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন।

একদিন নিজ খোসামুদেবর্গের নিকট তিনি একথা উত্থাপন করাতে তাহারা সকলেই বাবুর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া, কেহ বলিল,—"মহাশয়! ও ছোঁড়াটার কথা আর বল্‌বেন্ না, আপনার মত উদার প্রকৃতির জেঠামশাই পেয়েও, ও কিনা অপর একটা আপিসে ২৫৲ টাকা মাইনের চাকরী করতে গেল, হুঁঃ—"

আর এক জন অমনি সুর ধরিলেন,—"বিপদে পড়্‌লে যে মতিচ্ছন্ন ধরে বলে, তা' এইতেই বেশ টের পাওয়া যায়। তোর জ্যাঠা তিনটে আফিসের মুচ্ছুদ্দী, আর তুই কিনা গেলি ২৫৲ টাকা মাইনের চাকরী করতে? আমরা হলে এত দিন—হুঁ—১০০৲ টাকা মাইনে কে ঘোচায়—"

৩য়। সেই যদি পায়ে হাতে ধর্‌লি, তবে জ্যাঠাকে দুবার ভাল করে বল্‌তে কি হয়েছিল? একটা ইংরেজের পায়ে হাতে ধরে কুল্লে ২৫৲ টাকা মাইনের চক্‌রী যোগাড় হলো, তার চেয়ে যদি বাবুর কাছে আবদার কর্‌তিস্—হুঁ—আর আবদার কর্‌তে

তুই পারিসও, তোর আবদার করবার ক্ষমতাও আছে, তাহলে এদ্দিন—হুঁ—১০০৲ একশো টাকা—কেমন মশায়?

ভুবনমোহন সে সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গুড়গুড়ীতে তামাকু সেবন করিতেছিলেন ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিলেন, —"তা বই কি? আবার শুধু তাই নয়, এতে আমার মানের হানিও কর্‌লি—"

তাঁহার সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন বলিয়া উঠিলেন,—"উঃ মানের হানি বলে হানি, এমন মানের হানি আর কেউ কখনও কারুর করেনি, কর্‌তে পারেনা?

আর একজন অমনি বর্ত্তমান বক্তার কিঞ্চিৎ ত্রুটি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'এমন হানি কর্‌তে বর্ত্তমানে কাউকে দেখাও যাচ্চেনা'। আমাদের দেশে জমীদারের এই রকম এক ভাইপো তাঁহার মানের হানি করাতে, তিনি আদালতে নালিস করেন, জজ ব্যাটা অতি গণ্ডমূর্খ, কেস্‌টা (case) শুনে হেসে উঠ্‌লো, ডিস্‌মিস্‌ করে দিলে। জমীদার মহাশয় তা শুনবেন কেন, বিলেত পর্য্যন্ত আপিল করলেন্—

২য়। বাঃ তাঁরতো খুব জেদ বল্‌তে হবে?

৩য়। জেদ হবেনা, এই বাবুর কথাই কেন তোমরা ভেবে দেখনা, ওঁর মনে কতদূর ক্লেশ না হ'চ্চে, তা' ওঁর ধীর প্রকৃতি তাই গুম্‌ খেয়ে রয়েছেন, আমরা হলে হয়তো কি করে ফেলতুম যাঁর দোহায়ে আমরা পর্য্যন্ত করে খাচ্চি, তাঁর ভাইপো কি না একটা সামান্য ২৫৲ টাকা মাইনের চ্যাকরী কর্‌তে গেলো—ধিক্‌!

৪র্থ। একদিন বল্লি, তার পরদিন না হয় চাকরী পেতিস্‌, তোর কি আর তর সইলো না,—

১ম। বাবু কি আর তোর একটা চাকরী করে দিতেন না।

৩য়। দেবেনতো পাকে প্রকারে বলেছিলেন।

২য়। এক প্রকার স্বীকৃতই, বোধ হয়, হয়েছিলেন,—

৫ম। তা' হয়েছিলেন বই কি, তা না হ'লে ওঁর এত দুঃখ হবে কেন?

ভুবনমোহন প্রতিদিন খোষামুদেবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া এই সকল কথা শুনিতেন ও প্রফুল্লিত হইতেন। একদিন স্ত্রীর নিকট এই বিষয়ের কথা উত্থাপিত হওয়াতে স্ত্রী বলিলেন,—"তুমি যেমন "ভাই! ভাই" করে মরো, তেমনি তার প্রতিফল হয়েছে। ভাইতো তোমার কেমন, অ'ম্কারে মট্‌মটে; তার ওপর আবার ছেলেগুলি তো' আরও। কথায় বলে, "বাঁশের চেয়ে কন্‌চি টক্কো"—এও তাই। আমি তোমায় এত বলি, কথাতো শুন্‌বেনা। ওমা! একি কম লজ্জার কথা, ভাইপো সেও তোমায় কিয়ার কর্‌লেনা—এতেও তোমার দেখে শুনে জ্ঞান হয় না,—"

ভুবনমোহন। 'কি কর্‌বো, এরতো আর উপায় নেই,—

কিঞ্চিৎ রুষ্টস্বরে স্ত্রী কহিলেন,—"এর আর একটা উপায় পেলেনা, আমি মেয়ে বুদ্ধিতে তোমায় আর কত বোঝাব। ওর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বেশ করে জব্দ করে দাও,—

ভুবনমোহন। ছ্যা—সেটা কি ভালো হয়, হাজার হো'ক ভাইতো বটে।

স্ত্রী। ওঃ—ভাইতো আর কারুর হয় না, ভাই তোমায় পাঁস্ পেড়ে কাট্‌লেও তার আশ মেটেনা,—ভাইতো ভাই, বিভীষণ ভাই!!—কবে ওই ভাই আবার তোমার সর্ব্বনাশ

করবে। এতকরে চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তুমি দেখ্‌বে না। একদিন মহামায়া শ্বশুর বাড়ী থেকে এসে ওর কাকীকে নমস্কার করতে গেলো, ছোটবউ টিট্‌কিরী দিয়ে বল্লে কিনা,—"ইঃ—তোর শ্বশুররা যে তোকে ঢের গয়না দিয়েচে রে! বেঁচে থাক্‌, ভাতার পুত নিয়ে সুখে থাক্।" বুঝ্‌তে পার্‌লে কথার ছিরি খানা? তোর শ্বশুররা গরিব, একখানাও গয়না দিতে পারেনি, যা' বাপের বাড়ী থেকে পরে গিইচিস্‌ তাই। আর "ভাতার পুত নিয়ে সুখে থাক্" কিনা, যেন আর বেশীদিন শ্বশুর ঘর করতে হয় না। এই কি কথা? তুই আবাগী তার কাকী, কোথায় দুটো ভাল কথা বলে আশীর্ব্বাদ করবি, তা না হয়ে এই তোর আক্কেল হলো।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্রন্দন জড়িত সুরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার ঐটী বড় মেয়ে, সাধের, আহ্লাদের। বে' থা' দিলুম, ওর কপাল মন্দ তাই জামাই ছোঁড়া বদফেয়ালী ধরে বিষয় আশয় সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে। তাই বলে কি, তুই কাকী তোর এই শাঁপ্‌ দেওয়া উচিত—" এই বলিয়া তিনি আরও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

স্ত্রৈণ ভুবনমোহন স্ত্রীর কথায় আপনার দেহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তিনি তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, সমস্ত ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, আশ্চর্য্য কি? তিনি অনুমান করিলেন স্ত্রী যাহা বলিতেছেন তাহা কখন মিথ্যা হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিবেন কেন।

এই, সংসারের বিষময় ফল। পরশ্রীকাতরা রমণীর বাহ্যাবরণের ভিতর কতদূর পৈশাচিক প্রকৃতি লুক্কাইত থাকে, তাহা

কে বলিতে পারে। স্ত্রৈণ পুরুষেরতো' কথাই নাই, পুত্র কন্যার অমঙ্গল আশা করে, এমন লোকের কথা কর্ণগোচর হইলে—বিজ্ঞ, বহুদর্শী, পুরুষের মনেও ক্রোধের উদয় হয়, সে স্থলে ভুবনমোহন কি ছার!! হায় রমণী! কে বলিতে পারে তুমি কতরূপে আপনাকে সাজাইতে পার? কোথাও তুমি আনন্দদায়িনী মধুরভাষিণী, আবার কোথাও তুমি একান্নভোজী সংসারের সহোদর ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে গরলপ্রদায়িনী। তুমি তোমার হস্তস্থিত পুরুষ-পুত্তলিকাকে যখন যে দিকে ইচ্ছা সেইদিকে পরিচালিত করিতে পার। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বয়োকনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অপত্য নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন, প্রাণ দিয়াও তাহার উপকার করিতেছেন, তুমি মধ্যস্থলে থাকিয়া, হয়তো, কেবলমাত্র আপনার সুখের জন্য লালায়িত হইয়া, সে সংসারের অক্ষয় বন্ধনী ছিন্ন ভিন্ন করিলে, সে প্রাণের ভালবাসায় গরলের বীজ রোপন করিলে। বীজ অঙ্কুরিত হইল, তুমি তাহাকে সযত্নে জল সেচন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিলে, ফলপুষ্পশোভিত হইয়া সে বৃক্ষ ভীষণ আকার ধারণ করিল, তোমারও মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইল। আবার অন্যস্থলে হয়তো একভ্রাতা স্ত্রৈণমনা হইয়া সহোদরের উপর অত্যাচার অনাচার করিয়া বীষাঙ্কুর রোপিত করিতেছেন, তুমি তাহা পদতলে দলিত করিয়া সুপরামর্শ দ্বারা পতিকে বিপথ হইতে সুপথে আনয়ন করিলে, সংসারকে মরুভূমি বা ভীষণ শ্মশাণ স্বরূপে পরিগণিত না করিয়া, সুখময় স্বর্গের সহিত তুলণীয় করিলে। তাই বলি, কে বলিতে পারে, কোন রূপে, কোন প্রকৃতিতে, তুমি এই সংসার মধ্যে বিচরণ কর? কোনস্থলে তুমি পিশাচী অপেক্ষাও

ভীষণা, কোথাও তুমি স্বর্গসুখ প্রদায়িণী রমা। কোথাও তুমি ব্যাভিচারিণী,নিজহস্তে পতিপুত্রকে বিষপান করাইতেছ; আবার কোথাও তুমি আপনার প্রাণ দিয়াও তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতেছে। কোথাও দারিদ্র-দুঃখ-পীড়িত দুঃখময় সংসারকে তুমি আপনার অসীম বুদ্ধিকৌশলে সুখময় করিয়া রাখিয়াছ, আপনি আহার না করিয়াও সস্নেহে পুত্রকন্যা গুলিকে লালন পালন করিয়া দরিদ্র স্বামীর মনে অতুল আনন্দ প্রদান করিতেছ; আবার কোথাও অতুল বৈভবের অধিকারী শত সহস্র দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া, আপনাকে রাজ-রাণীর ন্যায় অবস্থাপন্ন দেখিয়াও, পরশ্রীকাতরা হইয়া দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি রিপুগণকে হৃদয়ে পোষণ করতঃ ক্ষীরোদ-সাগর মন্থনে গরল উৎপাদন করিতেছ। তাই আবার বলি, কে বলিতে পারে কত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে তুমি এই ধরাধামে বিচরণ কর।

ভুবনমোহন স্ত্রৈণ, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। স্ত্রীর হস্তে তিনি ক্রীড়ার পুত্তলিকাবৎ। স্ত্রীর দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—"কি এত বড় আস্পর্দ্ধা!! আমার পুত্র কন্যার উপর এত হিংসা! কিছু বলি না, ভাই বলে সব স'য়ে থাকি, তবুও আমাদের উপর এত অত্যাচার!! আচ্ছা এইবার দেখ্‌বো কেমন করে পার পায়—

এতক্ষণে স্ত্রীর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"দেখ, আমি তোমায় একটা পরামর্শ বলি শুন। কাল হো'ক পরশু হো'ক্ ওই বিজয়টাকে তোমার আপিসে নিয়ে গিয়ে ৬০্ টাকা মাইনের একটা চাকরী দাও—"

বাধাদিয়া ভুবনমোহন বলিলেন,—"মরে গেলেও নয়, বাইরের লোক্‌কে ডেকে দুপোটা চাকরী করে দেবো, তবু ওদের যা'তে কোন উপকার হয় তা' করবো না।"

স্ত্রী। অ্যা মরণ্ আর কি, বুড়ো হতে চল্লে, তবু তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু হ'লো না। উনি আবার তিন্‌টে আপিসের মুচ্ছুদ্দী—হায়! হায়!! আমি যা বলি, মন দিয়ে শুন, আমি কি তোমায় শত্রুর উপকার কর্‌তে বল্‌চি? আমি বল্‌চি কি, ওই বিজে ছোঁড়াটাকে কাল হো'ক পরশু হো'ক একটা ৬০্ টাকা মাইনের লোভ দেখিয়ে তোমার আপিসে নিয়ে যাও, তারপর দিন দু'চ্চার বাদে তাড়িয়ে দিলেই, ওর একুলও যাবে, ওকুলও যাবে।

ভুবনমোহন। অ্যাঁ—বাপ্‌রে—তুমি বল কি? তা' কি পারা যায়? পাড়ার লোকে বল্‌বে কি?

স্ত্রী দেখিলেন, বুঝিবা সব অভিসন্ধি ফসকাইয়া যায়, কিঞ্চিৎ বিরক্তভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন,—'ওরে আমার পাড়ার লোক রে—পাড়ার লোক কি তোমার মাথার মণি নাকি? ওরা যদি তোমায় বিষ খাওয়ায়, পাড়ার লোক এসে তোমায় বাঁচাবে নাকি? যা'রা আমাদের একটু ভালো দেক্‌তে পারে না—আমাদের ভালো দেক্‌লে যাদের চখে আগুন লেগে যায়, তাদের জন্যে আবার ভাবনা, তা'দের জব্দ কর্‌তে আবার পাড়াপড়শীর ভয়, কি আমার পাড়াপড়শী ছাতা দিয়ে মাথা রেখেচে। তুমি ভাল মানুষ কারুর কোন কথায় থাকনা, আর তোমার ভাই, পাড়ার লোকের কাছে তোমার নামে কত কলঙ্ক রটনা করে বেড়ায়, তাই তুমি ভায়ের ভাল কর্‌তে

চাও না? আপনিই বল্‌চো 'আমার ভারি অপমান করেচে, এর একটা হিত বিহিত কর্‌তেই হবে' আবার আপনিই ভয় খাচ্চো "পাড়ার লোকে কি মনে কর্‌বে"। তাইতেতো বলি, তুমি মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাওনি কেন। উনি বল্‌বেন "অপমান করেচে, জব্দ কর্‌তে হবে" আমি হ'বো মাঝে থেকে দোষী; লোকে বল্‌বে ওই ওদের বড় বউই যত নষ্টের গোড়া। পার্‌বে না—পার্‌বেই না, তা' এত ন্যাকামী কেন?

ভুবনমোহন। তা'—তা'নয়—তা'নয়, আমি সব জানি, কিন্তু কি কর্‌বো বল, কাজটা কি ভাল হয়? আশা দিয়ে নিরাশ করা।

স্ত্রী। তা আমি কি জানি, যা' কর্‌তে হয় আপনি করবে। আমি একটা সুপরামর্শ বল্‌তে হয় বল্লুম। ইচ্ছে হয় করো, না হয় না করো—আমি দায়ে খালাশ। ও যদি তোমার ভায়ের মত ভাই হতো, যদি ওর মাগ ছেলেরা আমাদের এত হিংসে না কর্‌তো তো ভগবান ওকে মারবেন্ কেন। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌চে—দিন রাত্রি হচ্চে, এখনও ধর্ম্ম আছে, এত অধর্ম্ম সইবে কেন? যদি একদিনও ধর্ম্ম ভেবে চল্‌তো তা'হ'লে এ দুর্দ্দশা হয়। কত টাকা রোজগার কর্‌লে, চুরি করে আপিস্‌টা ফেল করে দিলে, নেমক হারামীর পয়সা থাক্‌বে কেন? দুদিনে উড়ে গেলো——

বাধা দিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভুবনমোহন কহিলেন, "তা" সত্যি, মোহিনী আমার চেয়ে বেশী রোজগার করেচে বটে, কিন্তু এখন খেতে পায় না। আচ্ছা এখন ওদের চল্‌চে কি করে?

স্ত্রী। কে জানে কি করে। শুন্‌চি নাকি, ছোট বউয়ের

দুচার খানা গয়না টয়না যা'ছেলো, তাই নিয়েই বাঁধা দিয়ে নাকি এতদিন চালিয়েছিল; এখন হাতের নোয়া গাছটী বাকি, আর কি বাঁধা দেবে? তাই মুখ্যু ছেলেটাকে আপিসে বা'র করেচে। আবাগী ময়রাণী বউকে আমি বলেছিলেম্ যে গয়না টয়না যা' বাঁধা দিতে হয়, আমার কাছে দিস্ আমি টাকা দেবো। ঘরের গয়না ঘরে থাক্‌বে, সময় ভালো হ'লে আবার ফিরিয়ে নিতে পার্‌বে, তা' শুন্‌লে না—শুন্‌বে কেন, আপনার লাভটাতো ওর ভেতর রাখা চাই, কোথায় কোন সুদ্‌খোরের কাছে বাঁধা রেখে এলো—আর যে সেগুলো পাওয়া যায় এমনতো আর আশা নেই।

ভুবনমোহন। তা যাগ্, তোমার ওকথা তবে আমি কাল বিবেচনা করে দেক্‌বো।

বাধা দিয়া বিকৃতস্বরে ভুবনমোহনের সহধর্ম্মিনী বলিলেন,—"বিবেচনা আবার কি? আমি তোমার আম্‌লা, না খোসামুদে, যে আমার সঙ্গে ওরকম কথা কওয়া হচ্চে। শত্রুকে উঠ্‌তে দেওয়া কিছু নয়, যত শীগ্গির পার দমন করো, নইলে পস্তাবে—পস্তাবে—পস্তাবে।

ভুবনমোহন তখনও সম্পূর্ণ মনের গতি ফিরাইতে পারেন নাই। অনেকক্ষণ এই প্রকার কথাবার্ত্তায় রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া, সেদিনকার মত বিশ্রামলাভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুখ-সম্মীলন

স্বরস্বতী নদীতীরে বালুকা রাশির উপর বসিয়া একটি বালক আপন মনে খেলা করিতেছে। নিকটেই একটি কুটীর, তাহার চতুঃস্পার্শ্বে উদ্যান-শ্রেণী। উদ্যান অতিক্রম করিলে, আর একখানি বৃহৎ বাঙ্গালা দৃষ্ট হয়—তাহাতে গোবর্দ্ধন স্বরস্বতীর বাস। গোবর্দ্ধন জাতিতে ব্রাহ্মণ, গুরু গৃহে টোলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি "স্বরস্বতী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ক্রম প্রায় ষাট বৎসর; গৃহে অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা এখনও বর্ত্তমান। পিতার নাম যদুনাথ শর্ম্মা, উপাধি "তর্করত্ন"। যদুনাথ শর্ম্মা অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়াতে জজমানি কার্য্য এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন শর্ম্মা সে সকল কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। পিতা অপেক্ষা পুত্র যথেষ্ট বিদ্বান হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ পিতার "তর্করত্ন" উপাধিটা তাঁহার নিজকৃত, আর গোবর্দ্ধন শর্ম্মার "স্বরস্বতী" উপাধিটি যথার্থই. অনেক দিনের পরিশ্রমের পর, মুগ্ধবোধের সমস্ত শ্লোক এবং বেদ পুরাণাদি এক প্রকার সাঙ্গ

করিয়া তবে উপার্জ্জিত হইয়াছিল। আসল কথা, গোবর্দ্ধন শর্ম্মা বিদ্বান।

বাঙ্গালায় ইহাঁদের অনেক ঘর জজ্‌মান ছিল। আমাদের পূর্ব্বোক্ত মোহিনীমোহন এবং ভুবনমোহন উভয়েই গোবর্দ্ধন শর্ম্মার শিষ্য। অনেক দিন হইল, তিনি একবার শিষ্য গৃহে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে পিতৃদেবেরই আগমন হইত, কিন্তু সে'বারে তিনি অত্যন্ত অপারক হওয়াতে পুত্রকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৎসরের মাঝে মাঝে যে দুই একবার কুলগুরুর আগমন হওয়া চলিত আছে, সে ভারটা যদুনাথ শর্ম্মা এত দিন নিজেই বহন করিয়া আসিতেছিলেন, এবং প্রতি বৎসর মোহিনীমোহনের দুর্গাপূজার সময় স্বয়ং গোবর্দ্ধন শর্ম্মা উপস্থিত হইতেন, কিন্তু একবার বৎসরান্তে আগমন সত্ত্বেও এবার গোবর্দ্ধন শর্ম্মাকে আরও দুই চারি বার আসিতে হইয়াছিল। সেটা কেবল পিতৃদেবের অপারগত্বের লক্ষণ। মোহিনীমোহন দুর্গোৎসব করিতেন, এবং যথার্থ ভক্তির সহিত কুলগুরু গোবর্দ্ধন শর্ম্মাকে যথারীতি পূজক নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু গত কয় বৎসর মোহিনীমোহনের দুরাবস্থা পড়াতে, তিনি পূজা করিতে, পারেন নাই। তাই বলিয়া গোবর্দ্ধন শর্ম্মার পূজক হওয়া বন্ধ যায় নাই। কলিকাতায় তাঁহার আরও দুই চারি ঘর জজ্‌মান ছিল, তাহারই মধ্যে বাছিয়া একস্থানে পূজকের ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্বান ছিলেন বলিয়া সকল জজ্‌মানেই তাঁহার বিদ্যার সীমা বুঝিতে সক্ষম হইতেন, তাহা নহে। একমাত্র মোহিনীমোহনই কেবল সেই বিদ্বানের মান রক্ষা করিতে জানিতেন। যাহা হউক গোবর্দ্ধন শর্ম্মা বোধ

হয়, তাহাতে কোন স্থলেই আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেন না. কারণ, তিনি জানিতেন বিদ্বানেই বিদ্বানের গরব বুঝে, তাহারাই বিদ্বানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে। আরও তাঁহার মনে সদা সর্ব্বদাই আর একটি কথা জাগরূপ থাকিত, যে, "কলিতে হিন্দুর ব্রাহ্মণে ভক্তির হ্রাস হইবে; এই তাহার সূত্রপাত।" অতএব তিনি যথায় সমাদর প্রাপ্ত হইতেন, সেখানেও যে প্রকার, আবার যে স্থলে অনাদর প্রাপ্ত হইতেন সেস্থলেও, সেই প্রকার থাকিবেন। এসংসারে সকল মানবেই আদর অভ্যর্থনায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হয়, গোবর্দ্ধনের সে আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি কোথাও হইত না, তবে মোহিনীমোহন যেমন করিয়া গুরুকে অভ্যর্থনা করিতেন, এমন আর কেহ করিতে পারিতেন না. বলিয়া, গুরুদেব তাঁহার উপর অধিক সন্তুষ্ট ছিলেন। গুরু আসলে মোহিনীমোহন যেন বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, নিজ হস্তে তাহার পাদ ধৌত করিয়া দিতেন, তিনি আহার করিলে তবে প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন, তার পর একসঙ্গে বসিয়া শাস্ত্রীয় আলোচনা করিতেন। এই বিষম উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার ঘন আন্দোলনে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও মোহিনীমোহনের গুরুর প্রতি যে অচলা ভক্তি ছিল, তাহাতে গোবর্দ্ধন শর্ম্মা যে অন্যান্য সকল শিষ্যাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক গোবর্দ্ধন শর্ম্মা মোহিনীমোহনকে বড় ভাল বাসিতেন, তাঁহার মঙ্গল কামনায় তিনি সকল সময়েই ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেন এবং দুচক্ষে যাহাকে দেখিতেন তাহারই নিকট শতমুখে শিষ্যের প্রশংসা করিতেন। তাঁহার দুরাবস্থা পড়িলে অত্যন্ত

অসুখী হইতেন এবং যদি মোহিনীমোহন গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার দুরাবস্থায় অর্থ সাহায্য করিতেও তিনি অগ্রসর হইতেন।।

স্বরস্বাত নদীতীরে স্তূপাকৃতি বালুরাশির উপর বসিয়া যে বালকটি আপনমনে খেলা করিতেছিল বলিয়াছি, তাহার কথা ভুলিয়া গোবর্দ্ধন শর্ম্মার বর্ণনায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিলাম। বালক খেলিতেছে, কখন আপনার ছায়া ধরিবে বলিয়া হাত বাড়াইতেছে, আবার তাহাকে ধরিতে না পারিয়া বড় রাগ করিতেছে। সান্ধ্যগগণে সূর্য্যদেব আরক্তিম ভাব ধারণ করতঃ অস্তগামী হইয়াছেন, বালক এক একবার সেইদিকে লক্ষ করিয়া ক্ষুদ্র হাতখানি তুলিয়া ডাকিতেছে, আবার সূর্য্যিমামার বড় জাঁক হইয়াছে ভাবিয়া, একমুঠা বালি লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। ক্রমে ক্রমে দিনমণি অস্তগামী হইতে লাগিলেন, প্রাতঃকাল যে রূপ লইয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছিলেন এখন আবার সেইরূপেই কাঁদাইয়া চলিলেন, এইরূপ সকলেরই অবস্থা। এই বালক, ধুলাখেলা ভিন্ন আর কিছুই জানে না, আহার করাইয়া দিলে তবে আহার করিতে পারে, ইহার পরিণামও সেই প্রকার। বালকের, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, এবং বৃদ্ধাবস্থাতে যে প্রকার পরে পরে আসিয়া তাহাকে অনন্ত-কালের সঙ্গে মিশাইয়া লইয়া কালস্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইবে ওই সন্মুখস্থ বৃক্ষের দশাও তাই। লতা পাতা ফুটিবে, ফুল ফল ধরিবে, সেই ফুলফল আপনার ক্ষণস্থায়ী জীবনের আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করিয়া অন্তর্হিত হইবে, পাতা ফুল ফল শুখাইবে, বৃহৎ বৃক্ষ জরাগ্রস্থ হইবে, তার পর একদিন খণ্ডে

খণ্ডে বিখণ্ডিত হইয়া অগ্নিদেবের আহার্য্যবস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইবে—এই তাহারও পরিণাম। বালিকা কিছুই জানে না, মাতৃক্রোড়ে শিশুসন্তানের ন্যায় লালিত পালিত হয়, দশমবর্ষে বিবাহিতা হইয়া স্বামীর মুখ সন্দর্শন করিয়া জীবনে নূতন ভাব পরিদর্শন করে, তারপর যৌবনে কোমলে কঠিনে মিলিত হইয়া সুখময় জীবনস্রোতে গা' ঢালিয়া দেয়, বৃক্ষের ন্যায় ফুল ফল জঠরে ধরিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, তারপর সংসারের কত ক্লেশ, কত যন্ত্রণা সহ্য করে—আবার কালস্রোতে মিশাইয়া যায়। এইরূপে সকল বস্তুরই জনম্, বর্দ্ধন ও পতন স্বাভাবিক বাহ্য জগতের নিয়ম আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে। ইহার অতিক্রমণেই প্রকৃতির লয় স্থির সিদ্ধান্ত। দিনমনি প্রতিদিনই আমাদের তাহাই সন্দর্শন করান। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখ, সেই পূর্ব্বদিক আরক্তিম, সেই ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ গোলক উদ্ভাসিত, সেই দ্বিপ্রহরের প্রখর কিরণ, আবার সন্ধ্যার সময় সেই পূর্ব্বাকার ধারণ করতঃ সেই প্রকারেই অন্তর্হিত হওন। সকলই সেই, কিন্তু তথাপিও যেন ঠিক সেই নহে—কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। কালস্রোত এইভাবেই প্রবাহিত হয়, জীবন তরঙ্গ তাহাতে সদাসর্ব্বদা এইভাবেই খেলা করে, নাচিয়া নাচিয়া হেলিয়া দুলিয়া ঠিক সেই একভাবেই চলিয়া যায়—কিন্তু যাহা যায় তাহা আর আসেনা। ওই যে বালক আজ নদীতীরে বসিয়া খেলা করিতেছে উহারও অবস্থা সেই একরূপ। ওইরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে বয়স বাড়িবে, সুখের যৌবন-কালে পদার্পণ করিয়া আপনাআপনি নাচিতে থাকিবে, আবার এই অনন্ত কালস্রোতে বিলীন হইয়া যাইবে। কেহ ধরিয়া

রাখিতে পারিবেনা—সহস্র চেষ্টায়ও সে প্রবল স্রোতের বেগ কেহ ফিরাইতে সক্ষম হইবে না।

বালক আপন মনে খেলিতেছে, এমন সময় একটি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া অতিবাহিতা কুমারী দূর হইতে ডাকিল "কেষ্ট, ওমা! তুই এখানে এই ধুলোর ওপর বসে ধুলোখেলা করচিস্। আর আমরা তিন পিরথিমী খুঁজে মলুম" এই বলিয়া সে আসিয়া বালটীকে বালুরাশির উপর হইতে তুলিয়া ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাতে বড় বিরক্ত হইল, সে অবিশ্রান্ত চুম্বনের ভার সামলাইতে না পারিয়া, একবার এদিক, একবার ওদিক করিয়া মুখ ফিরাইতে লাগিল। এমন সময় আর একজন পঞ্চদশ বর্ষিয়া কামিনী বেগে তথায় উপস্থিত হইল—যেন হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইল এইভাবে, বালটীকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিল। তারপর অপরাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বিজয়া! ভাই ছেলেটা কি দুষ্টু হয়েছে ভাই, কখন সেই দুকুর ব্যালা একটু দুধ খেয়েছে, তারপর ব্যালা চারটে অবধি ঘুমিয়েছিলো, কখন যে ঘুমভেঙ্গে ফুস্ করে পালিয়ে এয়েছে, তা'কিছু জানিনি।"

বিজয়া। আচ্ছা এই গরম বালির উপর বসে ছিলো, ওর একটুও কষ্ট হয়নি?

"কিজানি ভাই! ওর কথা ওই জানে—"

বিজয়া। না তবু দেখনা, আমরা পা'পাত্তে পাচ্চিনি, আর ওকিনা সচ্ছন্দে এর উপর বসে খেলা করচে—

"ওযে ওই ঘন বটগাছের তলায় বসে ছিলো, ওর ভেতর কি রদ্দুর ঢোকে যে বালি গরম হবে—

এইরূপে উভয়ের কথোপকথন চলিতে লাগিল। শেষোক্ত রমণী, স্বয়ং শ্রীমান মহানন্দ শর্ম্মার ভার্য্যা এবং আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত গোবর্দ্ধন স্বরস্বতীর পুত্রবধূ, নাম রোহিনী। বালকটী তাহার পুত্র। আর বিজয়া গোবর্দ্ধন শর্ম্মার পালিত কন্যা। রোহিনী এবং বিজয়া প্রায় সমবয়স্কা, সুতরাং উভয়ের বিশেষরূপ সখীত্বভাব পরিদৃষ্ট হইত।

মহানন্দ শর্ম্মার বয়ঃক্রম ষড়বিংশতি বা সপ্তবিংশতি বৎসর হইবে, সুন্দর মুখশ্রী, বর্ণ গৌরবর্ণ, নাতিঃ দীর্ঘ নাতিঃ ক্ষুদ্রাকার কান্তিবিশিষ্ট দেহ। মহানন্দ বড়ই বাচাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে পঞ্চাশটা বাজে কথায় তবে সে প্রশ্নের উত্তর দেয়; লেখাপড়ায় দশকর্ম্মান্বিত পণ্ডিত বিদ্যাদিগগজ, আত্মম্ভরিতা দোষেই সে বিষয়ে অনেক বাধা পড়িয়াছিল। হইলে কি হয়, পিতার নামে এহেন অবগণ্ড মহানন্দও "মহাপণ্ডিত" নামে বিখ্যাত। সামাজিক বিদায় প্রভৃতি দেশ বিদেশ হইতে গোবর্দ্ধন স্বরস্বতীর নিমন্ত্রণ পত্র আসিত, কিন্তু পিতা এবং পুত্রের নামে আর দুইখানি পত্র না আসিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। কাজে কাজেই সকলেই বাধ্য হইয়া বড় বড় বিরাট সভায়ও তাঁহার পিতা ও পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিত; কারণ, গোবর্দ্ধন সরস্বতী একজন প্রকৃত বিদ্বান, যে সভায় শাস্ত্রীয় বিষয় অথবা ব্যাকরণ সম্বন্ধে মীমাংসা বা তর্কযুক্তি আবশ্যক হয়, সেইখানেই তাঁহার আগমন একান্ত প্রার্থনীয়। এদিকে তাঁহারও দৃঢ় পণ "পিতা এবং পুত্রকে নিমন্ত্রণ না করিলে, আমি কোথাও গমন করিব না" কাজেকাজেই তাঁহাকে আনয়ন করিতে হইলেই, সকলেই পূর্ব্বাবধি জানিয়া শুনিয়া, বর্দ্ধনাথ শর্ম্মা এবং মহানন্দ শর্ম্মাকে

নিমন্ত্রণ করিতেন। ইহাতে গোবৰ্দ্ধন শৰ্ম্মার দুইটী উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইত। প্রথমতঃ বিরাট সভায় যখন তিনি কূটতর্কে আপনাকে বক্তা স্বরূপে নিয়োজিত করিতেন, তখন পূৰ্ব্বাহ্নে পিতার পাদোদক গ্রহণ করিয়া তবে অগ্রসর হইতেন। তাহার কারণ, পিতৃদেবের উপর অচলা ভক্তি ছিল, তিনি তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিয়া যদি তর্ক করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বয়ং বেদব্যাস বা কবিগুরু বাল্মীকি আসিলে, তাঁহার নিকট পরাস্ত হইবেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। দ্বিতীয়তঃ মূর্খ পুত্রেরতো একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখা উচিত, কারণ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও যাহাতে মহানন্দ শৰ্ম্মার একটা আয় থাকে তাহাতো করিয়া যাওয়া উচিত। এই দুই কারণে গোবৰ্দ্ধন সরস্বতী উক্ত প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মহানন্দ শৰ্ম্মা জানিতেন, তিনি "দশ কৰ্ম্মান্বিত্ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত" কারণ, যদি তিনি বিদ্বান না হইবেন, তবে, দেশ বিদেশ হইতে তাঁহার এত নিমন্ত্রণ পত্র আসিবে কেন? অবশ্যই তাঁহার বিদ্যাবত্তার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। রোহিনী তাঁহার স্ত্রী, স্ত্রীর মত না থাকিলে মহানন্দ শৰ্ম্মা চটিয়া লাল হইতেন। তাঁহার নিকট, স্ত্রী অর্থে একটী বোবা কলের পুত্তলিকা; দিবারাত্রি স্বামীকে যখন দেখিবে তখন প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিবে, ভয়ানক অন্যায় কার্য্য করিতে বলিলেও অবনত মস্তকে তাহা পালন করিবে, তবে সে স্ত্রী-পদ-বাচ্য হইতে পারে। মহানন্দের আর একটী গুণ ছিল, সেটীও এইস্থলে বর্ণনা করা উচিত বিবেচনা

করি। তিনি স্ত্রীলোক মাত্রেরই চরিত্রের উপর সন্দেহ করিতেন, বিশেষতঃ রোহিনীর উপর অধিক মাত্রায়। ওই রোহিনী কোথায় কোন পর-পুরুষের দিকে চাহিল, ওই বুঝি কাহার সঙ্গে লুকাইয়া কথা কহিতেছে, বোধ হয় আমার অনুপস্থিতিতে রোহিনী ব্যাভিচারিনীর ন্যায় আচরণ করে, ইত্যাদি ভাব তাঁহার মনে সদা সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিত। স্ত্রীলোকের চরিত্রের উপর তাঁহার এইপ্রকার অবিশ্বাস থাকাতে, আর একদিকে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। প্রকৃত কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে গেলে বোধ হয় রুচিসঙ্গত হইবেনা, অতএব এইপর্য্যন্ত আমরা পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতে পারি যে, শ্রীমান মহানন্দ শর্ম্মার স্ত্রীজাতির উপর অবিশ্বাস বিধায়, কিঞ্চিৎ নজর-দোষ ঘটিয়া-ছিল। যৌবনোন্মত্তা বালা দেখিলেই তাঁহার মনে এক অভাবনীয় আনন্দের উদয় হইত, অর্থাৎ এ প্রকার যে কেহ তাঁহার দর্শন পথের পথিক হইত, তাহাকেই তিনি, পূর্ব্ব বিশ্বাস-জনিত, আপনার করিতে সক্ষম হইবেন এই আশা মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া রাখিতেন। কু-ক্ষণে বিজয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছিল, কুক্ষণে সে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল, কু ক্ষণে তাহার অঙ্গ ও বর্ণ তাহাকে আরও সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছিল, তাই সে মহানন্দ শর্ম্মার নজরে পড়িয়াছিল।

মহানন্দের ধ্রুব বিশ্বাস, নারী মাত্রেই অবিশ্বাস-যোগ্য। তাই তিনি এক দিন সরলা বিজয়াকে নিভৃত স্থানে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"বিজয়া! দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে বেশ বড় হয়ে উঠেছিস্—" আরও কি বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনা! এই সময় মহানন্দের বক্ষ দুর্ দুর্ করিতে

লাগিল, জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইল, পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল—যেন কাঁচাচোরের পূর্ব্বাবস্থা।

বিজয়া, মহানন্দের "নারীর উপর অবিশ্বাসের" কথাটা জ্ঞাত ছিলনা। সে মহানন্দকে দাদা বলিত, সুতরাং তাহার নিকট লজ্জা করিবার কোন কারণ ছিল না। অনেকক্ষণ পরে, মহানন্দ আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া লইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"'বিজয়! তোমার মা' বাপের কথা তোমার মনে পড়ে?——"

বিজয়। সে কথাতো অনেকদিন শুনেছো, দাদা! আজ আবার তা' নতুন করে জিজ্ঞেস্ কর্‌ছো কেন———

বাস্তবিক মহানন্দের এইস্থলে হিসাবে ভুল হইয়াছিল, তিনি সকল কথাই জানিতেন, বিজয়া এপ্রকার প্রশ্নের শতবার উত্তর প্রদান করিয়াছে, কিন্তু আজ আবার সে পুরাতণ কথা নূতন করিয়া তিনি কেন জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা কে বলিতে পারে? তবে গ্রন্থকারকে যদি এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তাহা হইলে, তিনি উত্তর দিবেন, "মহানন্দ আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াও করিতে পারেন নাই।" যেন, কোন প্রকার ভয়ে, তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে এদিক ওদিক আর মাঝে মাঝে বিজয়ার মুখের দিকে চাহিতেছেন; যেন, হৃদয়ে তাঁহার একটা বিশেষ কথা লুক্কাইত রহিয়াছে কিন্তু প্রকাশ করিতে সাহস হইতেছে না; যেন, কি বলিবে বলিবে, বলিতে পারিতেছেন না; অথচ, এইরূপ ভাবে অধিকক্ষণ থাকাও সন্দেহের কথা, অন্ততঃপক্ষে বিজয়া সন্দেহ করিতে পারে, সুতরাং, যাহা হউক একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন।

বিজয়ার উত্তরে মহানন্দের জ্ঞান হইল। তিনি থতমত

খাইয়া উত্তর করিলেন,——“হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা’ শুনেছি বটে, শুনেছি বটে—তুমিও অনেকবার বলেছো বটে, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

বিজয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন দাদা! আমার পিতা মাতার কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি?”

এতক্ষণে সুচতুর (অবশ্য, তিনি নিজে যাহা ভাবিতেন) মহানন্দ আহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিলেন,—“সে কথা কি এখন বলা যায়, সে ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘ’টেছে, তোমায় এরপর বল্‌বো——”

বিজয়া আরও ব্যগ্র হইয়া বলিল,—“না দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, যদি আমার পিতা মাতার কোন সন্ধান পেয়ে থাকতো বলো——”

মহানন্দ হাসিয়া বলিলেন—“কোন কারণবশতঃ আমি তোমার সে কথা নির্জ্জন স্থান ভিন্ন বল্‌তে সাহস করিনা—তুমি আমার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিতে পার?”

বিজয়া এ সকল কথার ভাব বুঝিতে পারিলনা, তথাপি যেন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বলিল—“বলোনা দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, কিছু খবর পেয়েছো তো এখনি বলোনা—এত খুব নির্জ্জন স্থান।”

মহানন্দ। দূর পাগলী, আমি বল্‌চি এ রকম নির্জ্জনে ত’ সে কথা বলা হবে না। পরশু রাত দুকুরের সময় যখন সকলে ঘুমোবে, তখন নদীতীরে ওই যে বট গাছটা আছে, ওর তলায় দাঁড়িয়ে তোকে সে সব কথা বল্‌বো,—শুনতে যদি চাস্ তবে ওইখানে যাস্”

বিজয়া এ প্রকার গুপ্ত অভিসন্ধির কিছুই ভাব বুঝিতে পারিল না, আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কেন সকলের সাম্‌নে কি বলা যায় না?"

মহানন্দ। বাপ্‌রে!——

বিজয়া। কেন তাঁহাদের কোন অমঙ্গলের খবর নাকি?

মহানন্দ। কিছু না—বিন্দুমাত্রও নয়।

বিজয়া। আচ্ছা সকলের সাম্‌নে বল্‌তে যদি দোষ হয়, তবে না হয় আমায় এই খানেই বলো। দেখ দাদা! আমার বাপের আমি একটি মেয়ে, নৌকোডুবি হ'লো, তাঁরা কোথায় গেলেন, আমি কোথায় এলেম। সব কথা যদিও আমার ঠিক মনে পড়ে না, তথাপি মার মুখ খানি আমি ভুল্‌তে পারিনি—এখনও দেখ্‌লে, বোধ হয়, আমি চিন্‌তে পারি। যদি তাঁদের কোন সংবাদ তুমি পেয়ে থাক, তবে আমায় আগে তা' বলা উচিত। মাগো! তুমি এখন কোথায় মা!——

বিজয়া কাঁদিতে লাগিল। বাস্তবিক বিজয়া তাহার মাতাকে বড় ভাল বাসিত; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ভালবাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন বিজয়ার বয়ঃক্রম অষ্টম কিম্বা সপ্তমবর্ষ মাত্র, তখন পিতা এবং মাতার সহিত তাহাদের নৌকাডুবি হয়। ইহা ব্যতীত আর বিজয়ার কিছু মনে পড়িত না। তারপর জ্ঞান হইলে, সে শুনিয়াছিল, যে সরস্বতী নদীতীরে মহানন্দ শর্ম্মার মাতা তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া, অনেক যত্ন এবং সেবা শুশ্রূষা করিয়া প্রাণদান করেন এবং সেই অবধি আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন। বিজয়া সদা-সর্ব্বদাই পিতা মাতার কথা লইয়া আন্দোলন করিত, দুঃখ

করিত, ও মাঝে মাঝে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ক্রন্দন করিত—অবলার ইহা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

মহানন্দ দেখিলেন, যে সামান্য একটি বালিকার নিকট যুক্তি মীমংসায় বুঝি তাঁহাকে হার মানিতে হয়। তখন সেই অতুল ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত মহাশয়, আপনাকে সুচতুর জ্ঞানে, উত্তর করিলেন,—"তাহার যথেষ্ট কারণ আছে, নহিলে তোমার কথা তোমায় বলিতে আপত্তি কি?" এইপর্য্যন্ত বলিয়া মহানন্দ শর্ম্মা একবার বিজয়ার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, বিজয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, পুনরায় বলিলেন—"বিজয়া! ব্যস্ত হইও না, বাটীর কাহাকেও একথা জানিতে দিওনা, তোমার পিতা মাতা উভয়েই জীবিত আছেন, তাহা আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি। তুমি এখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না, শুনিলে সকলই বুঝিতে পারিবে—কোন গোল করিও না, কাহাকেও একথা বলিওনা, তাহাহইলে তোমার পিতা মাতার পক্ষে অমঙ্গল।" আবার মহানন্দ শর্ম্মা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, এদিক ওদিক চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, তখন আরও বিজয়ার নিকটস্থ হইয়া সস্নেহে বিজয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ঠিক রাত দুকুরের সময় —পরশু—ওই নদীতীরে বটগাছের তলায় এসো, সব শুনতে পাবে।"

এইসময় কাহার পদশব্দ পাইয়া মহানন্দ শর্ম্মা সরিয়া গেলেন। বিজয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উপরোক্ত কথোপকথনে দুইজনের দুইপ্রকার লাভ হইল। মহানন্দ ভাবি-

লেন "বিজয়া ভারি বোকা—কোন কথারই ভাব বুঝিতে পারে না।" বিজয়ার লাভ—আকাশ পাতাল ভাবনা। যাহাহউক বিজয়া যে বোকা মেয়ে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ মহানন্দের বারণ সত্ত্বেও সে এইসকল কথা রোহিনীকে গিয়া বলিল। রোহিনী স্বামীর গুণাগুণ জ্ঞাত ছিল, সুতরাং অন্য কোন প্রকার বাজে কথা বা স্বামীর নিন্দাবাদ না করিয়া বলিল,—"তুমি যেও না—আমি তোমায় বারণ করচি। রাত দুপুরের সময় মেয়ে মানুষ বাড়ী থেকে বেরুলে অপকলঙ্ক হয়, তা' বুঝি জান না।"

বিজয়া তাহাই বিশ্বাস করিল। "রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় স্ত্রীলোকের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া অপকলঙ্কের কথা" সুতরাং বাহির হইবে না, স্থির করিল। এদিকে সেই দিন রজনীতে রোহিনী আপন স্বামীকে তাঁহার এই প্রকার দুষ্কৃয়াভিলাষের জন্য যথেষ্ট তিরস্কৃত ও অপমানিত করিল।

ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে মহানন্দ শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি তাহাকে একথা বলিয়াছি, তাহা তোমায় কে বলিল?"

রোহিনী। কে আবার বলিবে, তুমি তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া এই সকল কথা বলিতেছিলে, আমি লুকাইয়া তাহা শুনিয়াছি। তুমি মনে কর, লুকাইয়া একটা অসৎকার্য্য করিবে, আর কেহ তাহা জানিতে পারিবে না—

মহানন্দ। আমি তাহার ভাল করিবার জন্যই এই কথা বলিয়াছি—

বাধা দিয়া রোহিনী বলিল,—"তুমি মনে কর, তুমিই সিয়ানা আর সকলে ভারি বোকা—না?

মহানন্দ। তোমার মন ভারি খারাপ, তাই তুমি আমার উপর সন্দেহ কর। শাস্ত্রে বলে, স্বামীর উপর যে সন্দেহ করে সে স্ত্রীলোক অসতী।

রোহিনী। সে শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেল গে'। স্বামীর অসৎ চরিত্রের জন্য যে স্ত্রী তাহা দেখিয়াও তাঁহাকে ভাল হইবার জন্য না বলে, সে শাস্ত্র সরস্বতীর নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। একজন অবলা কুলবালা তোমার আশ্রয়ে লালিত পালিত হইয়াছে, যে তোমার পিতা মাতাকে পিতা মাতার স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহার উপর তোমার যদি নজর পড়ে, পাশব পিয়াসা তৃপ্তির জন্য সেই ভগ্নীর সমান অবলা কুলবালার সতীত্ব নাশের যদি তুমি আকাঙ্খা কর, আর আমি তোমার ধর্ম্মতঃ স্ত্রী হইয়াও তাহা জানিতে পারিয়া, তোমায় না সাবধান করি, তাহা হইলে আমি স্ত্রী পদ-বাচ্য হইবার যোগ্য নই। আর এই প্রকারে আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইয়া, যদি শাস্ত্রকারগণের নিকট নিন্দনীয় হই, তাহা হইলে আমি সদর্পে বলিতে পারি, যে সে শাস্ত্র পশুর অবলম্বনীয়, এই মুহূর্ত্তে তাহা ভস্মীভূত করা উচিত।

মহানন্দ শম্মা অবাক হইয়া গেলেন, তাঁহার বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে রোহিনীর মুখে এপ্রকার জ্ঞান-গর্ভ উক্তি একদিনও শ্রবণ করেন নাই। তথাপি তাঁহার রাগ হইল, স্ত্রীর জন্য তাঁহার মনের আশা পরিতৃপ্ত হইল না দেখিয়া, তাহাকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন।

রোহিনী গম্ভীরভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাব্‌চো? দেখ, তোমার মনের গতি ফিরাও। আমি তোমায় এতগুলি কথা বলিলাম, তাহাতে যদি তোমার প্রাণে আঘাত

লাগিয়া থাকে, তবে আমি তোমার পায়ে ধরে মাপ্ চাইচি, কিন্তু এ সকল কথা যাহাতে তোমার প্রাণে লাগে, যাহাতে এক একটী কথা এক একটী সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায় তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি জীবিত থাকিতে, এ কলঙ্কপসরা মাথায় করিবার জন্য তোমায় অগ্রসর হইতে দিব না। আমি জীবিত থাকিতে, তোমার নরকের পথ এত শীঘ্র উন্মুক্ত হইবে না।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মহানন্দ শর্ম্মা বলিলেন,—"কেন কি এমন অসৎকর্ম্ম করা হয়েছে, যে তুমি এত ট্যাস্ ট্যাস করে নানান কথা শুনাচ্চো? অমন করবে যদি, তা'হলে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো। আমার যা' খুসি আমি করবো, তায় তুমি এক কথা কয়বার কে?

সুপ্তা সিংহিনী যেন গর্জ্জিয়া উঠিল। রোহিনী কহিল,—"আমি কে? আমি তোমার ধর্ম্ম, অর্থে, কাম, মোক্ষে, চির-সহায়িনী; আমি কে? আমি তোমার সুখে সুখিনী, তোমার দুঃখে দুঃখিনী; আমি কে? আমি তোমার বিপদে, আপদে, সম্পদে, সম সুখ ভাগিনী; আমি কে? তোমার রোগে সেবা-দাসী, সুস্থাবস্থায় সোহাগের সহচরী, বিপদে প্রাণ দিয়া রক্ষা কারিনী, পূণ্য কার্য্যে একমাত্র সহায়িনী, সর্ব্বকার্য্যে সুমন্ত্রণা-দায়িনী; আমি কে? আমি তোমার বীর্য্য, সৌর্য্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, শান্তি, মোক্ষ, আমিই তোমার সব, আমা হতে এ জগতে তোমার আপনার কে আছে?" রোহিনী কাঁদিতে লাগিল, রক্তিমাভাবিশিষ্ট ওষ্ঠাধরে নয়নবারি বিগলিত হইয়া পড়াতে তাহাকে নীহারনিষিক্ত গোলাপের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

মহানন্দ শর্ম্মা দেখিলেন, আজ বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। অনেক সাধ্যসাধনা ও সান্ত্বনা বাক্যে রোহিনীকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অভিমানিনী আদরে, অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতির ন্যায়, আরও অভিমান বাড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে যখন মহানন্দ শর্ম্মা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনও বিজয়ার দিকে চাহিবেন না, তখন রোহিনী কথঞ্চিত সুস্থ হইল।

অন্য কথা পাড়িয়া এইবার মহানন্দ শর্ম্মা রোহিনীকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রজ্জলিত বহ্নি কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু ভস্মাবৃত রহিল মাত্র।

মহানন্দ কহিলেন,—"কাল বাবার এখানে আসিবার কথা আছে, এবার তাঁহার সঙ্গে নাকি, কল্‌কেতার এক ঘর শিষ্য-পরিবার আসিবে।"

রোহিনী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থিরা হয় নাই, সুতরাং সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিল "শুনিয়াছি।"

মহানন্দ। কাহার নিকট শুনিলে?

রোহিনী। মার কাছে।

মহানন্দ। বাবা চিরকাল এই শিষ্য পরিবারকে বড় ভাল বাসেন। পূর্ব্বে ইহারা বেশ বড়লোক ছিলেন। যখন এই নদীর ধারের বাড়ী মায় ২০০ বিঘা জমী কেনা হয়, তখন বাবা যৎসামান্য সাহায্য প্রার্থনায় এই শিষ্যের নিকট যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনা করেন তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া বলেন "আপনি আমার কুলগুরু, সদা সর্ব্বদাই ইষ্টদেবতা স্থানে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ

আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ আপনাদিগের বাসস্থান ক্রয় করিয়া দিতে সক্ষম হয়েন নাই। আপনার কৃপায় ভগবান আমার সময় ভাল করিয়াছেন, অতএব আমি আপনাকে আমার সাধ্যমত যৎসামান্য প্রদান করিতেছি, তাহাতে যদি আপনার বাসবাটি ক্রয় করা না হয়, তাহাহইলে আমি আরও অধিক প্রদান করিতে স্বীকৃত আছি"। এই বলিয়া তিনি ৪০০০৲ টাকা পিতা ঠাকুরের হস্তে প্রদান করেন। বিধির বিড়ম্বনা!! সেই শিষ্য এখন একপ্রকার পথের ভিখারী—অন্ন সংস্থান নাই বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না।

রোহিনী। তিনি এখানে আসিতেছেন কেন?

মহানন্দ। বাবা পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমার প্রিয় শিষ্য মোহিনীমোহন, যে প্রাণ দিয়াও আমার উপকার করিতে সমর্থ, তাহার শীরর ভগ্ন প্রায়। দেশভ্রমণে যদি শরীর সুস্থ হয়, এই ভাবিয়া আমি তাহাকে আমার বাটীতে লইয়া যাইতেছি, তোমরা, দুইজন স্ত্রী পুরুষ, দুইটী পুত্র ও একজন দাসীর, আহার ও শয়নের স্থান ঠিক করিয়া রাখিবে। যাহাতে এই শিষ্য পরিবার তথায় উপস্থিত হইয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে, যত দিন ইচ্ছা বাস করিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত করিবে।

রোহিনী। আহা! ভগবান কখন, কাকে কি করেন বলা যায় না. সে এক সময়ে ৪০০০৲ হাজার টাকা গুরুকে দান করিতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ অনুভব করে নাই, আজ কিনা তাহার এপ্রকার দুরাবস্থা।

এইরূপে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইল। তখন বিশ্রাম লাভার্থ উভয়ে শয়ন করিলেন।

রোহিনীর অন্তরের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না,—ভস্মাবৃত হইয়া রহিল। মহানন্দ ভাবিলেন,—"আঃ—আজকের দায় থেকে তো বাচ্‌লেম্, তারপর দেখা যাবে, বিজয়াকে আমি হস্তগত করিতে পারি কিনা।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহানন্দের বিশ্বাস ছিল, "রমণীর চরিত্র কখনও নির্ম্মল হইতে পারে না—সকল স্ত্রীলোকই অবিশ্বাসযোগ্যা" অতএব তিনি ইহা মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, যে, বিজয়াকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেই সে সম্মতা হইবে। এইরূপ নানা ভাবনায় ও নানা কুঅভি-সন্ধির সিদ্ধান্তে সে রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না। রোহিনী মনে মনে অনেক দেবতা, উপদেবতা, সাত সমুদ্র, গঙ্গা, সরস্বতী, পর্ব্বত, মাকাল, ষষ্টি, শীতলা প্রভৃতি অনেক দেবতার পূজা মানিল, যে "দোহাই তোমরা আমার স্বামীর চরিত্র ভাল করিয়া দাও।" কাজেকাজেই সে রাত্রে তাহার নিদ্রা হইল না।

এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ কালে আমরা একটী বালকের ধূলা খেলার কথা লইয়া গোবর্দ্ধন সরস্বতীর পরিবারের কথা বলিয়া আসিতেছি, তারপর কি হইল না হইল, তাহা বলা হয় নাই, সুতরাং পর পরিচ্ছেদে তাহা উক্ত হইবে। যে বালকটীকে রোহিনী ও বিজয়া উভয়ে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, সেটী রোহিনীর অঞ্চলের নীলমণি। বিজয়াও তাহাকে বড় ভালবাসিত।

এই ঘটনা যে সময়ে সংঘটিত হয়, সে সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত 'সপরিবার শিষ্যাগমন' হইয়াছে। মোহিনীমোহন, বিজয়, শান্তিময়ী, বসন্তকুমার ও একজন দাসী (এবং গৌবর্দ্ধন শর্ম্মা) কলিকাতা হইতে গুরুগৃহে আসিয়া প্রায় ১০। ১২ দিবস বাস

করিয়াছেন। বসন্তকুমারের কলেজে সে সময় গ্রীষ্মাবকাশের ছুটী হইয়াছিল। বিজয় সাহেবের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া একমাস ছুটী লইয়া পিতার সহিত গুরুগৃহে আসিয়াছিল।

যে দিন শিষ্যপরিবার প্রথম উপস্থিত হইয়া প্রথমে প্রধান গুরু যদুনাথ শর্ম্মার পদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলে প্রণাম করিলেন সে দিন যদুনাথ আহ্লাদিত চিত্তে সকলকে "এস—এস—মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে বেশ ভালো আছ" এই বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বিজয় ও বসন্ত কহিল "ঠাকুর দাদা! আপনি ভা'ল আছেন? আমরা আপনার রূপকথা শুনবার জন্যে কলিকাতা থেকে আপনার বাড়ীতে এসেছি।" এই বলিয়া উভয়ে ঠাকুরদাদার আরও নিকটস্থ হইল।

মোহিনীমোহন। আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে স্ত্রী পুত্র লইয়া একপ্রকার প্রাণে বাঁচিয়া আছি মাত্র———

যদুনাথ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন'— "আমি তোমার দুরাবস্থার কথা সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। তোমার ধর্ম্মে মতি আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, ভগবান তোমার ভাল করিবেন। তোমার কোন চিন্তা নাই, সুখে, দুঃখে ঈশ্বরের উপর স্থির বিশ্বাস রাখিও। তিনি মঙ্গলময়, যে কার্য্যই তিনিই করেন, তাহাই আমাদিগের হিতের জন্য; কখনও দুরাবস্থায় পড়িয়াও এ বিশ্বাসহারা হইওনা। আজ তোমায় তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য, হয়তো, এপ্রকার মায়া ক্লেশের সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু সেটা একটা আবরণ মাত্র হইতেও পারে। সূর্য্যদেবকে মেঘে আচ্ছাদন করিলে যেমন তাহাকে দীপ্তিহীন হইতে হয়, পুণ্যাত্মা লোককে যখন ভগবান

পরীক্ষা করেন তখন তাহাকেও সেইপ্রকার একটি আবরণে তিনি আচ্ছাদন করেন মাত্র। এই সূর্য্যদেব সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, দেখিতে ২ ঘন মেঘাবরণে তাঁহাকে আবরিত হইতে হইল, সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যদেবের দীপ্তির কিছু হ্রাস হইল কি? ঠিক সেইপ্রকার একজন সৎলোককে যখন ভগবান দারিদ্রতার ঘন আবরণে ঢাকিয়া ফেলেন, তখন সেই সৎলোক কখন দীপ্তিহীন হয়েন না। অন্যান্য সকলে তাঁহাকে দীপ্তিহীন মনে করে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি তাহা নহেন। ঘন মেঘ কাটিয়া গেলে, সূর্য্যদেব যেমন পুনরায় দীপ্তিমান হয়েন, তঁাহারও দারিদ্রতার মায়াবরণ কাটিয়া গেলে, তিনিও সেইপ্রকার পুনরায় দীপ্তিমান হইবেন সন্দেহ নাই।

মোহিনীমোহন। গুরুদেব! এপ্রকার মহান্ উক্তি আমি আর কখনও কাহারও নিকট শুনি নাই—আমি কায়মনোবাক্যে আপনার আদেশ পালন করিব।

যদুনাথ। দেখ মোহিনীমোহন! এই জীবনে অনেক বিষয় দেখিয়াছি। বুড়ো মানুষ, দুটো জ্ঞানের কথা তোমায় বলিয়া রাখি, সময়েউপকার দর্শিতে পারে। তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ কিন্তু আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি, যে, তুমি তজ্জন্য একদিনের তরেও তাঁহার উপর ঘৃণা প্রদর্শন করিতে সম্মত নও। আমি জানি তুমি ভ্রাতৃদ্বেষী হইতে কখনও চেষ্টা কর নাই। কেবল, এইগুণ তোমার আছে বলিয়া আমি তোমায় মানুষ বলি, নহিলে পশু বলিতাম; কারণ, হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণ করাতো পশুর

ধর্ম্ম। বধূমাতা যথার্থ সতী লক্ষ্মী, আমি আশীর্ব্বাদ করি তিনি চিরকাল সধবা থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন। দেখ বাবা! তুমি আমি মানবের দণ্ড বিধানের কর্ত্তা নহি সে বিষয় মীমাংসার জন্ত উপরে একজন আছেন। ভুবনমোহন তোমার যে অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তজ্জন্য সে দণ্ডনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে আকাঙ্খা তুমি করিও না ; সে বিচার ভগবান করিবেন। যদি তোমার দ্বারা ভুবনমোহনের কখন কোন উপকার হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে অগ্রসর হইবে। তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইও না, আপনার কর্ত্তব্য পথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িবে। শত্রুকে হিংসা করিবেনা, বরং তাহার সহিত মিত্রতাচরণ করিলে সে শত্রুও তোমার মিত্র হইবে—এই জগতের সারদ্রব্য, এই কথা সর্ব্বদা জপমালার ন্যায় হৃদয় মধ্যে আন্দোলন করিবে। ঈশ্বর মঙ্গলময় তিনি কখনও কাহার অনিষ্ট করেন না, তিনি যাহা করেন সকলই হিতের জন্য, ইহা নিশ্চয় জানিবে। কখন এ বিশ্বাসহারা হইও না, "তিনি মঙ্গলময়" শয়নে স্বপনে, জাগরণে, এই বাক্যে অচল, অটল বিশ্বাস রাখিও।

মোহিনীমোহন। যে আজ্ঞা।

আজ আর বৃদ্ধ অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। নিকটেই গোবর্দ্ধন শর্ম্মা দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "যাও বাবা! ইহাদিগকে লইয়া যাও, আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রাতঃকালে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

গোবর্দ্ধন। বিজয় বসন্ত এখানেই থাকুক্ ?

যদুনাথ। আচ্ছা।

তখন বিজয় বসন্ত ব্যতীত সকলেই সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ দুই ধারে দুইজনকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তবে, দাদারা! বেশ ভাল আছো ?

বিজয়। হাঁ, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে একপ্রকার আছি ভাল। বাবার জন্যই যত চিন্তা———

যদুনাথ। ভয় কি দাদা! আবার তোমার বাবা রাজ রাজ্যেশ্বর হবে, আমি আশীর্ব্বাদ করচি, বুড়োর কথা মিথ্যে হ'বে না।

বিজয়। দাদা মহাশয়! একটা সুখবর আপনাকে দিই, আমার প্রাণের ভাই বসন্ত পাশ হ'য়েছে———

যদুনাথ। কি পাশ ভাই ?

বসন্ত। সে কিছু নয় দাদা মশায়!

বিজয়। আপনি জানেন না ? এই ইংরেজদের লেখা পড়ার ভিতর অনেক রকম ভাগ আছে, তার এক একটা ভাগের জন্যে এক একটা পরীক্ষা দিতে পারলেই এক একটা পাশ হওয়া যায়।

বৃদ্ধ যদুনাথ অতশত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর তুমি কি ?"

বিজয়। আমি কিছু নয়।

বসন্ত। না, দাদামশায়! দাদা ঢের পড়েছেন।

যদুনাথ শর্ম্মা বসন্তের কথা বিশ্বাস করিয়া, বিজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তবে ভাই! আমার সঙ্গে তুমি মিথ্যে কথা

কইছিলে, আচ্ছা এর জরিমানা স্বরূপ, তুমি আমার মাথা থেকে দশ গাছা পাকাচুল তুলিয়া দাও।”

বিজয়। দাদামশায়! সবই তো আপনার পাকা, এক মুটো টেনে উপ্‌ড়ে ফেলি না কেন, জরিমানা আরও ঢের জমার থাক্‌বে এখন।

এইরূপ আমোদ আহ্লাদের কথাবার্ত্তায় বিজয় বসন্ত এবং বৃদ্ধ যদুনাথ অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুর।

নদীতীর হইতে বালকটীকে ক্রোড়ে করিয়া রোহিনী ও বিজয়া বাটী অভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। রোহিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"বিজয়া! আজ দিন চারেক ধরে আমি তোমায় অন্যমনস্ক দেক্‌চি—ব্যাপারটা কি বল দেখি, ভাই?

বিজয়া যেন কথঞ্চিৎ বিস্ময়সূচক স্বরে উত্তর দিল—"কেন অন্য মনস্ক আবার তুমি আমায় কখন দেক্‌লে?"

রোহিনী। দেক্‌চি বইকি ভাই, না দেখে কি আর এত বড় কথাটা বলিচি।

বিজয়া। আচ্ছা তবে তোমার' কথাই থাক্।

রোহিনী। তার মানে কি লো? আমার কথাই বা থাক্‌তে যাবে কেন? যদি তোমার কোন গোপনীয় কথা থাকে, তা' আমায় বল্‌তে দোষ কি ভাই?

বিজয়া। না ভাই; তুমি আস্ত মানুষকে পাগল করতে পার।

রোহিনী। কেন আমার কি দোষ? তোমার মনে একটু অসুখ হ'লে বা একটু আহ্লাদ হ'লে, দৌড়ে এসে, আগে আমায় বল্‌তে। এখন আর সেটী নেই, যেন সকল বিষয়েই ঢেকে ঢেকে চলা হয়, আমি কি ভাই ওসব বুঝতে পারিনে?

বিজয়া। ঢেকে ঢেকে আবার চল্‌তে যাবো কেন? আমি কোন খারাপ কাজ করিচি নাকি, যে, তোমায় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবো?

রোহিনী। তুমি যাই বল্‌না কেন, আমি কিন্তু ভাই! তোমায় ছাড়্‌চি না। আচ্ছা, আমায় বল' আর নাই বলো, তুমি সুখে থাক্‌লেই ভাল। যদি একটা কথা আমায় না বলে সুখী হও, তা' সে কথা আমার জেনে কাজ নেই——

বিজয়া। না ভাই! বাস্তবিক বল্‌চি আমার কিছু হয়নি। কেজানে, কেন তুমি আমায় অন্যমনস্ক দেখেছো। আমি তো তোমার কথা কিছু ভাব বুঝিতে পারিলেম্ না।

সেই সময় বিজয় এবং বসন্ত দুই ভ্রাতায় নদীতীরে বায়ু সেবনার্থ সেই পথে আসিতেছিল, রোহিনী ও বিজয়াকে আসিতে দেখিয়া অন্যপথ অবলম্বন করিল। রোহিনী পূরা মাত্রায় মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া দিল, বিজয়াও বোধ হয় তৎক্ষণাৎ সেই প্রকারে আপনাকে আবরিত করিত, কিন্তু কেন কিজানি, সে প্রথমতঃ একবার বিজয়ের দিকে চাহিল। তার পরেই দেখিল, রোহিনী দুই হাত ঘোম্‌টা টানিয়া যেন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া, আপন মনে, দ্রুতপদে চলিতেছে; দেখিয়া শুনিয়া তখন বিজয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া, দ্রুতপাদবিক্ষেপে রোহিনীর পশ্চাদগামিনী হইল। বাটীর

ভতর উপস্থিত হইয়া রোহিনী বলিল,—"বিজয়া! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

বিজয়া। কেন লো?

রোহিনী। বল্‌বো কেন।

বিজয়া। না ভাই, বলোনা ভাই! কি হয়েছে ভাই?

রোহিনী। একটা অনেক কালের পোষা পাকি উড়্‌তে চেষ্টা কর্‌চে।

বিজয়া। সে কি?

রোহিনী। সত্যি—দিব্যি কর্‌তে বলো তো, দিব্যি কর্‌তে পারি।

বিজয়া। আমি কিছু বুঝ্‌তে পারলুম না।

রোহিনী। বুঝ্‌তে পেরেও কাজ নেই।

বিজয়া। মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌বো?

রোহিনী। ওমা! সে কি লো, আমি একটা ঠাট্টার কথা বল্‌চি আর তুমি সেইটে আবার মা'র কাছে জিজ্ঞেস কর্ত্তে যাবে?

বিজয়া। ঠাট্টা?—তবে আমি বুঝেছি।

রোহিনী। কি বুঝেছো বল' দেখি?

বিজয়া। ওঃ—এ আর আমি বুঝতে পারিনা "একটা পোষা পাখি উড়ে যাবার জন্যে চেষ্টা কর্‌চে"—এআর কে না বুঝ্‌তে পারে।

রোহিনী। তবু তুমি কি বুঝ্‌লে?

বিজয়া। বুঝ্‌লুম, তুমি ঠাট্টা কর্‌চো, একটা পোষা পাকি উড়ে যাবে বলে চেষ্টা করচে।

রোহিনী হাসিয়া আকুল হইল। বিজয়া যেন অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাই! তুমি হাঁস্‌চো কেন? তবে আমি বুঝি বুঝ্‌তে পারিনি?" রোহিনী আরও হাসিতে লাগিল।

বিজয়া। ইঃ—হেসেই যে খুন—বলনা ভাই, কি?

রোহিনী। যে শিষ্য পরিবার আমাদের বাড়ীতে এসে রয়েছেন, তাঁদের দুটী ছেলের নাম জান?

বিজয়া নতমুখে উত্তর করিল,—"জানি—কেন?"

রোহিনী। বল দেখি?

বিজয়া। কেন তুমি কি জাননা?

রোহিনী। জানি, কিন্তু তুমি বোধ হয় জেনেও জাননা।

বিজয়া। যাও, যাও, যত বাজে কথা। হচ্ছেলো পাকির কথা, হেসেই ম'লেন। এখন আবার আর একটা কথা এলো—মরণ আর কি?

রোহিনী। আর তোমার যে মরণ হয়েছে—নাম দুটো আমায় বলে দাও না ভাই, আমি ভুলে গেছি।

বিজয়া যেন কি একটা মহা বিপদে পড়িল। সে নিজে তাহার হৃদয়ের গতি অনুভব করিতে পারিতেছে না। অথচ বিজয় বসন্তের নাম উচ্চারণে যেন তাহার লজ্জা হইতেছে; কে জানে কেন তাহার এপ্রকার অবস্থা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দস্যু-হস্তে।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বহুবিস্তৃত মাঠের মধ্যস্থল দিয়া তিনজন পথিক চলিতেছে। মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশের মধ্যে জন প্রাণীও নাই। তখন তারকেশ্বরে রেল ছিল না, সুতরাং পথিক তিনজন মাঠের পরপারে গ্রামের দিকে আসিতেছে—এই বলিয়া বোধ হইল। তিনজন পথিকের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। অনেকদূর আসিয়া স্ত্রীলোকটী কহিল—"উঃ আমার পা' বড় ভেরে গিয়েছে, আর আমি চল্‌তে পারি না, এস এইখানে একটুখানি বসি।"

সঙ্গী দুইজন একবার মুখ চাওয়া চাহি' করিল, তারপর একজনের সম্মতিক্রমে আর একজনও সম্মত হইয়া সেইস্থানে বসিল।

স্ত্রীলোকটী একজনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে যোগেন বাবু! আজ যে তির্থি ভ্রমণে আসা হয়েছে?"

যোগেন বাবু কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সঙ্গী নবীন মাধব উত্তর করিল "সাধ করে কি আর এসেছেন, তোমার বাড়ীতে যাওয়া হলো, শুন্‌লেম তুমি মার চতুর্থী টতুর্থী করে, তারকেশ্বর যাত্রা করেছে। বাবুর আর তিলদণ্ডও তর সইলো না, বল্লেন 'চলো যাওয়া যাগ্, আমরাও আজ তারকেশ্বর যাবো; গোলাপ আমায় না বলে, একলা চলে গিয়েছে—তা' হবে না, আমরাও যাবো।' বাবু তখন একটু রঙের মুখে ছিলেন, সেই ঝোঁকেই বেড়িয়ে পড়্‌লেন।

যোগেন। যা' যা' আমার এখন ওসব কিছু ভাল লাগচে না। যত অন্ধকার হয়ে আস্‌চে, ততই আমার ভয় বাড়্‌চে। এই মাঠটায় নাকি, আবার ডাকাতের ভয় আছে।

নবীন। হঁ্যা—ইংরেজের মুলুকে এখন আবার ডাকাতের ভয়। আর দুচার বছোরের ভেতর তারকেশ্বরও রেলের রাস্তা হয়ে যাবে———

গোলাপ। তবেতো আমাদের এ মাঠটায় আসা ভাল হয়নি, কি জানি যদি কোন বিপদই ঘটে।

নবীন। ঘটে তখন আমি আছি, আমরা দুটোতে কি আর তোমায় রক্ষে কর্‌তে পারবো না———

যোগেন। তুই চুপ কর বল্‌চি, চিরকালই বাজে জাঁক করে বেড়াস্. তোর গায়তো ভারি ক্ষমতা—

নবীন। ক্ষমতা আছে কিনা দেখাতুম, যদি পেটে লাল জল দুই এক বিন্দু পড়তো।'

গোলাপ। 'স্বীকার করে নাকি?

যোগেন বাবুর বাস্তবিকই এ সকল কথায় বড় মন ছিল না,

যত অন্ধকার বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গোলাপ জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা তোমরা যে এলে, সে গাড়ী কোথা গেল?———

যোগেন। ওইতে তো আমার আরও সন্দেহ বেড়েছে—ভয়ও হচ্চে।' বদ্দিবাটী থেকে গাড়ী ভাড়া করা গেল, গাড়োয়ান বল্লে "আমি একপিট যেতে পারি বাবু, আমার সেই থানকারই গাড়ী, যদি ১০৲ টাকা ভাড়া দিতে পার, তবে আমি ফের তোমাদের নিয়ে আস্‌তে পারি।" আমি তাইতেই রাজী হয়ে, তা'র গাড়ীতে তারকেশ্বর এলেম। মাঝপথে এক ব্যাটা কেলে মুস্কো জোয়ান, একটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল, আমাদের গাড়োয়ান্‌টাকে ডেকে বল্লে—"ওরে দিনে! এ কোথাকার সোয়ারী রা। ?" গাড়োয়ন্‌টা কিছু না বলে, তা'কে কোচবাক্সয় তুলে নিলে। তারপর তা'রা ফুস্‌ফুস্ গুজ্ গুজ্ করতে করতে প্রায় সমস্ত রাস্তা এক সঙ্গে এলো। তারকেশ্বরে পঁহুছে, এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে গাড়োয়ানটা বল্লে—"বাবু এইখানে নাবো, আমার সঙ্গে আপনার ভাড়ার ঠিক ঠাক হয়ে গিয়েছে, ফিরে এসে এইখানেই গাড়ী পা'বে। তার কথায় তখন বিশ্বাস করে তাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে, তারকেশ্বরের মন্দিরে গেলুম, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হলো। তারপর তো সবই জান, আর কি বল্‌বো। যাই হোক্ সেই গাড়োয়ান-টার ওপর আমার ভারি সন্দেহ হ'চ্ছে, সে বল্লে "গাড়ী এই খানেই পাবে"—তা'রপর সে গেলো কোথায়?

গোলাপ। দেখ দিকিন্, তোমাদের সঙ্গে পড়ে বুঝি আজ আমারও প্রাণটা যায়। কেন বল দেখি, আমায় টেনে নিয়ে

এলে ? আমরা চারজন সঙ্গী ছিলুম, সে দল ছেড়ে এখন তোমা-দের হাতে পড়ে আমার প্রাণটা গেলো। বাবা তারকনাথ! আমি ফিরে ব'ছোর তোমার আবার পূজো দেবো, আমায় রক্ষে করো।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোলাপ কাঁদিতে লাগিল। নবীন মাধব বলিল—"কি করবো বলো, দেক্‌লেতো আমার কোন দোষ নেই, আমি তো বলেই ছিলেম তারকেশ্বর থেকে বেরিয়ে কাজ নেই, তা' বাবুর তা' সইলোনা। নতুন মুচ্ছুদ্দী, বেশী দিন কামাই হলে সাহেব চটবে। আরে এখন কি তোমার সাহেব দেক্‌তে আস্‌চে ?

যোগেন। আমি স্বীকার ক'চ্চি, আমার দোষ হয়েছে, তারকেশ্বর থেকে আজ না বেরুলেই হতো ; কিন্তু সেই লোকটা যে বল্লে—"মাঠের ওপারেই বেশ বড় গ্রাম আছে, সেখানে গেলেই গাড়ী পাওয়া যাবে।" আমি জিজ্ঞেস্ করলেম "মাঠটা কত বড় ?" তাতে সে যে বল্লে "আদক্রোশটাক্ হবে"—তা' এই কি তা'র আধক্রোশ ? যত হাঁটি মাঠের আর কূল কিনার নেই—

গোলাপ। সে লোকটাও নিশ্চয় ডাকাতের দলের। তোমাদেরই সন্ধানে সন্ধানে ঘুরছিলো। আজ তোমাদের জন্যে আমার প্রাণটা পর্য্যন্তও গেল, বাবা তারকনাথ! আমার কোন অপরাধ নেই বাবা! তুমি সাক্ষাৎ জাগ্রত ঠাকুর—আজকে আমার প্রাণ বাঁচাও, আমি ফিরে ব'চ্ছরে এক শতো টাকা খরচ করে তোমার পূজো দেবো।

সমস্ত কথা শেষ না হইতেই অতি দূরে "হে—লে—লে—

"লে—রী—রী—রী" করিয়া মাঠের একপ্রান্ত হইতে একটি বিকট চীৎকার উঠিল।

এতক্ষণ গোলাপ ভবিষ্যত ভয়ের ভাবনা ভাবিয়া কাঁদিতে-ছিল, এখন এই বিকট চীৎকার শুনিয়া "ওরে বাবারে—ওই ধর্‌লেরে—বাবা তারকেশ্বর, তোমার মনে এই ছিল বাবা? আমি দু'হাজার টাকা খরচ করে আর বছোরে তোমার পূজো দেবো—

নবীনমাধব ও যোগেন ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল ও যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল তাহার বিপরীত দিকে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই এক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতেই বিপরীত দিক হইতেও ঠিক সেই-রূপ আর একটি বিকট চীৎকার আসিল। তার পরেই আরও অন্যদিক্‌ হইতে সেইপ্রকার আওয়াজ হইল, যোগেনও কাঁদিয়া ফেলিল। ক্রমে সেই সকল বিকট চীৎকার যেন আরও নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল, পথিক তিনজন তথাপিও ভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে সেই একস্থানেই দণ্ডায়মান। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ধরিতে যায়, প্রত্যেকেই পরস্পর মুখপানে চাওয়া চাহি করে, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি কাহারও যোগায় না।

আবার সেই বিকট চীৎকার "হিল্লী—লী—লী—লী—লী —রী—রী—রী—রী।" আর নবীন মাধব দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, প্রাণের ভয়ে একান্ত কাতর হইয়া একদিকে দৌড়িল।

যোগেন্দ্র নবীনকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কাতরস্বরে বলিল, "অ্যা নবীন তুইও পালাচ্ছিস্‌? দাঁড়া আমিও যা'ব" এই পর্য্যন্ত বলিয়া যেই দুই একপদ অগ্রসর হইয়াছে, অমনি

গোলাপ তাহার হাত ধরিয়া বলিল "আমায় ফেলে কোথা যাও?"

সেই সময় বোধ হইল, যেন একজন দস্যু অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। আবার সেই বিকট চীৎকার!! "হী—হী—রে—রে—রে—এ"। আর যোগেন্দ্র কোন বাধা বিপত্তি মানিল না, সজোরে একটানে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রাণপণ যতনে দৌড়িল। যাইবার সময় বলিয়া গেল "কি কর্‌বো গোলাপ! তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না—আপনি বাচ্‌লে বাপের নাম।"

যে মুহূর্ত্তে যোগেন্দ্র প্রস্থান করিল, ঠিক সেই সময় আবার একবার যেন খুব নিকটে সেই শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। গোলাপ প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, যেন সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতেছে, এইরূপ অনুভব করিল; চক্ষু কপালে উঠিল, পদদ্বয় দেহভার বহন করিতে পারিল না, সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

ভুবনমোহন দে মহাশয়ের গুণের পুত্র, পুণ্যাম নরকের ত্রাণ কর্ত্তা, "ভদ্রসন্তান" নামের কলঙ্ক, নূতন সওদাগরের মুচ্ছুদ্দী, অবলাকে (কুলবালা যদিও নহে) একেলা ফেলিয়া পলাইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, সেইদিগেই পুনঃ প্রত্যাগমন করিল। তারকেশ্বরের একটী ফাঁড়ী ছিল তাহাতে ২০।২৫ জন পাহারাওয়াল', ২।৪ জন জমাদার এবং একজন বাঙ্গালী ইনস্‌পেক্‌টার ছিল। যোগেন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া ঘাটির পাহারওয়ালা তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল „এই, তুমি এত দৌড়ে আস্‌চো কেন? তোমার কি হয়েছে?"

যোগেন্দ্র। কিছু হয়নি বাবা, আমায় ছেড়ে দাও।

পাহারওয়ালা। তোমার কাপড়ে এত রক্ত কেন—অ্যাঁ—

এইবলিয়া পাহারাওয়ালা যোগেন্দ্রকে শক্ত করিয়া ধরিল। যোগেন্দ্র বিস্মিত, চমকিত, ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবরে উত্তর দিল—"অ্যাঁ—রক্ত—রক্ত—রক্ত কোথাথেকে আমার কাপড়ে এলো?"

পাহারওয়ালা মনে করিল "নিশ্চয়ই একটা কি কাণ্ড ঘটেছে সুতরাং যোগেন্দ্রের নিকট হইতে যথার্থ কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য, সে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া, দন্তে দন্তঘর্ষণ করতঃ চিবান চিবান কথায় নানাবিধ গালিগালাজ ও দুই চারিঘা রুলের আঘাত দিয়া বলিল "কি হয়েছে ঠিক করে বল্, আমার কাছে বাজে কথা খাটবে না।"

যোগেন্দ্র তখন অত্যন্ত হাঁপাইতেছিল। অতি কষ্টে দুই একটি কথা বলিল "আঁ—রক্ত? আমি কিছু—জানিনা, মাঝ রাস্তায়—পড়ে গিয়ে ছিলেম—তাই—বুঝি———

পাহারওয়ালা কিছুই বুঝিতে পারিলনা, তাহার বড় রাগ হইল। আরও দুই চারি ঘা রুলের আঘাত দিয়া, ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল—"নিশ্চয়ই তুই ব্যাটা খুন করিচিস্—চল্ থানায় চল্।

যোগেন্দ্র তখনও কথা কহিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। পুলিসের নাম শুনিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। পাহারওয়ালার মনে আরও সন্দেহ বাড়িতে লাগিল, সে আবার বলিল "এই এখনও ঠিক করে বল্? তুই এই অন্ধকারে মাঠের দিক থেকে দৌড়ে এলি কেন?—খুন করিচিস্?"

যোগেন্দ্র দেখিল, তাহাকে রুলের গুঁতাও খাইতে হইতেছে, সামান্য পাহারওয়ালা হইয়া "তুই তোকারিও" করিতেছে, আবার হিঁচড়াইয়া টানিয়াও লইয়া যাইতেছে। এসকল সবই সহ্য করা যাইতে পারে, কারণ "যেমন কর্ম্ম' তার তেমনি ফল।" কিন্তু থানায় যাওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যদি পাহারওয়ালা তাহাকে আজ রাত্রিতে থানায় লইয়া যায় এবং ইন্‌স্‌পেক্‌টারের কাছে "খুনী আসামী" বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা হইলে, কাল হইতে দেশ বিদেশে যত দৈনিক, সাপ্তাহিক, বা অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া, এই অপকলঙ্কের কথা সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িবে। যদিও যোগেন্দ্র যথার্থ পক্ষে "খুনী" নহে, যদিও সে কাহাকেও নিজহস্তে বধ করে নাই, তথাপি ডাকাতের হস্তে পড়িয়া নবীনমাধব অথবা গোলাপ যদি হত্যা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যদি লাস পাওয়া যায় তবে সে খুনের দায়ী তাহাকেই হইতে হইবে, কারণ, তাহার কাপড়ে রক্তচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যদি পাহারওয়ালাকে ঘুষ দিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে এক প্রকার সকল দিকেই মঙ্গল। প্রথমতঃ "খুনী আসামী" স্বরূপে পরিগণিত হইয়া বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে যথেষ্ট অপমান, অর্থব্যয়, ও নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে না পারিলে, চাই কি, দ্বীপান্তর বা ফাঁসীও হইতে পারে; আরও যদিও প্রমাণ করা যায়, যে তাহার দ্বারা খুন হয় নাই, তাহা হইলেও আদালতে "খুনী আসামী" বলিয়া দাঁড় করাইলেই ইহকাল পরকাল উভয়ই মাটী। প্রথমতঃ চাকরী যাইবে, দ্বিতীয়তঃ মান হানির চুড়ান্তঃ। তৃতীয়তঃ যদি প্রমাণ করিতে

না পারে যে সে 'নির্দ্দোষী'। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে এই সকল কথা ভাবিয়া লইয়া বিনীত ভাবে কহিল—"পাহারওয়ালা বাবা! আমি বড় মানুষের ছেলে, তোমার অত রুলের গুঁতোয় আমি মরে যাবো, দোহাই তোমার! আমায় আর মেরোনা। আমি কোন দোষ করিনি। ডাকাতে আমাদের তাড়া করেছিলো, প্রাণ বাঁচিয়ে এসেচি এই. ঢের। আমার সঙ্গে আর একটি বাবু ও একটি মেয়ে মানুষ ছিল, তাদের মেরে ফেলেচে, কি তারা বেঁচে আছে তা' জানি না; দৌড়তে দৌড়তে রাস্তায় পড়ে, কেটে গিয়ে, আমার গায়ে রক্ত লেগেছে—আমি কারুকে খুনও করিনি, মার ধোরও করিনি, বাবা! আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম। দোহাই পাহারওয়ালা সাহেব! আমি তোমায় ১০০৲ টাকা, আমার ঘড়ী ঘড়ীর চেন সব দিচ্চি, আমার ছেড়ে দাও। পুলিশে নিয়ে গেলে আমার মুচ্ছুদ্দীগিরি চাক্‌রী যাবে—মানও যাবে।"

পাহারওয়ালা ঘুষের ব্যাপার বিলক্ষণ অবগত ছিল, অর্থাৎ রুলরূপী মুষ্টিযোগ প্রয়োগে কেমন করিয়া বিপন্নের নিকট হইতে উৎকোচ আদায় করিতে হয় তাহা সে বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিল। বিনা বাক্য ব্যয়ে সে যোগেন্দ্রের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা ও ঘড়ী ঘড়ীর চেন্ হস্তগত করিয়া বলিল "আচ্ছা বাবু! তুমি দয়া করে গরিবকে যা' দিতে হয় দাও, কিন্তু ঘুষ দিলে আমরা নিতে পার্‌বোনা——"

যোগেন্দ্র ভাবিল, পাহারওয়ালা টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে, এইবার ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারে। তখন আরও বিনীতভাবে, কাতরস্বরে, অথচ ব্যগ্রতার সহিত যোগেন্দ্র উত্তর করিল—

"আচ্ছা পাহারওয়ালা সাহেব! ঘুষ নয়; গরিব বলে—ওসব আমি তোমায় দিলেম—আমায় ছেড়ে দাও?"

পাহারওয়ালা সে সময় একহস্তে যোগেন্দ্রের হস্ত ধরিয়াছিল অপর হস্তে ঘড়ী, ঘড়ীর চেন ও ১০০৲ টাকার দশ খানি নোট পকেটে রাখিতেছিল। যোগেন্দ্রের বিনীত ভাব সন্দর্শনে যেন কথঞ্চিত সহানুভূতি জানাইয়া উত্তর করিল—"আমি কি করবো বলো বাবু! আজ রাত্রিতে পুলিসে তোমায় থাক্‌তেই হবে, কেন না যদি কাল তদন্ত করে, কোন লাস মাঠে পাওয়া যায়, তবে তোমায় ছেড়ে দিলে আমি আবার ফাঁপরে পড়্‌বো।"

যোগেন্দ্রের সকল আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর কণ্ঠে সে বলিল "পাহারওয়ালা সাহেব! এই কি তোমার ধর্ম্ম হলো, আমি তোমায় আমার যা' কিছু ছিল, সব দিলুম, আর তুমি আমার এই কল্লে———"

পাহারওয়ালা এতক্ষণ ঠাণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু যোগেন্দ্র অর্থের কথা পুনরুত্থাপন করাতে, সে আবার দুই চারি-বার অচিন্ত্য অব্যক্ত মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়া বলিল—"চোপ শালা—বদ্‌মাস্—খুনী, মনে করিচিস্ ঘুষ দিয়ে পালাব, আমি সে ছেলে নয়। ওই জন্যে তোকে বলিয়ে নিলুম্ যে তুই আমায় ওসব "গরিব বলে দান করেচিস্"——ফের ওকথা কইবি তো তোর হাড় গুঁড়ো করে দিবো। ভাল চাস্ তো আমার সঙ্গে পুলিষে চল্, লাস্ না বেরোয় তো তোকে ছেড়ে দিব। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তুই বল্‌বি যে, তোকে ডাকাতে তাড়া করে ছিলো, তোর আর দুজন সঙ্গী ছিল, তাদের ডাকাত

মেরেচে কি রেখেছে, তা' তুই জানিস্‌না,পালাতে পালাতে পড়ে গিয়ে তোর গা' হাত পা' কেটে গিয়েচে,তাইতে রক্ত লেগেচে। আমি তাতে তোর দিকে হয়ে সাক্ষী দেব "হাঁ ধর্ম্মাবতার! এ আসামীকে ডাকাতে তাড়া করেছিলো, বলে বোধ হয়। ওই মাঠটায় অনেক ডাকাত আছে,এই রকম অনেককে তাড়া করে, আমি জানি"। তা' হলে তোকে ছেড়ে দিবে——এখন চল্‌।" এই বলিয়া মহা তর্জ্জন গর্জ্জন ও চীৎকার করিতে করিতে পাহারওয়ালা যোগেন্দ্রকে থানায় লইয়া গেল।

নবীনমাধব ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিয়ৎদূর যাইতে না যাইতেই একজন ডাকাতের সম্মুখে পতিত হইল। ডাকাত তাহাকে দৌড়াইতে দেখিয়া, একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। নবীনমাধব তখন প্রাণের আশায় নিরাশ হইয়া আবার অন্যদিকে পলাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাতে ডাকাতের মনে অন্যপ্রকার সন্দেহ হইল। ডাকাত ভাবিল, "নিশ্চয় ইহার নিকট অর্থ আছে, নহিলে আমার হাতে পড়িয়াও আবার পলায়নের চেষ্টা করিবে কেন?" সুতরাং সে তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, তাহার পায়ের গোড়ালিতে সজোরে লগুড়াঘাত করিল, নবীনমাধব পড়িয়া গেল। প্রাণের মায়া, বড় মায়া! পড়িয়াও নবীনমাধব আবার উঠিয়া দাঁড়াইল,একবার কাতর নয়নে ডাকাতের দিকে চাহিল, তার পরেই তাহার সেই ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া, ত্রাসে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া, আবার সেই ভগ্নপদে ভর দিয়া নিজপ্রাণ রক্ষার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু দস্যু তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত রাগতঃ হইয়া পুনরায় সজোরে লগুড়াঘাত করাতেই একেবারে সব

ফুরাইয়া গেল। দস্যু মনে করিয়াছিল, পলায়নকারীর কোমরে লগুড় প্রহার করিবে, কিন্তু অন্ধকারে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হওয়াতে, সেই আঘাত সংঘাতিক রূপে মস্তকের উপর পতিত হইয়া, নবীন মাধবের ইহলীলার অবসান করিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে নবীন মাধবের মুখ হইতে "মাগো" এই শব্দমাত্র উচ্চারিত হইয়াই বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় তাহাকে ভূমীশয্যায় শায়িত করিল। প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া গেল। ডাকাত একবার হাতদিয়া তাহার সর্ব্বশরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিল, সঙ্গে অর্থ আছে কিনা, কিন্তু নবীনমাধবের নিকট সে দশ আনা পয়সার অধিক পাইলনা। ভগ্ন মনোরথ হইয়া ডাকাত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। নবীনমাধবের রক্তাক্ত মৃতকলেবর সেই স্থানে পড়িয়া রহিল।

গোলাপ এখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, সাড়া শব্দ কিছুই নাই। অন্ধকার রাত্রি, নিকটস্থ মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয় না, ডাকাতগণ সমস্ত মাঠ তোলপাড় করিয়াও পলায়ন পরায়ণ কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আপনাদিগের বাসস্থানে প্রস্থান করিল। এত আশা ভরসা, এত ষড়যন্ত্র, সকলি বিফল হইল। সেই অন্ধকার রজনীতে মূর্চ্ছাগত গোলাপ অনেক ভীষণ স্বপ্ন দেখিল, আপনার কুক্রিয়ার জন্য নরকদ্বার উন্মুক্ত, তাহারও ভবাবহ চিত্রের ছায়া সন্দর্শন করিল ও সেই মূর্চ্ছাবস্থায়ও সিহরিত হইতে লাগিল। গোলাপ স্বপ্ন দেখিল, একদল স্ত্রীলোক ভবনদীর পারে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে অপর পারের দিকে চাহিতেছে, তথায় যাইবার জন্য ব্যগ্রতা জানাইতেছে, কিন্তু কেহ তাহাদিগকে পার করিয়া দিতেছেনা। অধিক

ব্যগ্রতা জানাইলে, পশ্চাৎ হইতে ভীষণাকার যমদূতের দ্বারা প্রহারিত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ইহার মধ্যে গোলাপ তন্ন তন্ন করিয়া সকলকে দেখিল, দুইচারি জনকে চিনিতে পারিল, নিজ মাতাকে সেই দলের মধ্যে দেখিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইল, শেষে যমদূতের ভীষণ প্রহারে যখন গোলাপের মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন গোলাপও কাঁদিয়া ফেলিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই গোলাপ আবার দেখিল, পশ্চাৎ হইতে খোল, খত্তাল, সিঙ্গা, বাজাইতে বাজাইতে হরি গুণ গান করিতে করিতে, বৈকুণ্ঠধামের একদল দূত মহানন্দে নৃত্য করিতে২ কতকগুলি স্ত্রীলোককে ঘেরিয়া ভবনদী তীরে লইয়া আসিতেছে। গোলাপ তাহাদের মধ্যে একজনকেও চিনিতে পারিলনা। এই পুণ্যবতী স্ত্রীলোকগণ নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র, কোথা হইতে ভবনদী পারের কাণ্ডারী শ্রীহরি মধুসূদন, নিজহস্তে হাল ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীলোকগণ ঠিক সেইরূপ ভাবেই আনন্দে বিভোর হইয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে নৌকায় আসিয়া বসিল—ভব-কর্ণধার নৌকা বাহিয়া চলিলেন। কোথায় চলিলেন গোলাপ তাহা দেখিবার জন্য, যেন, অনেকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল। দূর—দূর—অনন্ত প্রবাহিনী নদী, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। গোলাপ দেখিল, নৌকা চলিতেছে, আরোহীবর্গ আনন্দে হরিগুণ গান করিতেছে; শ্রীহরি সেই তালে তালে আপন মনে নৃত্য করিতেছেন। ওঃ—আর গোলাপের সহ্য হইল না, বড় হিংসা হইল, বড় রাগ হইল, সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া, আবার নদীতীরের দিকে চাহিয়া, দেখিল—

তাহার মাতা এবং অন্যান্য পাপিষ্টা রমণীগণ প্রহার যাতনায় অস্থির হইয়া ভূমীশয়নে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে "বাবারে—মারে—গেলুম্‌রে" "একটু জল দেরে" ইত্যাদি চীৎকারে গগণমার্গ পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। গোলাপ, মাতার এপ্রকার দুরাবস্থা দেখিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল, হাত বাড়াইয়া মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য অগ্রসর হইল, অমনি যেন একটা ভীষণমূর্ত্তি যমদূত তপ্ত লৌহদণ্ড লইয়া তাহাকেও প্রহার করিতে আসিল, ভয়ে সে সেইখানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

পাঠক মহাশয় কিছু মনে করিবেন না। গোলাপ মূর্চ্ছার উপর মূর্চ্ছা গিয়াছিল, একথা আমরা বলিতেছিনা. এসকল দৃশ্য তাহার স্বপ্নাবস্থায় অভিনীত হইতেছিল। এই গোলাপই অবিনাশ চন্দ্র ঘোষের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। পাপিষ্ঠা আজ স্বপ্নাবস্থায় আপনার ভবিষ্যৎ ছবি সন্দর্শন করিতেছে।

যখন মূর্চ্ছাপনোদন হইল তখন গোলাপ আবার পূর্ব্বেকার সকল বস্তু ভুলিয়া নূতন দৃশ্য অভিনীত হইতেছে দেখিতে পাইল। গোলাপ দেখিল, যেন অবিনাশচন্দ্র ভয়ানক দরিদ্রাবস্থায় নিপতিত হইয়া তাহার উপর শাপ দিতেছে। সেই শাপ যেন বিশ্ববিনাশী বজ্রের ন্যায় তাহার দিকে আসিতেছে, অথবা মদনকে ভস্মাবশেষ করিবার জন্য মহাদেবের নয়নকোণ হইতে যেপ্রকার অগ্নিশিখা বাহির হইয়াছিল, অবিনাশচন্দ্রের শাপ-বাণী যেন ঠিক সেইপ্রকার কালাগ্নি-শিখা-সদৃশ তাহাকে ভস্মীভূত করিবার জন্য বায়ুবেগে তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে। গোলাপ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। অমনি "মা ভৈঃ—মা ভৈঃ" রবে কে একজন রমণী যেন

অবিনাশচন্দ্র এবং গোলাপের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল, একবার মৃদুহাসি হাসিয়া জগতকে মোহিত করিয়া, অবিনাশচন্দ্রের রাগ ভুলাইয়া দিল, তারপর অন্তর্হিত হইল। গোলাপ এই রমণীকে চিনিত, একদিন গঙ্গা স্নান করিতে গিয়া এই সতী-প্রতিমা সে দেখিয়াছিল। দেখিয়াছিল কেন, অবিনাশচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন। ইনি অবিনাশচন্দ্রের প্রথম পক্ষীয়া স্ত্রী। রাগ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, সর্ব্বদা হাস্যময়ী। তিনি একবার হাসিলেন, লতা পাতা হাসিল, ফুল ফল হাসিল, বিহঙ্গমকুল গান গাহিয়া সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তাহাতে অবিনাশচন্দ্র সকল ভুলিলেন—আদরে সোহাগভরে আলিঙ্গন করিতে গেলেন—আর নাই!! অবিনাশচন্দ্র রাগ ভুলিয়া কাঁদিতে বসিলেন, গোলাপ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেল, অমনি লৌহমুদ্গর হস্তে অন্ধকার মূরতী একজন নরকদূত তাহাকে মারিতে আসিল, বলিল,—"তুই পাপীয়সীইতো যত অনিষ্টের গোড়া, এই পাপে অনন্ত নরকেও তোর স্থান হ'বেনা, তোকে এইরকমে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবো।" গোলাপ এপ্রকার বিভিষিকাময় মূর্ত্তি কখন সন্দর্শন করে নাই। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দেহস্থ সমস্ত রক্ত মস্তকে উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, সহসা এ দৃশ্যও অন্তর্হিত হইল।

তারপর গোলাপ দেখিল, যেন আকাশের কোল হইতে একটী স্বর্গীয় আলো বরাবর নামিয়া আসিতেছে, তাহার অভ্যন্তরে একটী রমণীমূর্ত্তি। রমণী স্বর্গ হইতে ব্যোমপথে নামিয়া আসিতেছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিক আলোকে আলোকময়, পরিচ্ছদ হিন্দুরাজ্যের রাণীর ন্যায়, মস্তকে মুকুট সুশোভিত। ধীরে ধীরে

রমণী গোলাপের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "বৎসে! কেন মিছে পাপ কার্য্যে অগ্রসর হও? তোমার মাতা এই প্রকারে পাপ কার্য্যের জন্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তুমি এখনও পুণ্যকার্য্য করিলে আমার নিকট আসিতে পারিবে?"

"মা! কি করিলে আমি তোমার নিকট যাইতে পারি?"

"বৎসে দ্বাদশ বর্ষ সন্ন্যাসিনী হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কর, তাহাহইলে তোমার সকল পাপ কাটিয়া যাইবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই স্বর্গীয় রমণী স্বর্গীয় সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন; গোলাপ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া "মা! মা!! তুমি কে মা? আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে যেও না মা, দাঁড়াও—দাঁড়াও" এই সকল কথা বলিয়া যেমন উঠিতে যাইবে, অমনি তাহার অজ্ঞানাবস্থা ঘুচিয়া গেল। গোলাপ চাহিয়া দেখিল, একজন সন্ন্যাসিনীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সে মাঠের উপর পড়িয়া আছে। হঠাৎ জ্ঞান হইয়াই সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া গোলাপ সিহরিত হইল। তখনও স্বপ্ন-দৃষ্ট দৃশ্য-নিচয় তাহার অন্তরে জাগিতেছিল, সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া তাহার সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইল না, অনেকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল।

এদিকে সে সময় পূর্ব্বদিকে স্বুবর্ণ গোলক উদ্ভাসিত, কোকিলকূজন একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে, বড় বড় গাছের ঝোপের ভিতর তখনও অল্প অল্প অন্ধকার রহিয়াছে, মাঠে নির্জ্জন স্থান পাইয়া নানাদেশের নানারূপ পক্ষী বৃক্ষের শাখায় শাখায় বসিয়া তান ধরিয়াছে, দেখাদেখি বায়সেরা অনুকরণ

করিতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় গোলাপের মূর্চ্ছাপনোদন হইল।

সন্ন্যাসিনী, দেশ বিদেশ, নানাতীর্থ, ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তারকেশ্বরেও সেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিবস রজনীতে তারকেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষে, এমন কি রজনী অবসান হইতে না হইতেই, তিনি তারকেশ্বর হইতে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য, কলিকাতায় ভাগিরথী তীরে স্নান করিয়া জগন্নাথের পূজা ও আরতি দেখিয়া কালীঘাট যাইবেন। তিনি সন্ন্যাসিনী, মাঠের উপর দিয়া আসিতে তাঁহার ভয় কি? বিশেষতঃ মাঠের উপর দিয়া আসিলে সোজা হইবে জানিয়া তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি মূর্চ্ছাগতা গোলাপকে দেখিতে পান। প্রথমতঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন—"একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ" কারণ, যখন তিনি সেস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই। দেহটিকে নড়িতে চড়িতে দেখিয়া তিনি নিকটস্থ হইলেন, এবং তাহার শিয়রদেশে বসিয়া তাহাকে অঞ্চল দ্বারা বাতাশ করিতে লাগিলেন।

যখন গোলাপ নিজে বুঝিতে পারিল, যে, সে আর এখন স্বপ্ন দেখিতেছেনা—অচেতন অবস্থায় পতিত নয়, তখন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিল, দেখিল——শিয়রে সন্ন্যাসিনী।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন "তুমি কে মা! এখন অসহায়া অবস্থায় এখানে পড়ে আছ কেন মা?"

গোলাপ একবার উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

তখনও তাহার মস্তিষ্ক শূন্য। সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—"কেন মা! তুমি উঠ্‌তে চেষ্টা কর্‌চো, আর খানিকক্ষণ বাদে বেশ সেরে যা'বে এখন। বোধ হয়, ভয় পেয়ে মূর্চ্ছো গিয়েছিলে, তাইতে এখনও তোমার মাথা ঘুরচে———"

গোলাপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল "হাঁ—"। সন্ন্যাসিনী কহিলেন—"তা' আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আর কিছুক্ষণ বাদেই বেশ সেরে যা'বে এখন—ভয় কি?"

গোলাপ। তুমি কেগা আমার প্রাণ বাঁচালে?

সন্ন্যাসিনী। মা! আমি সন্ন্যাসিনী, বাবা তারকেশ্বর তোমায় বাঁচিয়েছেন, তোমার কি হয়েছিল মা!

ধীরে ধীরে গোলাপ তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাকে কিছুমাত্র ঘৃণা না করিয়া সন্ন্যাসিনী সেই বারনারীর জীবনী ও তাহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমস্ত শুনিতে লাগিলেন। শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, মনে মনে স্থির করিলেন, গোলাপকে নরকের পথ হইতে উদ্ধার করিবেন।

সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখন কি করিবে?"

গোলাপ। বাটী যাইব।

সন্ন্যাসিনী। তার পর?

গোলাপ। তার পর স্বপ্নে যে প্রকার আদেশ পাইয়াছি তাহাই করিব।

সন্ন্যাসিনী। আচ্ছা চল।

এই বলিয়া উভয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

একখানি পত্র।

বিজয়ের এক মাসের ছুটী প্রায় ফুরাইয়া আসিল, অবশিষ্ট ছয় দিন মাত্র। মোহিনীমোহন দে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল "বাবা! এখনও আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, আপনি আরও দিন কয়েক এই স্থানে অবস্থান করুন, আমি বাটী যাই।"

শান্তিময়ী কহিলেন—"তুমি বাড়ী গেলে, কে তোমায় যত্ন করে খাওয়াবে বাবা?"

বিজয়। সেজন্য ভাবনা কি মা! আমার জ্যেঠাইমা'র কাছে খা'ব।

শান্তিময়ীর চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। মোহিনীমোহন স্ত্রীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"বিজয়! এখনও কি তুমি জ্যেঠাইমার কাছে ভালবাসার প্রত্যাশা কর? তুমি কি জাননা, যে তোমার জ্যেঠাইমার পরামর্শে দাদা তোমায় ৬০৲ টাকার চাকরী দিয়া, দুই দিন বাদে তোমার দুকুল

নির্ম্মূল করিবার চেষ্টায় ছিলেন? যদি তোমার সাহেব ভাল না হইতেন, তাহা হইলে কি তুমি পুনরায় চাকরী পাইতে?

বাস্তবিক স্ত্রীর পরামর্শে ভুবনমোহন বিজয়ের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। চাকরীর লোভ দেখাইয়া তিনি বিজয়কে আপনার আপিসে লইয়া আসেন, তার পর দুই দিন বাদে "চোর" বদ্‌নাম দিয়া তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। নিরুপায় হইয়া বিজয় আবার সাহেবের কাছে উপস্থিত হইয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হয়। সাহেব প্রথমে বিজয়ের কথায় বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু যখন অপর একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলেন, যে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এরূপ কাণ্ড সংঘটিত হইয়া থাকে, তখন তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আবার চাকরী দেন। ভুবনমোহন ভাবিয়াছিলেন "এইবার বিজয় বড়ই বিপদগ্রস্ত হইবে" কিন্তু আবার তাহাকে পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে থাকেন। এতদূর করিয়াও তাঁহার পৈশাচিক বৃত্তি নিবৃত্ত হয় নাই, তিনি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বিজয়ের বদ্‌নাম ঘোষণা করেন এবং বিজয়ের সাহেবকে একখানি উক্ত মর্ম্মে পত্র লিখেন। সাহেব সেই পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই এই জবাব দিলেন, যে—"মহাশয়! আমি আপনকার পত্র প্রাপ্ত হইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, কারণ আপনি নামজাদা লোকই হউন, আর অপর আপিসের মুচ্ছুদ্দীই হউন, আমি তাহা গ্রাহ্য করিবার কোন কারণ পাইনা। আমার আপিসে আমি যে যে লোক নিযুক্ত করিয়াছি, তাহাদিগের চরিত্র আমি বিশেষরূপ অবগত আছি। আপনি একজন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া তাহাদিগের

মধ্যে যদি কাহাকেও পদচ্যুত করিতে বলেন, তাহাহইলে আমি বুঝিব, যে আপনি সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। যদি পুনরায় আপনি এরূপ পত্র লিখিয়া আমায় বিরক্ত করেন, বা আমার মত ব্যবসায়ী লোকের বহুমূল্য সময় নষ্ট করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আদালতে উপস্থিত করিতে বাধ্য হইব। আমার শেষ কথা এই যে, বিজয় নামক যে ছোকরার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া আপনি আমায় পত্র লিখিয়াছেন ও "চোর" বদনাম দিয়া "গেজেটে" প্রকাশিত করিয়াছেন, আমি জানি, তাহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। আপনি তাহার নামে যে কলঙ্ক দিয়া প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে ঘোষণা করিয়াছেন, সে বলিতেছে "তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" উক্ত ছোকরা সম্পর্কে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহার নামে কলঙ্ক রটনা করা জ্ঞানি লোকের উচিত নহে, বরং যদিও যে যথার্থপক্ষে সে প্রকার অসৎকার্য্য করিত, তাহাহইলেও আপনার তাহা ঢাকিয়া লওয়া উচিত। আমার কোন উচ্চ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বলেন যে "ইহা গৃহবিবাদের বিষময় ফল।" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি প্রকাশ্য সম্বাদ পত্র হইতে বিজ্ঞাপন উঠাইয়া লউন। যদি আমার এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আমি টাকা দিয়া সাহায্য করিয়া, বিজয়কে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া, আপনাকে আদালতে উপস্থিত করিব, অধিক বলা বাহুল্য।"

এইপত্র প্রাপ্তি মাত্রেই ভুবনমোহন বড়ই ভীত হইলেন, স্ত্রীর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে, স্ত্রী উত্তর দেন "দেখ্‌গ্‌না একবার নালিশ করে, কত ধানে কত চাল।" ভুবনমোহন

কিন্তু স্ত্রীর এ পরামর্শ ভাল বুঝিলেন না। তিনি প্রকাশ্য সংবাদ, পত্র হইতে বিজ্ঞাপনটী উঠাইয়া লইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সকল ঘটনা বিজয়ের মনে জাগিয়া উঠিল, সরল হৃদয়ে সে বলিয়াছিল "কেন মা! জ্যেঠাইমার কাছে খা'ব" কিন্তু যখন বুঝিল সে আশায় নিরাশা, তখন পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিল—"আচ্ছা মামার বাড়ী থেকে খেয়ে আস্‌বো।"

শান্তিময়ী ছল্ ছল্ নেত্রে বলিলেন—"বাবা এখন কি আর তোদের সেদিন আছে, যে, মামার বাড়ী আদর পাবি, সেখানে যেওনা বাবা—"

অবলা আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কত কথা মনে মনে রহিয়া গেল, মুখে বাহির হইল না।

"মোহিনীমোহন! তবে বিজয়! তুমি আমাদের বাড়ীর পাশে যে ব্রাহ্মণের হোটেল আছে, সেইখানেই আহার ক'রো। তোমার মাইনের টাকা থেকে সেই সব খরচা করো—আমাদের জন্য আর কিছু পাঠা'তে হ'বে না।

বিজয়। বাবা! আমি আর একটি উপায় মনে করে ছিলেম———

মোহিনীমোহন। কি বল।

বিজয়। আমি মনে করেছিলেম, যে, আপাততঃ আপনারা যদি এখানে আরও দুমাসের জন্য থাকেন, তা' হলে আমাদের ভিতরকার বাড়ীটিও ভাড়া দিই———

শান্তিময়ী। তা' সে বিষয় আর তুমি জিজ্ঞাসা করচো কেন বাবা! তুমি বড় ছেলে, তুমি ভাল বুঝে যা' করবে, তাইতেই

আমাদের মত হবে। আমাদের জিনিষ পত্র গুলি গুছিয়ে রাখ্‌বার জন্যে বাড়ী ভেতরকার একটা ঘর রেখো, আর তোমার ও বসনের জন্যে বাইরে বা বাড়ীর ভেতর আর একটা ঘর——

মোহিনীমোহন এই সময়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, শান্তিময়ী তাহা দেখিয়া বলিলেন—"কেন তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌চো? যখন যে রকম, তখন সেই রকম ভেবে চলাই উচিত; যখন ছিল, তখন দান ধ্যান করে পুণ্য কায করেছো, অবশ্য ভগবান এক দিন দিন দেবেন, তখন আবার আমরা যেমন ছিলেম তেমনি হবো—ভয় কি? বাবা বিজয়! ওসব কথা আর তোমায় কিছু জিজ্ঞেস্‌ করতে হবে না, তুমি যা' ভাল বোঝ তাই করো"——

এমন সময় একখানি পত্রহস্তে গোবর্দ্ধন সরস্বতী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। শান্তিময়ী ঘোম্‌টা দিয়া, সে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গোবর্দ্ধন সরস্বতী বলিলেন—"মোহিনীমোহন! এই নাও, কলিকাতা হইতে তোমার একখানি পত্র এসেছে।"

মোহিনীমোহন পত্রখানি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে করিতে প্রথমে সিহরিত, পরে স্তম্ভিত হইলেন।

তাঁহার, মুখের ভাব দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোবর্দ্ধন সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মোহিনী? কি হয়েছে কি?"

ততোধিক ব্যগ্রভাবে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি বাবা! কি হয়েছে?"

মোহিনীমোহন মস্তকে করাঘাত করিয়া উত্তর দিলেন—

"হয়েছে আমার সর্ব্বনাশ, যোগেনকে "খুনী আসামী" বলে পুলিসে ধরে'ছে—"

এই সময় বসন্তকুমার সেইস্থানে উপস্থিত হইল। পিতাকে এই প্রকারে "হা হুতাশ" করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা! দাদা!! কি হয়েছে? বাবা কেন এমন কচ্চেন?"

বিজয় মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত উত্তর দিল "সর্ব্বনাশ হয়েছে ভাই! বড় দাদাকে "খুনী আসামী" বলে পুলিসে ধরেছে—"

বসন্ত সমস্ত কথা না শুনিয়াই বলিল—"অঁ্যা—অঁ্যা—কি হবে? বাবা! বাবা! এর কোন উপায় নেই? দাদা! তুমি বাড়ী যা'বে, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। বাবা! বাবা! আমাদের দ্বারা কোন উপায় হ'তে পারে না?

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা ইতিমধ্যে পত্রখানি পড়িতেছিলেন। পত্র পাঠ শেষ করিয়া তিনি বলিলেন—"মোহিনীমোহন! তুমি কি দেবতা?"

মোহিনীমোহন। কেন গুরুদেব?

গোবর্দ্ধন। হা ভগবান! এ তোমার কি বিচার? যাহারা পরের ইষ্ট বই অনিষ্ট করিতে জানে না, যাহারা শত বিপদে পড়িয়াও তোমার মুখ চাহিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, যাহারা শত্রুকেও মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন দান করিতেছে, তাহাদের কোন বিচারে তুমি এপ্রকার দুরাবস্থায় নিপতিত করিয়াছে?

মোহিনীমোহন। গুরুদেব! তিনি মঙ্গলময়, তিনি যাহা করিতেছেন সকলই আমাদিগের মঙ্গলের জন্য—

বাধা দিয়া গোবর্দ্ধন শর্ম্মা বলিলেন—"শুন বিজয়! শুন

কলিকাতায় আসিয়াছে। যোগেন্দ্রের মোকদ্দমা দুই মাস স্থগিত হয়। সেই সময়ের মধ্যে বিজয়াও কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। বসন্তকুমার কর্ত্তৃক বিজয়ার উদ্ধারের দুই চারি-দিন পরে যখন বিজয় চিকিৎসকের মুখে শুনিল "আর কোন ভয় নাই, এ যাত্রা রক্ষা পাইবে" তখন কেবল একবার মাত্র কলিকাতায় আসিয়া সাহেবের নিকট আর এক মাস ছুটীর জন্য দরখাস্ত করে। সাহেব সে সময়ে, বোধ হয়, ভাল মেজাজে ছিলেন, দরখাস্ত পাইবামাত্র ছুটীর হুকুম দেন। তখন বিজয় অন্যান্য সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া শুরুগৃহে প্রত্যাগমন করে। বসন্তকুমার বিজয়ের সহিত কলিকাতায় আসিতে পারে নাই, কারণ, জ্বলন্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করাতে, তাহারও অঙ্গের দুই একস্থান দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহাতেই দিন কয়েকের জন্য তাহাকেও শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়।

মহানন্দ শর্ম্মার সর্প দংশনেই মৃত্যু হয়। নাজীর রোজা তাঁহাকে বাঁচাইতে পারে নাই। পাপের পরিণাম!! "এখনও ধর্ম্ম আছে" এই কথা লোকে মিথ্যা বলে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বলে। যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন ভাবিয়া, মহানন্দ এত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহাদের ভগবান রক্ষা করিলেন; কিন্তু পাপের ভীষণ পরিণাম দেখাইবার জন্য, মহানন্দের জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক এইরূপে অভিনীত হইল।

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াও একমাস কাল বাটীতে ছিলেন কিন্তু যখন বিজয়া এবং বসন্তকুমার এক প্রকার সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন তিনি তাহাদের সকলকে লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, ভুবন-মোহনের দুরাবস্থার একশেষ। তিনি মোহিনীমোহনকে বলিলেন—"মোহিনী! এই সময় তোমার দাদার নিকট হইতে ভালয় ভালয় বাড়ীখানি ফিরাইয়া লও।"

মোহিনীমোহন বলিলেন—"গুরুদেব! দাদার এখন অবস্থা বড় খারাপ, এ সময়ে তাঁহাকে কোন বিষয় অনুরোধ করা ভালো কি?"

গোবর্দ্ধন। দেখ, এ জগতে দুষ্টের দমন আবশ্যক, সেই জন্য বিধাতা আমাদিগের উপর একজন পার্থিব রাজা রাখিয়াছেন, তিনি দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। তোমার উপর তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে প্রকার আচরণ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত জঘন্য। তুমি যদি এত অত্যাচার সহিয়াও দাদার উপর একটি কথাও বলিতে ইচ্ছা না কর—তাহা আমি উত্তম বলিয়া স্বীকার করি, তোমার উদারচিত্তের প্রসংশা করি। কিন্তু পরের গচ্ছিত ধন যদি কেহ তোমার নিকট হইতে অপহরণ করে, তাহাতে তুমি বাধা দিতে বাধ্য।

মোহিনীমোহন গুরুদেবের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না।

গোবর্দ্ধন সরস্বতী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"দেখ, তুমি বোধ হয় আমার কথা বুঝিতে পারিলে না—না? তবে ভাল করিয়া বুঝ। বিজয় ও বসন্ত তোমার দুই পুত্র, তোমার বাটীতে তাহাদের পৈতৃকসত্বে অধিকার। যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে, ভগবান করুন আজীবন তুমি জীবিত থাক, ততদিন বিজয় এবং বসন্তের সত্ব তোমার নিকট গচ্ছিত

থাকিবে মাত্র। যদি তোমার নিকট হইতে তাহা অপহৃত হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য তুমি তোমার পুত্রগণের নিকট দায়ী,—এখন বুঝিলে।"

মোহিনীমোহন। বুঝিলাম, কিন্তু গুরুদেব! যদি আমি আমার পুত্রগণের নিকট যোড়করে ত্রুটী স্বীকার করি, তাহা হইলেও কি তাহারা আমায় ক্ষমা করিবে না?

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা মৃদুহাসি হাসিয়া বলিলেন,—দেখ, তোমার নিকট আমি আজ পরাজিত হইলাম। ভাল, সহোদরের উপর যদি তোমার এতই ভালবাসা, তবে আমায় মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিতে দাও?"

মোহিনীমোহন। আপনি তাঁহাকে কোন রূঢ় কথা বলিবেন না?

গোবর্দ্ধন। সে বিষয়ে আমি তোমার পরামর্শমত চলিতে পারি না। ভুবন এখন বিপদে পড়িয়াছে, তাই তোমার উপর কোন অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয় নাই; কিন্তু যেদিন যোগেন্দ্রের মোকদ্দমা নিষ্পত্ত হইয়া যাইবে, সেই দিন ভুবন তোমায় এ বাটী হইতে দূরীকৃত করিবে।

মোহিনীমোহন। গুরুদেব! মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভাবনা আমার মনে উদয় হয় না। যোগেন্দ্র এখন হাজতে, যতদিন না তাহাকে মুক্ত হইতে দেখিব, ততদিন বিষয় সম্পর্কীয় ভাবনা আমার মনে স্থান পাইবে না।

কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া গোবর্দ্ধন সরস্বতী বলিলেন,—"দেখ মোহিনী! তুমি আমার পদে পদে অপমান করিতেছ—"

ব্যগ্রভাবে অত্যন্ত কাতরস্বরে যোড়করে মোহিনীমোহন

কহিলেন,—"ক্ষমা করুন, আপনি যাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন, এমন কায আমি কখনও করিব না। গুরুদেব! আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন, আমার কোন আপত্য নাই।"

যখনই গোবর্দ্ধন সরস্বতীর, কোন বিষয়ে মোহিনীমোহনের সম্মতিগ্রহণ একান্ত আবশ্যক হইত এবং কোনও প্রকারে মোহিনীমোহনকে স্বীকার করাইতে না পারিতেন, তখনই এই প্রকার কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কৌশলে সে কার্য্য সমাধা করিয়া লইতেন, আজও তাহাই ঘটিল।

গোবর্দ্ধন সরস্বতী ভুবনমোহন দে মহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন, এবং ধীরে ধীরে পদচালনা করিতেছিলেন। গোবর্দ্ধন শর্ম্মা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, পদশব্দে তাঁহার চটক হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা বলিলেন,—"যোগেনের মোকদ্দমার বিষয় কি বুঝিতেছ, ভুবন?"

ভুবনমোহন। আপনার আশীর্ব্বাদে একপ্রকার জয়েরই সম্ভাবনা। বোধ হয়, বেকসুর খালাস হইতে পারে। ভাল ভাল কৌন্সলী দিয়েছি।

গোবর্দ্ধন। মোকদ্দমায় কত ব্যয় হলো?

ভুবনমোহন। তা' প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা।

গোবর্দ্ধন। কপালের গেরো—কপালের ভোগ!

ভুবনমোহন। আমার উপর নিশ্চয় শনির দৃষ্টি লেগেছে। নইলে, দেখুন না কোথা থেকে 'উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে'

পড়ে গেলো। আমি নিজে তিনটে আপিসের মুচ্ছুদ্দী ছিলেম, আর যোগেনকেও একটা আপিসের মুচ্ছুদ্দী করে দিয়েছিলেম, তা, এমনি শনির কোপ যে এক সঙ্গে সব্ গেলো।

গোবর্দ্ধন। কেন, কেমন করে গেলো?

ভুবনমোহন। সব ব্যাটাই চোর, বাগে পেলে ব্যাঙেও লাথি মেরে যায়। প্রথমে একটা আপিসের সাহেবের সঙ্গে আমার কোন অফিস্ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়। ব্যাটারা সব গণ্ড মুখ্যুর দল! বিলেতে খেতে পায় না, তাই এখানে এসে পরের টাকায় ব্যবসা আরম্ভ করে। তারপর তা'কে ফাঁকি দেয়। বিশ্বাসঘাতক—ব্যাটারা অতি বিশ্বাসঘাতক!! তার হ'লো কাজে ভুল, আমি গেলেম বোঝাতে, তাইতে ব্যাটার সঙ্গে হলো—ঝগড়া। সেই রাগে ব্যাটার সাহেব, মিথ্যে করে পুলিসে আমার নামে নালিস করলে, যে, আমি তাদের আপিসের ১০,০০০৲ দশহাজার টাকা ভেঙ্গেছি—

গোবর্দ্ধন। তার পর?

ভুবনমোহন। তার পর, ওইতো বলিচ। সব ব্যাটা জোচ্চরের দল! বাগে পেলে ব্যাঙেও লাথি মেরে যায়। ও ব্যাটা করলে মিথ্যে করে নালিস, তাইতে আর এক ব্যাটা সুবিধে পেয়ে মিছামিছি—বল্‌বো কি গুরুদেব! আমি তাদের কাছে কোন দোষে দোষী নই—মিছামিছি তা'রাও আমার নামে নালিস কল্লে। কাজে কাজেই সেটা আমার টাকা দিয়ে মেটাতে হলো। না যদি মেটাতুম্, তা'হলে আমারই অমঙ্গল হতো। জজ সাহেব আমার নামে দুটো একরকমের নালিস পেলে মনে মনে সন্দেহ কর্‌তো, নিশ্চয়ই আমি তহবিল ভেঙ্গেছি। যাক,

আমার আর একটা যে আপিস ছিলো, তাঁরা বাগে পেয়ে বল্লেন,—"আমরা তোমায় চাই না, তোমার বড় বদ্‌নাম বেরিয়েছে।"

গোবর্দ্ধন। তার পর?—

ভুবনমোহন। তার পর আর কি, আমার তাঁবের তিনটে আপিস তো গেলো। আবার যোগেনকে যেটা করে দিয়েছিলেম, তা' কুগ্রহে পড়ে সেও সেটা খোয়ালে। সাহেবরা বল্লে, "বাপরে! 'খুনী আসামীকে' আমরা মুচ্ছুদ্দী রাখতে পারি না।" আবার আর একটা কথা শুনুন,—কালের স্বধর্ম্ম এমনি!! আমার যিনি জামাই, তিনি এক সময় খেতে পেতেন না—দুটী অন্নের জন্য লাঞ্ছিত হয়ে বেড়াতেন, আমি তাঁকে আমার আপিসে ১০০৲ টাকা মাইনেতে কেসিয়ারী চাকরী করে দিয়েছিলেম—এই আমার অপরাধ!! তা' তিনি, সাহেব আমায় ছাড়িয়ে দিতে না দিতেই, বোধ হয় সেই কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন—

গোবর্দ্ধন। কেমন করে জান্‌লে?

ভুবনমোহন। কেন, এর আবার কেমন করে জান্‌লে কি? আমি চলে আসবার পরদিন থেকেই তিনি "মুচ্ছুদ্দী" বলে সই করচেন্—

গোবর্দ্ধন। বোধ হয়, সাহেব তাঁহাকে উপযুক্ত বোধ করে।

ভুবনমোহন। ভগবান জানেন, আমি তো তাঁর উপযুক্ততার কোন কারণ দেখ্‌তে পাইনে। এক কেসিয়ারী কাজ করতে, পঞ্চাশটে ভুল করতেন—

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা তা' যা'ক্, তোমার কাছে আমার একটী প্রস্তাব আছে।

বিস্ময় সূচক-স্বরে ভুবনমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রস্তাব, গুরুদেব?"

গোবর্দ্ধন। প্রস্তাব এই যে, তুমি ভালয় ভালয় মোহিনী-মোহনের বাড়ীটী ফিরাইয়া দাও—

সেই মুহূর্ত্তে বজ্রপতন হইলেও ভুবনমোহন যত না চমকিত হইতেন, এই কথায় ততোধিক চমকিত হইয়া বলিলেন—"বাড়ী? বাড়ী ফিরিয়ে দেব কি? আমি তো আপনার কথার কিছু ভাব বুঝিতে পাচ্ছিনে গুরুদেব!"

ক্রোধে গোবর্দ্ধন শর্ম্মার মুখ চোক লাল হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ভুবন! দেখ যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি যতদূর করিয়াছ, এতদূর ভদ্রলোকে করিতে পারে না। তোমার আপনার ছোট ভাই—সহোদর ভাই—একরক্ত—তার উপর তুমি যতদূর অত্যাচার করে এসেছ, তা' মানুষে করতে পারে না। কেন কথা বাড়াও, বাড়ীখানি আজই ফের বিক্রী কবলা লিখে মোহিনীমোহনের নামে রেজেষ্টারী করে দাও। নচেৎ এই বিপদের উপর জাল করিয়াদীর মোকদ্দমায় পড়িলে তোমায় জেলে যাইতে হইবে—

"ভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে ভুবনমোহন কহিলেন—মোহিনী কি আমার নামে নালিস করিবে?"

আরক্ত নয়নে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করতঃ গোবর্দ্ধন শর্ম্মা কহিলেন,—"তোমার ন্যায় নরাধম আর জগতে নাই। তুমি জান, মোহিনী তোমার অন্যায় আচরণ সহ্য করিয়াও তোমায় কিছু

বলিবে না। তা'ই তুমি তাহার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ? ছি! ধিক্ তোমায়—

ভুবনমোহন গোবর্দ্ধন শর্ম্মার এপ্রকার মূর্ত্তি কখন সন্দর্শন করেন নাই, তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"কে বলিল, আমি এ কাজ করিয়াছি?"

গোবর্দ্ধন। অসৎ কর্ম্ম কখন ছাপা থাকে ভুবন? এক-দিন না একদিন লোকে জানিতে পারিবেই পারিবে। শুন, যদি ভাল চাও, তবে আমার কথামত কার্য্য কর। নচেৎ, যদিও মোহিনী "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা" বলিয়া তোমায় পরিত্যাগ করে, বিজয় বসন্ত তোমায় পরিত্যাগ করিবে না।

ভুবনমোহন। আচ্ছা গুরুদেব! আমি বিবেচনা করিয়া দেখি।

গোবর্দ্ধন। বিবেচনা?—বিবেচনা আবার কি? বঞ্চনা করিয়াও তোমার সাধ মিটে নাই? যদি ভাল চাও তো কল্য প্রাতঃকালের মধ্যে মোহিনীমোহনের নামে পুনরায় বিক্রয় কবলা লিখিয়া, বেলা দশটার সময়ে রেজেষ্টারি করিয়া দিবে। আর যদি আমার কথা অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে তুমি জাল কবলা করিয়া, জাল মোহিনীমোহন দাঁড় করাইয়া, জাল সাক্ষী দিয়া, এত ফেরাপ খেলিয়াছ, তাহা সমস্তই প্রকাশিত করিবার জন্য বিজয় ও বসন্তকে লইয়া তোমার বিরুদ্ধে আদালতে উপস্থিত হইব।

ভুবনমোহন আর কোন কথা কহিলেন না। গোবর্দ্ধন শর্ম্মা চলিয়া গেলেন।

যোগেশচন্দ্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় অবিনাশ চন্দ্র নিজ বৈটকখানায় বসিয়া অপর একজন লোকের সহিত কি পরামর্শ করিতে-ছিলেন।

অবিনাশ চন্দ্র বলিলেন,—"দেখ যোগেশ! যেদিন থেকে তোমার ভগ্নী আমায় কাঁদিয়ে স্বর্গে চলে গিয়েছেন, সেই দিন থেকেই আমি জানি আমার গৃহলক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়েছে। মা'র অনুরোধে পড়ে বিবাহ করলেম, কিন্তু সুখের পরিবর্ত্তে সাহারার মরুভূমীর মত আমার প্রাণ ধূ—ধূ—করে জলতে লাগলো। কাহাকেও দেখাবার যদি ক্ষমতা থাকতো, তা'হলে দেখাতে পারতুম্ কি জ্বালায় আমি দিবানিশি জ্বলি——"অবিনাশচন্দ্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

যোগেশচন্দ্র অবিনাশচন্দ্রের প্রথম পক্ষীয় শ্যালক। বেশ সুন্দর বলিষ্ঠ গঠন, দ্বাবিংশ বা ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম, কথাবার্ত্তায় নম্র, আকারেঙ্গিত ভাবভঙ্গিতে অতি ভদ্র, মিষ্টভাষী এবং পরদুঃখকাতর।

অবিনাশ চন্দ্রের কথায় যোগেশচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"কি করবে বলো, উপায় নাই।"

অবিনাশ। যোগেশ! তুমি ভাই, তোমার ভগ্নীর কথা একবার মনে করে, ভাগনেগুলিকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আহা! সে আমার হাতে তুলে, ছেলে মেয়ে দুটি সঁপে দিয়ে গিয়েছে, আমি তা'র কি করচি। যোগেশ! ভাই, তুমি আমার ছেলে মেয়েকে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাও। এ রাক্ষসীর কাছে থাকলে কবে হয়তো আর ছেলে মেয়ের চিহ্নও দেকতে পা'ব না। সেদিন তুমি তো এসেছিলে, বেতের বাড়ী তোমার ভাগ্‌নেকে কি রকম করে মেরেছে দেখ্‌লে তো? আবার কা'ল নাকি বিষ খাওয়াবার পরামর্শ করেছে।

যোগেশ। বিষ!—বিষ, কেমন করে জান্‌লে?

অবিনাশ। মা' জানালার আড়ালে থেকে ওদের পরামর্শ শুনেছিলেন।

যোগেশ। কাদের?

অবিনাশ। ওই আমার শ্বশুর বাড়ীর একটা ঝি, আর আমার স্ত্রী।

যোগেশ। তারা কি বল্‌ছিলো?

অবিনাশ। কি বল্‌ছেলো, তা' মা ঠিক্ করে প্রথম থেকে শুন্‌তে পাননি, কিন্তু যখন তা'রা একগেলাস জলে একটা কি সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে লাগ্‌লো, তখন মা'র অত্যন্ত সন্দেহ হওয়াতে তিনি আরও খানিকক্ষণ সেই জানালায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। তা'রা তখন এই রকম বলাবলি কর্‌ছিল:—

আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল,—"এইতেই কি শেষ হয়ে যাবে?"

দাসী। হাঁ।

"লোকে যদি বিষ খাওয়ানর মত সন্দেহ করে?"

দাসী। চেহারায় তো কিছু গোলমাল হবেই না, তবে বল্‌তে পারিনি—ডাক্তাররা মড়া চিরে ধরতে পারবে কিনা। তা' তার জন্যে তোমার ভাবনা কি? তোমার ওপর যদিও সন্দেহ করে তো প্রমাণ কর্‌তে পারবে না।

"দেখ্ দেখ্—আমার গা কাঁপ্‌চে, কাঁটাদিয়ে উঠ্‌চে।"

দাসী। তবেই হয়েছে, তোমার কর্ম্ম আপদবালাই বিদেয় করা!! আ'মলো! ওগুলো যদি বেঁচে থাকে, তা'হলে তোমার ছেলে পিলের কি আর কিছু আশা ভরসা থাকবে, না ওরা কিছু পা'বে?

"আর ঐ মেয়েটা?"

দাসী। মেয়েটা থাক্‌না। ও থাক্‌লে তো আর কোন গোল নেই। বে' হ'বে, আর শ্বশুরবাড়ী চলে যা'বে, তার জন্যে ভয় কি?"

এইরূপে দাসী এবং স্ত্রীর কুঅভিসন্ধির কথা বলিয়া অবিনাশ চন্দ্র কহিলেন,—"এই তো ভাই, আমার সংসার!! তোমার ভাগ্‌নে ভাগ্‌নীকে শীগ্‌গির এ বাড়ী থেকে নিয়ে যাও।"

আর অবিনাশচন্দ্র কিছু বলিতে পারিলেন না। চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

যোগেশ। আচ্ছা তা' যেন আমি নিয়ে গেলেম, কিন্তু

তোমার স্ত্রী যে রকম, তা'তে চাইকি, তোমাকেও তো একদিন না একদিন মেরে ফেল্‌তে পারে।

অবিনাশচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন—"না' তা মার্‌বে না।"

যোগেশ। বিশ্বাস কি?

অবিনাশ। তা'র কারণ শুন,—ব্যাভিচারিনীর পক্ষে স্বামী থাকাই মঙ্গল, কলঙ্ক ঢাকিবার এমন সদুপায় আর নাই।

চমকিত হইয়া যোগেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার স্ত্রী কি ব্যাভিচারিণী?"

অবিনাশ। হাঁ।

যোগেশ। কেমন করিয়া জানিলে?

অবিনাশ। জানিবার বাকি কি? এমন স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হ'বে, তা'র আর আশ্চর্য্য কি?

যোগেশ। আন্দাজে বল্‌চো?

অবিনাশ। না।

যোগেশ। তবে?

অবিনাশ। আমার এ পক্ষের ছেলেটী আমার নয়?

কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া যোগেশচন্দ্র কহিলেন,—"ছি! ছি!! উঃ—তুমি এ সকল দেখে শুনেও যে পাগল হয়ে যাওনি—এই ঢের!!

কাঁদিতে কাঁদিতে অবিনাশচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"পাগল হতে হ'বে না, কেননা এ স্ত্রীকে আমি বেশ্যা ভিন্ন আর কিছু ভাবিনা। তোমার স্বর্গীয় ভগ্নীকে যদি আমি একদিনও সন্দেহ করিতাম, তা'হলে হয়তো পাগল হতেম, কিন্তু এখানে

সে আশা নেই। আবার যদি কখনও তোমার ভগ্নীপতি হ'তে পারি, তবে আমার মনের দুঃখ ঘুচ্‌বে, তবে আমি সুস্থ হবো, তবে আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হবে, জীবনে উৎসাহ বাড়বে। তখন হয়তো আবার আমি লক্ষপতি হতে পারবো—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া অবিনাশচন্দ্র আকুল-নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

যোগেশ। যদি তুমি তাইতে সুখী হও, তাইতে মনের সুখে থাক, তা'হলে নাহয় তাই হবে।

অবিনাশ। দাঁড়াও, তার দেরি আছে। আগে আমার অবস্থা ভাল করি, রাক্ষসীকে বাড়ী থেকে তাড়াই, শ্বশুরের "অন্নদাস" অবস্থা হইতে আপনাকে মুক্ত করি, তার পর তোমার বাপের পায়ে ধরে মাপ্ চাইবো, আর—'

বাধা দিয়া যোগেশচন্দ্র বলিলেন,—"কেন এখনতো আর তুমি তোমার শ্বশুরের "অন্নদাস" নয়? এখনতো সাহেবরা তোমায় মুচ্ছুদ্দী হিসেবে রেখেছে।"

অবিনাশ। সত্য, কিন্তু সে কয়দিনের জন্য? আবার কে মুচ্ছুদ্দী আস্‌বে, সে হয়তো আমায় না রাখ্‌তে পারে।

যোগেশ। কেন, তুমি এখন মুচ্ছুদ্দীর কাজ করচো না?

অবিনাশ। হাঁ, করচি বটে, কিন্তু সে কেবল এখানকার সাহেবের দয়ায়। বিলেতে যে কর্ত্তা আছেন, তিনি আমায় বিশ্বাস করবেন কেন? আমি তো টাকা জমা দিতে পারবো না।

যোগেশ। কত টাকা চাই?

অবিনাশ। আমার শ্বশুর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখে-

ছিলেন ; কিন্তু, আমায় এখানকার সাহেব আপনি চুপি চুপি বলেছেন,—"বাবু ! .. তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তুমি যদি অন্ততঃপক্ষে পঁচিস্ হাজার টাকা যোগাড় করতে পার, তাহলে আমি বলে কয়ে তোমায় মুচ্ছুদ্দী করে দেব।"

যোগেশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা টাকার বিষয় আমি একবার বাবাকে বলে দেক্‌বো ——"

বাধা দিয়া অবিনাশচন্দ্র কহিলেন,——"না ভাই ! তাঁকে এখন একথা বলে কাজ নেই। সাহেব আমায় দুমাসের সময় দিয়েছেন, এর ভিতর যদি আমি যোগাড় করতে পারি ভালই, নচেৎ আমি নিজেই একবার তাঁর কাছে যাব ?"

এই সময় খেলেনাওয়ালীর সঙ্গে আনন্দ কুমার এবং নয়নতারা সেই বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—"বাবা ! এই খেল্‌নাওয়ালী এয়েচে, আমাদের গাড়ী কিনে দাওনা।"

আনন্দকুমার যোগেশচন্দ্রের নিকট গিয়া বলিল,—"মামাবাবু ! মামাবাবু ! ! আমরা মামার বাড়ী যাবো ?"

যোগেশচন্দ্র। কবে যাবে বাবা ! আজ যাবে ?

আনন্দ। হাঁ৷ মামাবাবু ! আজই যাবো, মা বড় মারে, আমরা এখানে থাক্‌বো না।

যোগেশচন্দ্র। আমাদের বাড়ী গেলে আর আসতে পাবে না।

আনন্দ। তবে বাবাকেও নিয়ে চল, ঠাকুমাকেও নিয়ে চল।

বালকের উক্তিতে অপূর্ব্ব মায়ার টান কয়জন বুঝিতে সক্ষম ?

এই সময় আনন্দকুমারের সহিত নয়নতারাও যোগ দিল, বলিল,—"আমিও যাবো, মামাবাবু!"

যোগেশচন্দ্র। আচ্ছা তোমার ঠাকুরমাকে বলে এস——

বাধা দিয়া অবিনাশচন্দ্র বলিলেন,—"না—যোগেশ! তুমি এমনিই নিয়ে যাও, আমি মা'কে বল্‌বো এখন। খেলেনা-ওয়ালি! দাওতো, একখানা ভাল গাড়ী আর দুটো পুতুল আমার ছেলে মেয়েকে দাওতো।"

খেলেনাওয়ালী তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল। যোগেশ-চন্দ্র বলিলেন,—"তবে আমি আসি, অবিনাশ বাবু! আয় আনন্দ! আয়রে নয়নতারা!"

বালক বালিকা একবার পিতার মুখপানে চাহিল, তারপর বিমাতার অত্যাচার স্মরণ হওয়াতে মায়া কাটাইয়া যোগেশ-চন্দ্রের সহিত সোপান শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইল।

অবিনাশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যোগেশ! দরজায় তোমার গাড়ী আছে তো? না, ভাড়াটে গাড়ী ডেকে আনতে বল্‌বো?

যোগেশ। না, আমার গাড়ী দরজায় আছে।

তিনজনে চলিয়া গেলে পর, খেলেনাওয়ালী একখানি পত্র অবিনাশচন্দ্রের হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল।

পাশের খবর।

মহানন্দ শর্ম্মার সর্প দংশনে মৃত্যু হওয়ার পর গোবর্দ্ধন সরস্বতী, মোহিনীমোহন, বিজয়, বসন্ত, শান্তিময়ী, এবং বিজয়াকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি আর দেশে প্রত্যাগমন করেন নাই।

প্রজ্বলিত গৃহমধ্য হইতে বিজয়ার জীবন রক্ষা করিয়া, যেমন বসন্তকুমার সকলের নিকট প্রশংসনীয় হইয়াছিল, তেমনই বিজয় এবং বিজয়ার স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ প্রণয় দর্শনে সকলে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন সরস্বতী কখন কি করিতেন, কি উদ্দেশ্যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না বা জানিবার চেষ্টা করিত না। বিজয়কে কলিকাতায় লইয়া আসিতে কেন যে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না।

জগতে মাতা মাত্রেই পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। এমন স্থলে শান্তিময়ী বিজয়ের মঙ্গল কামনা করিবেন—বিচিত্র কি? যখন মোহিনীমোহন এবং শান্তিময়ী বিজয়ের সহিত বিজয়ার প্রণয় জন্মিয়াছে জানিতে পারিলেন, তখন পুত্রের মঙ্গল বাসনায়

তাঁহারা বিজয়াকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একদিন গোবর্দ্ধন সরস্বতীকে নির্জ্জনে প্রাপ্ত হইয়া মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুরুদেব! বিজয়ার কুলশীল আপনি জ্ঞাত আছেন কি?"

গোবর্দ্ধন। না, কেন? ও—আমি বুঝিয়াছি, তুমি তাহাকে বিজয়ের সহিত বিবাহিত করিতে ইচ্ছা কর?

মোহিনীমোহন। আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।

গোবর্দ্ধন। দেখ, সে বিষয় আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই সন্ধান পাই নাই। দুই চারি দিনের মধ্যে আমরা সকলেই কলিকাতায় যাইব, তথায় এ বিষয় সন্ধান করিলে, হয়তো, ভগবানের কৃপায় আমাদের মনের আশা মিটিতে পারে। চল, বিজয়াকেও আমরা কলিকাতায় লইয়া যাই। তাহাতে আমাদের দুই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে।

মোহিনীমোহন। কি কি উদ্দেশ্যের কথা আপনি উল্লেখ করিতেছেন?

গোবর্দ্ধন। প্রথমতঃ, যুবতী স্ত্রীলোককে একেলা এস্থলে রাখিয়া যাইতে পারি না। কারণ যদি বিজয়ার সতীত্বের উপর কেহ সন্দেহ করিয়া, তাহার নামে কলঙ্ক রটনা করে, তাহা হইলে বিজয় উন্মাদ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতায় বসিয়া বিজয়ার কুলশীলের বিষয় অনুসন্ধান করিলে, হয়তো, সফলকাম হইতে পারি।

এই প্রকারে মোহিনীমোহনকে বুঝাইয়া গোবর্দ্ধন সরস্বতী বিজয়াকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। এই স্থানে আমরা মধ্যবর্ত্তী পাঁচ ছয় মাসের ঘটনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া পর-

বর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ করিব। কারণ উক্ত সময়েব মধ্যে মোহিনীমোহনের সংসারে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, অর্থাৎ তাহা আমাদিগের উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদিগের মুখে সময় ও স্থান বিশেষে আপনা আপনিই উক্ত হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে অন্যান্য যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ সমূহে উক্ত হইবে।

কলিকাতায় আসিয়া প্রায় পাঁচ মাস কাটিয়া গেলে পর, একদিন মোহিনীমোহনের অন্তঃপুরে বিজয়া এবং শান্তিময়ী রন্ধন গৃহে রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় ময়রাণী দিদি আসিয়া উপস্থিত।

ময়রাণীদিদি। কিগো ছোটবউ! শ্বাশুড়ী বউএ মিলে রান্নাবান্নার যোগাড় কর্‌চো ?

বিজয়া লজ্জাবনত মুখে ঘোমটায় বদনাবৃত করিয়া নিজকার্য্য করিতে লাগিল।

মৃদু হাসি হাসিয়া শান্তিময়ী উত্তর দিলেন,—"পরমেশ্বর কি আমার এমন ভাগ্য করেচেন, যে এমন লক্ষ্মীমেয়ে আমার বউ হবে ?——"

বাধা দিয়া ময়রাণী দিদি কহিল,—"নাও মেনে! রোজ রোজ তোমার ঐ এক কেমনতর কথা। ছেলের মনে ধরেছে, বিয়ে দিতে আর বাধা কি ?"

হঠাৎ একটী কি কথা যেন শান্তিময়ীর মনে পড়িল। ব্যগ্রভাবে ময়রাণীদিদির কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই তিনি বলিলেন,—"আর একটি সুখের কথা শুনেছো বোন ?"

ময়রাণীদিদি। কি ?

শান্তিময়ী। সাহেবরা বিজয়ের আবার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ময়রাণীদিদি। আবার ?—বা ! বেশতো !! আহা এই সেদিন ২৫৲ টাকা বাড়িয়ে দিলে, আবার এর মধ্যেই——

শান্তিময়ী। হ্যাঁ—বোন—হ্যাঁ। আহা! বাছা বেঁচে থাক্, শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক্, বাছার আমার ৭৫৲ টাকা মাইনে হ'য়েছে। বিজয় আমার ছেলেমানুষ, ওর কাজ কর্ম্ম দেখে সাহেবরা যে সন্তুষ্ট হয়েছে, এ আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবল !! যাহোক এখন ওঁর একটু শরীর শোধরালে আমার সবদিক ভাল হয়, আমার বেশী আশায় কাজ নেই——

ময়রাণীদিদি। আহা, তা বইকি বোন! এর চেয়ে সুখ আর কি আছে। ব্যাটার বে' দাও, কনেতো ঘরে এনেই রেখেছো, ছেলে সুখে থাক্। তোমার নাতির নাতি স্বর্গে বাতি হোগ্, দেখে আমাদের চোক জুড়ুক। আচ্ছা বোন্! বড় বাবু যে জাল করে তোমাদের বাড়ীখানা ফাঁকি দিয়েছিলেন, তা' তোমরা ফিরিয়ে পেয়েছো কি ?

শান্তিময়ী। সে কথা এখন ব'লোনা, বোন! গুরুদেব যেদিন বিজয় বসন্তকে নিয়ে নালিস করবেন বলে বঠ্ঠাকুরকে ভয় দেখালেন, সেই দিন থেকেই তাঁর বিষম জ্বর হলো। তার পর এই পাঁচ মাস রোগে ভুগ্‌চেন। আমরাতো দূরের কথা, মাঝে গুরুদেব একদিন ওঁকে ওই কথা বলেছিলেন বলে, উনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উত্তর দিলেন,—"গুরুদেব! যত দিন না দাদা বেশ সেরে ওঠেন, ততদিন আর বিষয় আশয় সম্বন্ধে কোন

কথা আপনি আমাকে বল্‌বেন না। দেখুন, কবে আছি কবে নেই, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের লালসায় এই অসুখের উপর দাদাকে ক্লেশ দেবো? একেতো যোগেনকে খালাস কর্‌তে, মকদ্দমার ব্যয়ে দাদার নিজের বাড়ীখানি পর্য্যন্তও বাঁধা পড়েছে। সেই ভাবনায় বোধ হয়, ওঁর এই সাংঘাতিক ব্যায়রাম হলো। তা'র উপর যদি আমি এখন অত্যাচার করি, তাহ'লে চণ্ডালের কাজ করা হ'বে—"

গুরুদেব ওঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে সেখান থেকে উঠে গেলেন। সেই অবধি তিনি আর ওকথা পাড়েন নাই।

ময়রাণী দিদি। কাজটা বড় ভাল হচ্চেনা, বোন্! বড় বাবুর ব্যয়রাম হয়েছে, একটা ভালমন্দ ঘট্‌লেও ঘট্‌তে—

বাধা দিয়া শান্তিময়ী কহিলেন,—"ছি! ছি!! ওকথা বল্‌তে আছে, শত্রুর ভালমন্দ হো'ক্।"

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ময়রাণী দিদির দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ময়রাণী দিদি! আজ কালীঘাট যাবে? বিজয়ের মাইনে বেড়েছে শুনে গুরুদেব কালীঘাটে পূজো দিতে বলেচেন।"

ময়রাণী দিদি। কে কে যাবে?

শান্তিময়ী। সকলেই যাবো, আজ রবিবার, বিজয়ের ছুটী আছে, সেও যাবে। তুমি যাও তো চলো।

ময়রাণী দিদি। তবে যে রান্না বান্নার যোগাড় কচ্চো?

শান্তিময়ী। দেখ সময় ভাল হ'লে, সবাই থাকে, কিন্তু মন্দ হলে, আপনার লোকও পর হয়। ওঁদের অবস্থা খারাপ হয়েছে দেখে, সেই বামুনী মাগী পালিয়ে গিয়েছে। তাই দিদি, ঝিকে

দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে ছেলেদের জন্যে ভাত রেঁধে দিয়ে যেতে—

বাধা দিয়া ময়রাণী দিদি বলিল,—"ওঃ—এততেও অহঙ্কার ঘুচ্‌লো না। কেন আপনি এসে বল্লে কি এতই মানের হানি হ'তো? স্বভাবের দোষেই গেলেন। মলেন অহঙ্কারে মেতে, এখনও জ্ঞান হলো না। ওই তো একটা মেয়ে গেল বেরিয়ে। আর একটা মেয়ে বাপের দুর্দ্দশা দেখেও, ফিরেও চাইলে না; দেখেও দেখ্‌লে না। ছ্যা—এসব বড়গিন্নীর দোষ, আপনি ভাল হলে ছেলে পুলে সব ভাল হতো। সোয়ামী ভাল হতো, যেমন "ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ "হয়েছিলো, তেমনিই থাক্‌তো, মলেন—হিংসে করে—"

শান্তিময়ী। 'যাক্ বোন্, ওসব কথা এখন থাক্, এখন কালীঘাট যাওতো বাড়ী থেকে ঠিক ঠাক্ হয়ে এস।

"আচ্ছা আমি আস্‌চি" এইকথা বলিয়া ময়রাণীদিদি দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, বিজয় এবং বসন্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিজয়া তাড়াতাড়ি আর একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইল। ময়রাণীদিদিও ফিরিয়া দাঁড়াইল।

দুইজনকে, আহ্লাদিতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শান্তিময়ী ব্যগ্রভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় বলিল,—"মা! আজকে গেজেট বেরিয়েছে, বসন্ত এল্ এ পাস হয়েছে—" বসন্ত মাতার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শান্তিময়ী এইকথা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন, বলিলেন,

—" যাও বাবা! ওপরে ওঁকে বলে এস। তারপর তোমাদের জ্যেঠাইমা, জ্যাঠামশায়, জাট্‌তুতো ভায়েদের পাশের কথা বলগে। যাও বাবা যাও—"

বিজয় ও বসন্ত অগ্রসর হইল। ময়রাণীদিদি জিজ্ঞাসা করিল—"তা এবার জলপানী বেরোবে তো?"

বিজয়। হ্যাঁ—এবার সর্ব্বশুদ্ধ ৫০৲ টাকা করে মাসে, বসন্ত পাবে। ৪০৲ টাকা কোম্পানির, আর স্কুলের দশ টাকা।

ময়রাণীদিদি। আহা, বেশ বেশ! বেঁচে থাক বাবা!!

বিজয় এবং বসন্ত উপরে উঠিল। ময়রাণীদিদি আরও অর্দ্ধঘণ্টা বিজয় এবং বসন্তের চরিত্র সমালোচনায় অতীত করিয়া তবে বাড়ী গেল।

বিজয়। হ্যাঁ মা! তবে তো এবার থেকে আর গুরুদেবের কাছে টাকা নিয়ে সংসার চালাতে হবে না—

শান্তিময়ী। না মা! না। তাহ'লে আর গুরুদেবের কাছে থেকে টাকা নিয়ে আমাদের সংসার চালাতে হবে না আহা! তুমি ছেলেমানুষ, গুরুদেবের কাছে থেকে টাকা নিয়ে সংসার চালাতে, আমার মনে কষ্ট হয় তা' তুমি বুঝ্‌তে পেরেছো, মা?

হর্ষমনে শোক মিশ্রিত হইয়া শান্তিময়ীর নয়নবারি বিগলিত হইতে লাগিল। বিজয়া তাঁহার নিকট আসিয়া "মা! মা!! তুমি কাঁদ্‌চো? আহা! আমি পোড়ারমুখী, কেন এমন কথা বল্লুম—

শান্তিময়ী নিজ অঞ্চলদ্বারা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"তুমি পোড়ারমুখী? ওকি কথা মা! ওকথা কি বল্‌তে আছে? তুমি

আমার সোনামুখী। দেখ না, মা! তোমার পয়ে আমার চারিদিকে ভাল হচ্ছে, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী।

বিজয়া। মা! তোমায় পেয়ে আমি সব ভুলে আছি। আমার মা বাপের জন্যে আর এখন মন কেমন করে না, আর আমার কান্না আসেনা, কিন্তু তোমার চখে জল দেখ্‌লে যে আমি স্থির হয়ে থাক্‌তে পারিনে মা—সব কথা আমার মনে পড়ে যে মা!—

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিল। শান্তিময়ী বলিলেন,—"আচ্ছা, মা! আর আমি চখের জল ফেল্‌বোনা, তুমি চুপ কর।" বিজয়া কষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়া কালীঘাট গমনের আয়োজন করিতে লাগিল। শান্তিময়ী রন্ধন কার্য্যে মন সংযোগ করিলেন।

গুরুগৃহ হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলে পর, গোবর্দ্ধন শর্ম্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, শান্তিময়ী বিজয়াকে লইয়া অপর কক্ষে শয়ন করিতেন, ইহা এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। কারণ, পাঠকবর্গের মধ্যে এমন দুই একজন থাকিতে পারেন (না থাকাই অধিক সম্ভব) যাঁহারা অবিবাহিতা বিজয়াকে বিজয়ের সহিত একশয্যায় শয়ন করিতে দেওয়াও উচিত মনে করেন। যাহাহউক এবিষয়ে এই পর্য্যন্তই ভাল। অধিক কথা বলিলে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুমোদিত সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেহ যেন না মনে করেন যে, গ্রন্থকার কেবল গালি প্রয়োগোভিলাষে উক্ত কথার অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থকার সমাজে এপ্রকার নরককীট অনেক দেখাইতে সক্ষম।
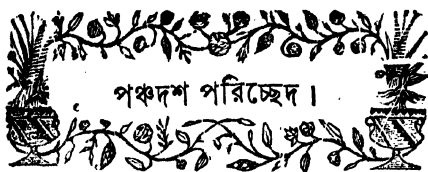
দানপত্র।

খেলেনাওয়ালীর নিকট হইতে অবিনাশচন্দ্র পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া কি করিলেন? তিনি একবার, দুইবার, তিনবার ক্রমে ক্রমে শতবার সেই পত্র পাঠ করিয়াও কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন না। প্রথমে ভাবিলেন "এ বেশ্যার নূতন কুহক?" আবার পত্রখানি পাঠ করিলেন, সে সন্দেহ ঘুচিল। সেই রজনীতেই অবিনাশচন্দ্র গোলাপের নিকট গমন করিলেন। এই পত্র গোলাপ লিখিয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন।

যখন অবিনাশচন্দ্র গোলাপের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন গোলাপ কি করিতেছিল? গোলাপ আপনার শয্যায় শয়ন করিয়া, উপাধানে মস্তক লুক্কায়িত করতঃ ক্রন্দন করিতেছিল।

অবিনাশচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ডাকিলেন,—"গোলাপ?"

গোলাপ তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল, কিপ্রকারে সংসার নরক হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই ভাবিতেছিল, এমন সময় অবিনাশচন্দ্র ডাকিলেন,—"গোলাপ?"

চমকিত হইয়া গোলাপ উঠিয়া বসিল। অবিনাশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া আকুলিত-নেত্রে রোদন করিতে লাগিল।

অবিনাশচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার বাঙ্‌নিস্পত্তি রহিত হইল। কি ভাবিয়া, গোলাপ অবিনাশচন্দ্রের পদ ধারণ করিয়া আরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। তোমার ধন, মান, যশ, সৌভাগ্য সমস্তই আমি অপহরণ করিয়াছি। তুমি আমায় ক্ষমা না করিলে আমার নিষ্কৃতি নাই—" আর গোলাপের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

অবিনাশ। গোলাপ! তোমার সন্ন্যাসিনী বেশ কেন? গেরুয়া কাপড় পরেছ কেন?

গোলাপ তখন অবিনাশচন্দ্রের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বল, তুমি আমায় মাপ্ করলে? তার পর আমি তোমায় সব বল্‌চি।"

অবিনাশচন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও গোলাপকে পদতল হইতে তুলিতে পারিলেন না। শেষে বাধ্য হইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা আমি তোমাকে মাপ্ করলেম, তুমি ওঠ।" গোলাপ উঠিয়া বসিল।

অবিনাশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোলাপ! তোমার এ কি বেশ?"

কথঞ্চিত সুস্থ হইয়া গোলাপ উত্তর দিল,—"তারকেশ্বরে গিয়েছিলেম, নরকের ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়ে, বাবা তারকনাথ! (এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোলাপ তারকেশ্বরের উদ্দেশে একটি প্রণাম করিল) আমার মন ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর আমি

এ জঘন্য বেশ্যা বৃত্তিতে জীবন যাপন করবো না। বাবা তারকনাথের অনুমতিতে আমি বার বৎসর সন্ন্যাসিনী হয়ে, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করলে, তবে পাপ থেকে মুক্তি পাব—"

অবিনাশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একেলা যা'বে ?"

গোলাপ। না, আর একজন আমার সঙ্গিনী আছেন। পনেরো কি ষোল বৎসর পূর্ব্বে, স্বামী ও একমাত্র কন্যা সঙ্গে সরস্বতী নদীতে তাঁহাদের নৌকা নিমগ্ন হয়। একজন সন্ন্যাসিনী তাঁহার জীবন রক্ষা করেন, সেই অবধি তিনি সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন। যদি বাবা তারকনাথের কৃপায় ঘরে বসে এমন স্বর্গের সাথী পেয়েছি, হেলায় তাকে পরিত্যাগ করবো কেন?

অবিনাশ। তিনি কোথায় ? আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না ?

গোলাপ। তিনি এখন কাশীতে আছেন। "পাঁচ ছয় মাস পরে কালীঘাটে আসিবেন" বলে গিয়েছেন। সেই সময় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ইতিমধ্যে আমার ধন সম্পত্তির বিষয় সমস্ত ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে। "অর্থই অনর্থের মূল।"

অবিনাশ। তিনি কি তাঁহার স্বামী ও কন্যার কোন সন্ধান পা'ন নাই ?

গোলাপ। সংসারে তাঁহার বিরাগ! স্বামী কন্যা তাঁহার কাছে থাকিলে, তিনি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন না বলিয়া, মায়া মমতা পরিহার করিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে বিরত আছেন; কিন্তু তিনি বলেন,—"এখনও আমার মন সম্পূর্ণ আত্মবশ হয় নাই। এখনও স্বামী এবং কন্যার জন্য

আমার প্রাণ কাঁদে। ইহার দ্বারাই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, যে একদিন না একদিন আমার জীবনের ভীষণ সমস্যা উপস্থিত হইবে।”

অবিনাশ। তার মানে কি?

গোলাপ। তিনি বলেন,—‘ যে, একদিন নিশ্চয়ই আমার কন্যা ও স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। নিশ্চয় তাঁহারা জীবিত আছেন, নহিলে আমার প্রাণ কাঁদিবে কেন? যে দিন তাঁহাদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, সেই দিন যদি মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই জানিব, জীবনের ভীষণ সমস্যা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলাম।”

অবিনাশ। সন্ন্যাস ধর্ম্ম কি এতই কঠোর?

গোলাপ। তিনি বলেন,—“আমাদিগের চিত্ত এখনও নিজ আয়ত্তাধীন নহে। মায়া মোহে জড়িত হইলে আবার আমরা স্বর্গের পথ হইতে বিচ্যুত হইব; সুতরাং, যাহাতে মায়া মোহে মুগ্ধ হইতে না হয়, তজ্জন্য সম্পূর্ণ সচেষ্ট থাকা উচিত।” এই জন্যই বোধ হয়, তিনি কন্যা ও স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, কিম্বা যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, দুই চারিদিন তাহাদিগের সহিত থাকিবেন। দুই চারিদিনের মধ্যে যদি তিনি দেখেন যে তাঁহার চিত্ত মায়া মোহে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলে তাহাদিগের অজ্ঞাতে প্রস্থান করিবেন। আর এ জীবনে কখনও সাক্ষাৎ করিবেন না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোলাপ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল,

তারপর বলিল,—"এখানে আস্‌বার জন্য কেন অনুরোধ করেছিলেম তা' জান ?"

অবিনাশচন্দ্র। না।

গোলাপ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল,—"তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, এখন আমি সে ক্ষতি পূরণ করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি। তুমি আমার একটি প্রস্তাবে সম্মত হইবে কি ?"

অবিনাশচন্দ্র। কি ?

গোলাপ কোন উত্তর না করিয়া আলমারি হইতে এক খানি কাগজ বাহির করিয়া অবিনাশচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিল। অবিনাশচন্দ্র নিবিষ্ট মনে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। কাগজ খানি সমস্ত পাঠ করা হইলে তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি গোলাপের দিকে শূন্যদৃষ্টে চাহিয়া উন্মত্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি গোলাপ ? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি, না তুমি কোন দেববালা আমায় ছলনা কর্‌চো ? তুমি কি সেই গোলাপ ?"

গোলাপ ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"তুমি কি পাগল হ'বে নাকি ? সত্য বল্‌চি, আমি তোমায় আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান করবার জন্য ভজহরি উকিলের আপিস্ থেকে এই পত্র তয়ের করিয়ে এনেছি—"

বাধা দিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অবিনাশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি সম্ভব ?—তুমি গোলাপ ! তুমি আমায় তোমার পনের লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করচো ?"

সেই একভাবে, সেই একস্বরে, গোলাপ উত্তর করিল,—"পৃথিবীতে অসম্ভব কি ? এই দান পত্র নিয়ে তুমি আজ

বাড়ী যাও ; মন স্থির হ'লে, কাল সকালে তোমার কোন পরিচিত উকিলকে এ দান পত্র ঠিক হয়েছে কি না দেখিও। যদি ঠিক হয়ে থাকে, তবে আমায় খবর দিও। দুই তিন দিনের মধ্যে আমি এই দানপত্র তোমার নামে রীতিমত রেজেষ্টারী করে দেবো। আর তুমি আমার কাছে এসো না, আর তুমি আমায় দেখা দিও না। মেয়ে মানুষের মন অতি অসার!! তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'লে, আমার মন বিচলিত হ'তে পারে।"

এতক্ষণে অবিনাশচন্দ্র আপনার অবস্থা অনুভব করিতে পারিলেন। গোলাপের কথা শুনিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। ধীরে ধীরে তিনি সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ অবিনাশচন্দ্রকে দেখা গেল, ততক্ষণ গোলাপ তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তারপর অবিনাশচন্দ্র সেই বাটী হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তায় পড়িলেন, গোলাপ উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া স্থির দৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। যখন আর দেখা গেল না, তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গোলাপ আবার উপাধানে মস্তক লুক্কাইত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, মনে মনে বলিল,—"এখনও চিত্তবশ করতে পারলেম্ না, এই জন্যই কি বিল্বমঙ্গল চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করেছিল?"

* * * * * *

দশদিন পরে অবিনাশচন্দ্র পনের লক্ষ টাকার সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!! নিয়ত পরিঘূর্ণয়মান অদৃষ্ট চক্রের কি অচিন্তনীয় শক্তি!! গোলাপ বেশ্যা, তাহার মনের গতি ফিরিল, ভগবান তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সে ধন, জন, স্বর্ণাভরণ সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিল।

সযত্ন রক্ষিত-সুন্দর-দেহ ভস্মাবৃত করিয়া রূপ গৌরবের মোহিনী মায়া পদতলে দলিত করিয়া, আলুলায়িত কেশ-রাশি জটায় পরিণত করিয়া সন্ন্যাসিনী বেশে আপনাকে সংসার নরক হইতে মুক্ত করিল। আর তুমি পুরুষ! জ্ঞানোপার্জ্জনে আপনাকে উন্নত করিয়াছ, এখন কিনা অর্থপনে দেহ বিক্রয় করিয়া গোলাপ যে অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে নব উৎসাহে উৎসাহিত করিলে? সচ্ছন্দে পরের দাসত্ব করিবার জন্য ২৫৲ হাজার টাকা সওদাগরী আফিসে জমা দিলে? তাহাতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলে?—ধিক্ অবিনাশচন্দ্র! তোমার পুরুষ নামে ধিক্! তোমার জ্ঞানোপার্জ্জনে ধিক্!! তোমার বুদ্ধিতে ধিক্! আর তোমার মানব হইয়া জন্মগ্রহণে শতধিক!!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।
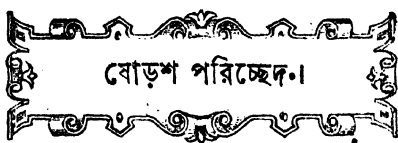
বিবাহ।

যে সময় অবিনাশচন্দ্র গোলাপের বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সওদাগরী আপিসে মুচ্ছুদ্দী হইলেন, সেই সময় ভুবনমোহন দে মহাশয়ের আর এক দেনায় মকদ্দমা উপস্থিত হইল। সেই দেনার দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তিনি একদিন মহামায়াকে নিজ বাটীতে আনিয়া কি একটা দলিলে নাম সই করাইয়া লয়েন। মহামায়া স্ত্রীলোক, পিতার দুরভিসন্ধি বুঝিতে সক্ষম হইল না। পিতা যাহা বুঝাইয়া দিলেন, সেও তাহাই বুঝিয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল।

ভুবনমোহন কি করিলেন? তিনি একটা সই মাত্র লইয়া, কন্যাকে যে বাটী খানি এক সময়ে দান করিয়াছিলেন, আজ তাহা আবার নিজ সম্পত্তি করিয়া লইলেন।

কেন তিনি এ প্রকার করিলেন? না করিলে উপায় নাই, দেনার দায়ে জেলে যাইতে হয়, তাই এরূপ করিলেন।

তারপর কি করিলেন? বাড়ী খানি বিক্রয় করিয়া দেনার অর্দ্ধেক পরিশোধ করিলেন। অপরার্দ্ধ পরিশোধ করিতে স্ত্রীর

সমস্ত গহনা (কঙ্কন ব্যতীত) এবং নিজ বাড়ী খানি বন্ধক দিলেন।

কে কে এসকল জানিল? জানিল কেবল তিনজন। যোগেন্দ্র জানিল, ভুবনমোহন নিজে জানিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী জানিলেন।

আর কে জানিল? অল্পদিন মধ্যেই যখন অপর একজন লোক অবিনাশচন্দ্রের নিকট গিয়া বাটী বিক্রয় কবলা প্রদর্শন করিল, তখন অবিনাশচন্দ্র এবং মহামায়া জানিল।

যোগেন্দ্র তখন প্রভূত ধনের অধিকারী। পৈতৃক বাসবাটী হস্তান্তরিত হইতে না দিয়া, দ্বিগুণ মূল্যে তিনি উহা ক্রয় করিলেন। এতদিনে মহামায়ার দর্পচূর্ণ হইল, যোগেন্দ্রের মনের সাধ পূরিল।

অবিনাশচন্দ্রের মাতা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা অবিনাশ! তুমি নাকি আবার বিবাহ করিবে?"

অবিনাশচন্দ্র নম্রভাবে উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ, মা! তোমার নাতি নাত্নীকে ঐ রাক্ষসীর হাতে না রেখে, তাদের মাসীর হাতে দেবার জন্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে।"

মাতা। সেটা কি রকম করে হ'তে পারে বাবা? তোমার যে স্ত্রী রয়েছে। আহা! সেইতো বউমার ছোটবন্‌টী, আমি তা'কে দেখেছি। বৌমাতে আর তাতে কিছু তফাৎ নাই। সে ছেলেমানুষ, তা'কে সতীনের জ্বালা ভোগ করাবার দরকার কি? যা' হ'য়ে গি'য়েছে, তা' হ'য়ে গি'য়েছে, এখন আর কাজ নেই—

অবিনাশচন্দ্র। মা! তুমি যেমন মা, এমনি মা যদি

সকলে পে'ত, তা'হলে সংসারের আর কোন জ্বালা থাক্‌তোনা; কিন্তু মা! আমার এম্‌ন কপাল, আমি একদিনের জন্যও তোমায় সুখী করিতে পার্‌লেম না—

বাধা দিয়া অবিনাশচন্দ্রের মাতা কহিলেন,—"কেন, বাবা! আমার তো দুঃখ নেই। তুমি আমার সোনার চাঁদ! বেঁচে বর্ত্তে থাক, আমি প্রাতর্ব্বাক্যে আশীর্ব্বাদ কর্‌চি, তুমি সুখে সচ্ছন্দে স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘরকন্না কর, তোমার, কিসের দুঃখ, বাবা? তোমার সুখ দেখ্‌লেই আমার সুখ, ভগবান করুন, আমি যেন তোমাদের রেখে, নাতির নাতি দেখে, গঙ্গা পাই—"

অবিনাশ। মা! আমার সুখেই যদি তোমার সুখ, কেন তবে আমায় এ বিবাহ করতে নিষেধ কর্‌চো? তুমি কি জাননা, মা! একটী রাক্ষসীর কাছে, তোমার ছেলেকে থাক্‌তে হয়? তোমার কি মনে নেই, ওই সেদিন আমার ছেলেকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে চেয়েছিলো? আর—আর—আরও একটা কথা তোমার কাছে বল্‌বো কি করে, মা! তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চোনা, তোমার এবারকার বউএর রীত চরিত্র কেমন? মা! এখন আমার অবস্থা ভাল হ'য়েছে, ভগবান আমার প্রতি মুখ তুলে চেয়েচেন, আর কেন আমি নরকযন্ত্রণা ভোগ করবো মা?

অবিনাশচন্দ্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মাতার চক্ষে জল আসিল, তিনি বলিলেন,—"বাবা! বে' করে যদি তুমি সুখি হও, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই,—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধা আপন কক্ষে গিয়া, অবিনাশচন্দ্রের

প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম ধরিয়া, ও তাঁহার অশেষ গুণ বর্ণনা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন।

অবিনাশচন্দ্র বাহিরে গিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই যোগেশচন্দ্র আসিলেন।

অবিনাশ। ভাই! মার মত করেছি, তোমার মা কি বলেন?

যোগেশ। তা সব বল্‌চি, তোমার মা কি বল্লেন?

অবিনাশ। প্রথমে বাধা দিতে এসেছিলেন, তার পর বুঝিয়ে বল্‌তেই সম্পূর্ণ সম্মত হ'লেন।

যোগেশ। আমি মা'কে বলাতে প্রথমে তিনি সম্মত হ'লেন না। তার পর তোমার অবস্থা, মনের গতিক ও বিমাতার অত্যাচার, সকল বেশ করে বুঝিয়ে বলাতে, তিনি আমার মতে মত দিলেন। বাবা এই শুনে, প্রথমতঃ আমার উপর চটে গিয়েছিলেন, তার পর যখন মা তাঁকে বেশ করে বুঝিয়ে বল্লেন, তখন তিনিও সম্মত হ'লেন। আগামী মাসের ১২ই তারিখে বিবাহের দিন ধার্য্য করা হ'য়েছে।

অবিনাশ। তা'হলে তো আর কুড়ি দিন বই নেই, এ মাসের আটদিন আর ওমাসের বার দিন—

যোগেশ। হাঁ। আচ্ছা তুমি তো বিবাহ করিবে, কিন্তু তোমার বর্ত্তমান স্ত্রীর দশা কি করিবে?

অবিনাশ। কিছু না, আমি কিছু করিব না। তোমার ভগ্নীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেলে পর, আমার বর্ত্তমান স্ত্রী ইচ্ছা করিলে এই বাটীতেই থাকিতে পারিবেন, কিন্তু এ জন্মে আর শয্যা সঙ্গিনী হইতে পাইবেন না।

এইরূপে অন্যান্য অনেক কথাবার্ত্তার পর যোগেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন। অবিনাশচন্দ্র গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

মহামায়ার আর সেদিন নাই, স্বামীর উপর সে প্রভুত্ব নাই, অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। এখন মহামায়ার দিকে কেহ ফিরিয়াও দেখে না. দাস দাসীতেও সম্মান করে না। একদিনের জন্যও এখন সে স্বামীর মুখ দেখিতে পায় না। পিত্রালয়ের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হয় না, তাহার কারণ, অবিনাশচন্দ্রের "হুকুম" অনুসারে দরওয়ানজী মহাশয় ভুবনমোহন দে মহাশয়ের বাটীর কোন লোককে প্রবেশ করিতে দিতেন না।

বিবাহের দুই চারি দিন পূর্ব্বে, একদিন অবিনাশচন্দ্র বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া আপন মনে নানা প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় মহামায়া তথায় আসিয়া উপস্থিত। হঠাৎ অলঙ্কারের মধুর শব্দ অবিনাশচন্দ্রের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি একবার দ্বারদেশের দিকে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। স্বেচ্ছাচারিণীর আরক্তলোচন দর্শনে কাহার মনে না ভয়ের সঞ্চার হয়?

তীব্রকটাক্ষে,কঠোর কণ্ঠে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আবার বিবাহ করবে?"

অবিনাশচন্দ্র ভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে উত্তর দিলেন,—হুঁ।"

মহামায়া। আমি থাকিতে?

অবিনাশ। তুমি আমার কে?

মহামায়া। আমি তোমার স্ত্রী, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যা'কে বিবাহ করেছিলে।

অবিনাশ। ধর্ম্মস্বাক্ষী করে বিবাহ করেছিলেম বটে, কিন্তু তোমার ধর্ম্ম তুমি রাখিলে কই? যখন বিবাহ করেছি, তখন আমি আমার ধর্ম্ম রাখিব। যতদিন তুমি আমার বশে থাকিবে, যতদিন তুমি কুলবধূর ন্যায় আচরণ করিবে, ততদিন আমিও পরিচয় স্থলে তোমায় স্ত্রী বলিয়া গণনা করিব, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে "আমার স্ত্রী" বলিয়া তোমার পরিচয় দিব। ইহার অধিক এখন তুমি আমার নিকট আশা করিতে পার না।

মহামায়া। আমার এ যৌবনের অধিকারী কে?

অবিনাশ। যাহার দ্বারা তোমার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

মহামায়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। অবিনাশচন্দ্র ক্রোধ কষায়িত লোচনে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

মহামায়া। আমি অভাগিনী, আমার মাথায় কলঙ্কের পশরা তুলিয়া দিতেছ কেন?

অবিনাশ। আমি দিই নাই, তুমি স্বইচ্ছায় তাহা বহন করিয়াছ। যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল, তখন কেবলমাত্র একদিন তোমার ওই সুন্দর বদন দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তুমি কি জান না, তোমার মত স্ত্রীলোকের স্বামী হইবার আকাঙ্ক্ষা যে রাখে, তাহার মরণই মঙ্গল। যখন তুমি আমায় নিঃসহায় ভাবিয়া পদে পদে অপমানিত করিয়াছিলে, তখন "স্বামী পরম গুরু!" সে কথা কি একবারও ভাবিয়াছিলে? অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যখন তুমি তোমার "পরমগুরুর গুরু" শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রতি একজন সামান্য দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে, তখন কি একবারও ভাবিয়াছিলে, যে তোমার

এমন দিন আসিতে পারে, যে দিন তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে? সপত্নীপুত্রের উপর যখন কঠোর আচরণ করিতে, তখন কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার মনে হইত, যে যাহাদিগের উপর তুমি অত্যাচার করিতেছ, তাহাদিগের জন্য অন্ততঃ একজনের প্রাণ কাঁদে, অন্ততঃ তাহাদিগের প্রহার করাতে এক জনেরও বুকে শেল বিঁধে?

মহামায়া। সকলই সত্য, সবই আমি স্বীকার করি; কিন্তু অবলা স্ত্রীলোক—

বাধা দিয়া অবিনাশচন্দ্র কহিলেন,—"তুমি যদি অবলা হইতে, আমার বোধ হয়, তাহা হইলে "অবলা কথার সৃষ্টি হইত না।"

মহামায়া। দেখ, মানুষের চিরদিন সমান যায় না। আমি তোমায় এক সময় নিঃসহায় ভেবে তোমার উপর যথেচ্ছাচার করেছিলেম—আজ তার প্রতিফল দিয়ে তুমি আমার দর্প চূর্ণ করেছো; কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার এমন দিন আস্তে পারে, যে দিন তুমিও দীন, হীন, পথের কাঙ্গাল হতে পার। আজ অহঙ্কার করে আমায় লাথি ঝাঁটা মারতে উদ্যত হয়েছো, কেননা তুমি এখন বড়মানুষ; কিন্তু কাল আবার হয়তো বিষয় আশয় উড়ে পুড়ে গিয়ে, তোমায় দুটী অন্নের জন্য লালায়িত হয়ে বেড়াতে হবে। তখন ভিক্ষে চাইলে ——

আর অবিনাশচন্দ্রের সহ্য হইল না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন,—"বেশী কথা আমি শুনতে চাইনে, তুমি কি চাও বল?"

মহামায়া। তুমি বিবাহ করো না।

অবিনাশ। কেন ?

মহামায়া। আমি তোমার প্রতি আর অপব্যবহার করবো না।

অবিনাশ। তোমায় বিশ্বাস কি ? যে বিষ খাইয়ে আমার ছেলেকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে পরামর্শ কর্‌তে পারে, সে কোন দিন না কোনদিন আমায়ও বিষ খাওয়াতে পারে।

মহামায়া সর্ষপ কুসুম দেখিতে লাগিল। সে জানিত না, এতদূর পর্য্যন্ত জানিয়া শুনিয়া, তবে, অবিনাশচন্দ্র তাহাকে কাল সর্পিনী ভাবিয়াছেন।

অনেকক্ষণ পরে মহামায়া জিজ্ঞাসা,—"তবে তুমি নিশ্চয়ই বিবাহ করিবে ?"

অবিনাশচন্দ্র বজ্র গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন,—"হাঁ, নিশ্চয়ই।"

ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে মহামায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আরক্ত লোচনদ্বয়ে ভীষণ ভ্রূকুটী করিয়া বলিল,—তুমি যদি বিবাহ কর, আমি তার আগেই বিষ খেয়ে মরবো।"

স্থির, গম্ভীর, প্রশান্তবদনে অবিনাশচন্দ্র কহিলেন,—"বেশ তো, তা হ'লে কণ্টক দূর হয়———"

আর মহামায়া সেস্থলে দাঁড়াইল না। দ্রুতপাদ বিক্ষেপে অন্তপুরের দিকে প্রস্থান করিল।

* * * *

ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। যে দিন অবিনাশ-চন্দ্রের গাত্র হরিদ্রা হইবে, সেই দিন প্রাতঃকালে একটা গোল উঠিল, যে "মহামায়া বাটিতে নাই।" অনুসন্ধানের দ্বারা সকলে জানিল, যে, তাহার সমস্ত গহনা অপহৃত হইয়াছে। তখন

আর কাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, যে মহামায়া মনের ঘৃণায় কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে। অবিনাশচন্দ্র এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু যখন মনে হইল, মহামায়া কুলের বাহির হওয়াতে, তাঁহার অকলঙ্ককুলে কালী পড়িল, তখন মনে মনে আপনাকে ঘৃণিত বোধ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক অবিনাশচন্দ্রের মাতার বুদ্ধিমত্বায় সেকথা একপ্রকার চাপা পড়িয়া গেল। নির্ব্বিঘ্নে অবিনাশচন্দ্র বিবাহিত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কালী ঘাট।

শিষ্য পরিবারবর্গ সহ গোবর্দ্ধন সরস্বতী কালীঘাটে আসিয়া হালদারদিগের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় গোবর্দ্ধন শর্ম্মা, বসন্তকুমার, শান্তিময়ী ও বিজয়া এবং ময়রাণী দিদি পূজার আয়োজন করিয়া কালী মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরের সম্মুখে একটি চণ্ডীমণ্ডপ। মধ্যস্থলে একটি পথ ব্যবধান। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বলি স্থান। এই স্থানে প্রাতিদিন মার পূজায় শত শত ছাগ অর্পিত হয়।

যে সময় ইঁহারা পশ্চিমদিগের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া কালীমন্দিরের দরদালানে উঠিলেন, সেই সময় একজন সন্ন্যাসিনী সম্মুখস্থ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। মন্দিরে উঠিয়া বিজয়া দেখিল, যে সন্ন্যাসিনী অনিমিষলোচনে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার জপ তপ বন্ধ হইয়াছে। বিজয়ারও মন তাহাতে কথঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইল।

বসন্তকুমার সে সময় নিকটে ছিল না, মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছিল। গোবর্দ্ধন সরস্বতী পূজার জন্য কি ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। ময়রাণী দিদি গঙ্গার স্নান করিতে গিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসিনী কে জানে কি ভাবিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে মন্দিরে আসিলেন। বিজয়া এবং শান্তিময়ী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসিনী আশীর্ব্বাদ করিয়া শান্তিময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন——"মা! এ মেয়েটী তোমার কে?"

শান্তিময়ী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়াও, কি বলিবেন, তাহা স্থির হইল না।

সন্ন্যাসিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। শান্তিময়ী অনেক ইতঃস্তত করিয়া উত্তর দিলেন,—"আমাদিগের কুলগুরু সরস্বতী নদীতীরে অজ্ঞানাবস্থায়, খুব ছেলে ব্যালায়, এই মেয়েটী কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।"

সন্ন্যাসিনী। আঁ্যা? কি বল্লে?

শান্তিময়ী। মেয়েটী ওর মা বাপের সহিত ছেলেব্যালায় নৌকা ডুবি হয়——

আর বলিতে হইল না। সন্ন্যাসিনীর চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে,—"মা! মা!! তুমি এখনও বেঁচে আছ মা?" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিনী বিজয়াকে আলিঙ্গন করিলেন।

বিজয়া ও ঠিক সেইরূপ ভাবে সন্ন্যাসিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল——"মা! মা!! তুমি কি আমার মা? তোমার এ বেশ কেন মা?"

এমন সময় বসন্তকুমার ব্যগ্রভাবে সোপান শ্রেণীর উপরে উঠিল। একজন লোক তাহার গলায় মালা পরাইবার জন্য তাড়া করিয়াছিল বলিয়া সে পলাইয়া আসিতেছিল। উপরে

উঠিয়া সন্ন্যাসিনী ও বিজয়কে উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকিতে দেখিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এমন সময় যে লোকটি নীচে তাড়া করিয়াছিল, সে বসন্তের গলায় একগাছি আজানুলম্বিত মালা পরাইয়া দিল।

শান্তিময়ী অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"বসন্! দৌড়ে গিয়ে গুরুদেবকে ডেকে নিয়ে এসতো।"

বসন্তকুমার মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থ বেগে প্রস্থান করিল। এদিকে পূর্ব্বদিগের সোপান শ্রেণী দিয়া গোবর্দ্ধন শর্ম্মা মন্দিরে উপস্থিত।

সন্ন্যাসিনী মুখ তুলিয়া শান্তিময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তোমার গুরুদেব কোথায় মা? আমি তাঁহার নিকট হইতে কন্যা ভিক্ষা করিয়া লইব।"

বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত শান্তিময়ী ইঙ্গিতে গুরুদেবকে দেখাইয়া দিলেন।

গোবর্দ্ধন সরস্বতী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এটী কি আপনার কন্যা?"

সন্ন্যাসিনী উত্তর করিলেন,—"হাঁ।"

গোবর্দ্ধন। কেমন করিয়া জানিলেন?

সন্ন্যাসিনী। আপনি বিদ্বান, মাতা হারাণ সন্তানকে কেমন করিয়া চিনিতে পারে, ইহা কি আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে? দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া যদি আপন কন্যাকে চিনিতে না পারি, তাহা হইলে ব্রহ্মার সৃষ্টিতে প্রলয় উপস্থিত হইবে যে।

যে লোকটী বসন্তকুমারের গলায় মালা পরাইয়া দিয়াছিল,

সে, এতক্ষণ সোপান শ্রেণীর উপর দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল। শান্তিময়ী মনে করিয়াছিলেন মালার পয়সার জন্য সে দাঁড়াইয়া আছে, তাই অঞ্চল হইতে একটি পয়সা খুলিয়া তাহাকে দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সে পয়সা না লইয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসিনীর নিকটে আসিল। সন্ন্যাসিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—"অ্যাঁ একি স্বপ্ন!"

"তুমি এখানে?" বলিয়া সেই লোকটী মূর্চ্ছিত হইল। ইনি তোমার পিতা——"

বিজয়া এতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, সন্ন্যাসিনীর কথা শুনিয়া,——"অ্যাঁ—অ্যাঁ--বাবা! বাবা! এই কথা বলিয়া অঞ্চলের দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি স্বপ্ন?" শান্তিময়ী ঘোমটা দিয়া একধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছিল।

এই সময় বসন্তকুমার ময়রাণী দিদি এবং বিজয় তথায় উপস্থিত হইল। একজন লোককে মূর্চ্ছাবস্থায় পতিত থাকিতে দেখিয়া, বসন্তকুমার অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,— "একি গুরুদেব?"

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে কহিলেন,—"কি, তা এখনও আমি ভাল বুঝতে পারিনি, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি?"

শান্তিময়ী ময়রাণী দিদিকে হস্তেঙ্গিতের দ্বারা নিকটে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ আশ্চর্য্য ঘটনা! ওই সন্ন্যাসিনী বিজয়ার মাতা আর উনি পিতা—"

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ময়রাণী দিদি বলিলেন,— "অ্যাঁ বলো কি? আহা মেয়েকে দেখে বুঝি মিন্সে মুচ্ছো গিয়েছে। হায়, হায়!!

এই বলিয়া ময়রাণী দিদি তাড়াতাড়ি গিয়া সেই মূর্চ্ছাগত লোকটীর মুখে জলের ঝট্‌কা মারিতে আরম্ভ করিল।

মন্দির লোকে লোকারণ্য হইল। বিজয়া অঞ্চলের দ্বারা বাতাস করিতে করিতে বলিল,—"বাবা! বাবা!! ওঠ—ওঠ, মা কালী! যদি দয়া করে আমায় আবার মা বাপের সঙ্গে মিলাইলে, তবে কেন আর ছলনা কর, মা?"

এই কথায় বিজয় ও বসন্ত উভয়েই বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়েই সমস্ত বিষয়ের আদ্যোপান্ত অনুভব করিতে সমর্থ হইল।

অনেক যত্নে ও সেবা শুশ্রূষায় বিজয়ার পিতার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যই কি, আমি—"

বাধা দিয়া সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—"হাঁ সকলই সত্য। এই দেখ তোমার মেয়ে তোমার কাছে, আমি তোমার কাছে আর——"

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা বসন্তকুমারকে বলিলেন,—"তুমি ইহাঁদিগকে বাসায় লইয়া যাও, আমি পূজা সমাপন করিয়া তথায় উপস্থিত হইব বিজয় তুমি এইখানে থাক।"

বসন্তকুমার সকলকে পথ দেখাইতে সোপান শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইল। সন্ন্যাসিনী কালী মূর্ত্তির সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে কহিলেন,——"মা কালী!! আবার সংসারের মায়া জালে আমায় আবদ্ধ করিতেছ কেন মা? তোমার প্রসাদে

আর নবজীবন লাভ করিয়াছি, আবার কেন সংসারার্ণবে আমায় ডুবাইতে চাও? কে জানে শ্যামা! তোমার কর্ম্ম তুমি কেমন করিয়া নিষ্পন্ন কর। যাই আমার প্রাণের টান ওই দিকে, আহা আজ ১০।১১ বৎসর পরে বাছকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছি; তাই বলি যাই, দেখি শ্যামা তুমি আমায় কোন দিকে ফিরাও।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী বসন্তকুমারের পশ্চাৎ গামিনী হইলেন। এই সন্ন্যাসিনীর সহিত তারকেশ্বরের মাঠে গোলাপের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

হাতে হাতে সমর্পণ।

বসন্তকুমার, ময়ূরাণী দিদি, বিজয়া, বিজয়ার পিতা, এবং সন্ন্যাসিনী এই কয় জনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

বিজয়ার পিতা বলিলেন,—"নৌকাডুবির পর তুমি কোথায় উঠিলে?"

সন্ন্যাসিনী। আমি কোথায় উঠিয়াছিলাম, তাহা জানিনা, কিন্তু যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন আমি দেখিলাম, যে, একটী কুটীরের মধ্যে শয়ন করিয়া আছি। পার্শ্বে বসিয়া একজন সন্ন্যাসিনী হোম করিতেছেন ও মাঝে মাঝে আমার মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছেন।"

বিজয়া। তার পর?

সন্ন্যাসিনী। তার পর তাঁর সেবা শুশ্রূষায় আরোগ্যলাভ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নানা তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করতে লাগ্‌লেম। দিনে দিনে সংসারের মায়া বিসর্জ্জন দিলাম, ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করতে শিক্ষা করিলাম, তোমাদের অনুসন্ধানে বিরত হইলাম। অনেক দিন আমি সেই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থেকে,

প্রায় ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে, একদিন কাশীতে তাঁতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হ'লো।

বিজয়ার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, কোন বিবাদ হয়েছিলো?"

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী উত্তর করিলেন,—"না, আমার সঙ্গে তাঁর কোন বিবাদ হয় নাই। তাঁর প্রাণ আর দেহপিঞ্জরের সঙ্গে পরস্পর বিবাদ হয়েছিল। সেই জন্য পাখীর রূপ ধারণ করে প্রাণটী দেহপিঞ্জরের ভালবাসা পরিত্যাগ করে, অনন্ত—অনন্ত সুন্দর, অনন্ত ভালবাসা লাভ করবার জন্য, অনন্তপ্রবাসে যাত্রা করিলেন। আমি তাঁহার দাসী, তাঁহার সঙ্গিনী, তাঁহার গৌরব নিয়ে আবার তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগ্‌লেম। গত কল্য কালীঘাটে এসেছিলেম, আজ কে জানে তোমাদের সঙ্গে পুনর্মিলন হ'বে।

বিজয়া। তা' এখন যদি সবই পেয়েছো, মা! আর তবে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাক্‌বার আবশ্যক কি?

মৃদু হাসি হাসিয়া সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! সে সকল ভগবতীর ইচ্ছা, আমার সাধ্য কি, আমি তাঁহার ইচ্ছার বহির্ভূত হই। তিনি ইচ্ছাময়ী, আমরা কলের পুতুল। তিনি নাচাইবেন,—আমরা নাচিব, তিনি কাঁদাইবেন—আমরা কাঁদিব, তিনি খেলাইবেন—আমরা খেলিব, তিনি হাসাইবেন—তবে আমরা হাসিব। মানবের সাধ্য কি, তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করে?"

ময়রাণী দিদি কহিল—"তা যদি নেহাত আপনি থাক্‌বেন না, তবে মেয়ের বে' খা দিয়ে যান।"

সন্ন্যাসিনী। সেও ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।

এইরূপে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

* * *

পরদিন সন্ধ্যার সময় আবার সন্ন্যাসিনী, গোবর্দ্ধন শর্ম্মা, মোহিনীমোহন, বিজয়ার পিতা, শান্তিময়ী, বিজয়, বসন্তকুমার ও বিজয়া কালীমন্দিরে উপস্থিত।

মোহিনীমোহন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসুস্থ বলিয়া পূর্ব্বদিনে কালীঘাটে যান নাই, কেবল শান্তিময়ীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে "দাদার জীবন ও কল্যাণ কামনায়, যেন, মার পূজা দেওয়া হয়" কিন্তু যখন তিনি সম্বাদ পাইলেন যে বিজয়ার পিতামাতার সহিত পুনর্মিলন হইয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত, ব্যাপার কি জানিবার জন্য কালীঘাটে উপস্থিত হইলেন।

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা পূজা সমাপনান্তে বাসায় আসিয়া সন্ন্যাসিনীর সহিত অনেক গভীর তত্ব আলোচনা করেন ও পাকে প্রকারে তাঁহাদিগের কুল শীল জিজ্ঞাসা করিয়া লয়েন। তারপর একে একে বিজয়ার সমস্ত ঘটনা সন্ন্যাসিনীর নিকট বিবৃত করিয়া বিজয়ের সহিত তাহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। সন্ন্যাসিনী সম্মত হইয়া বলেন—"ভাল তাহাই হইবে, আগামী কল্য আমি মা কালীর সম্মুখে বিজয়াকে বিজয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব। যদি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় বিজয়ার সংসারী হওয়া একান্ত আবশ্যক বোধ হয়, তবে তাহাই সম্পাদিত হইবে। বিবাহের স্থলে আমি উপস্থিত থাকিব না, আমার স্বামীকে লইয়া আপনারা সে সময়কার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। হা! মা কালী! আর কেন মায়াজালে আবদ্ধ করিতে চাও মা?"

গোবর্দ্ধন শর্ম্মা সন্ন্যাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। কিছু না বলিয়া মোহিনীমোহনকে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কালীমন্দিরে সন্ন্যাসিনী আপন কন্যাকে বিজয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—"মা কালী! তুমি সাক্ষী আমি বিজয়াকে বিজয়ের হস্তে সঁপিয়া গেলাম। সম্পদে—বিপদে, সৌভাগ্যে—দুর্ভাগ্যে, সুখে—দুঃখে, তুমিই ইহাদের একমাত্র সহায়। অধম সন্তানে বিপদে রক্ষা করিও, মা তারা! আমি তোমার নাম স্মরণ করিয়া, তোমায় সাক্ষী করিয়া, আবার সংসারের মায়াজাল হইতে মুক্ত হইলাম।"
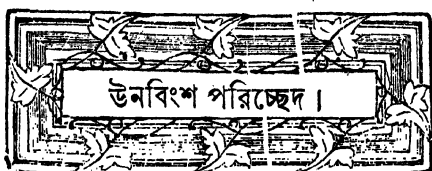
নানা ঘটনা।

এদিকে ভুবনমোহন দে মহাশয় মৃত্যু শয্যায় শায়িত। গৃহে এমন এক কপৰ্দ্দকও নাই যাহাতে রোগীর ঔষধ ক্রয় হয়। মোহিনীমোহন তাঁহার সেই সামান্য আয় হইতে ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্য করিতেছেন।

যোগেন্দ্র একদিনও বাড়ীতে থাকিত না। পিতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, ফিরিয়াও চাহিয়া দেখিত না। যখন অর্থের একান্ত আবশ্যক হইত, তখনই বাটীতে আসিয়া অবলা স্ত্রীর উপর অত্যাচার অনাচার করিয়া দুই একখানি স্বর্ণালঙ্কার বাহির করিয়া লইয়া যাইত। সে অবলা, কি করিবে, কেবল কাঁদিত। অন্য লোকে তাহা জানিতেও পারিত না।

যোগেন্দ্রের যে অর্থের আবশ্যক হইত, তাহার দুইটী কারণ ছিল। এক,—বেশ্যালয় ও মদিরা, দ্বিতীয়তঃ,—প্রেমারা খেলা। বোধ হয় অনেকেই জানেন প্রেমারার খেলোয়াড়গণের হিতাহিত বোধ থাকে না। যোগেন্দ্রেরও তাহা ছিল না। পিতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, যোগেন্দ্র যদিও আট দিন দশ দিন অন্তর এক এক বার আসিত, কিন্তু সেদিকে চাহিয়াও দেখিত

না। যখন স্ত্রীর হস্তে বালা দুই গাছি মাত্র অবশিষ্ট, তখন একদিন যোগেন্দ্র বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। মোহিনীমোহন ভ্রাতুষ্পুত্রের অবস্থা দেখিয়া, ঘৃণায় সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। যোগেন্দ্র টলিতে টলিতে উপরে উঠিল।

যোগেন্দ্রের স্ত্রী তখন উপাধানে মস্তক লুকাইয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতেছিল। দেবদেবীর পূজা মানিতেছিল, শ্বশুরের আরোগ্য লাভেচ্ছায় ডবল পূজা দিবে বলিয়া কল্পনা করিতেছিল, এমন সময় যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত।

অবলা কি করিবে? অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, স্বামীর পদপ্রান্তে লুঠাইয়া পড়িয়া বলিল,—"ওগো! তোমার পায়ে ধরে বল্‌চি, তুমি ও ছাই ছেড়ে দাও———"

বাধা দিয়া যোগেন্দ্র বলিল——"আচ্ছা আজ একটা গয়না দাও, তা হলেই আমার দেনা চুকে যাবে, আমি আর আড্ডায় যা'ব না।"

স্ত্রী। ও কথা তো তুমি যেদিন এস, সেই দিনই বলো, কিন্তু———

যোগেন্দ্র। না, তা' নয়, আজ থেকে নিশ্চয় ছেড়ে দেব। একখানা গয়না দাও।

স্ত্রী। না আর আমি তোমায় কিছু দিতে পার্‌বো না, যতদিন তুমি বেঁচে থাক্‌বে এ বালাও আমার হাতে থাক্‌বে। বালা বই আর আমার কিছু নেই সবই তুমি নিয়েছ, আমি বিনা ওজর আপত্তিতে এক এক খানি করে সমস্ত গয়নাই তোমায় খুলে দিয়েছি, এয়োত্রর চিহ্ন মাত্র কেবল এখন আমার হাতে আছে—এ খুলে দিয়ে তোমার অমঙ্গল কর্‌তে পার্‌বো না।

যোগেন্দ্র অনেক অনুনয় বিনয় করিল, সে কিছুতেই বালা উন্মোচন করিয়া দিল না। অবশেষে ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া যোগেন্দ্র প্রহার আরম্ভ করিল। অবলা কি করিবে, যতক্ষণ সহ্য করিতে পারিল ততক্ষণ নিদারুণ প্রহার যাতনা সহিয়াও চুপ করিয়া রহিল। তারপর যখন অসহ্য বোধ হইল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এদিকে অপর কক্ষে ভুবনমোহন দে মহাশয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ঘরে গোবর্দ্ধন শর্ম্মা, পাড়ার দুইজন উকিল, একজন ডাক্তার, বিজয়, বসন্ত, নগেন্দ্র ও নরেন্দ্র এবং ঘরের বাহিরে বড়বউ, শান্তিময়ী, ময়রাণী দিদি ইত্যাদি অনেকেই দণ্ডায়মান থাকিয়া অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিতেছেন।

ভুবনমোহন জানিয়াছেন, যে দুই তিন ঘণ্টার অধিক আর তাঁহাকে পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না, তাই তাড়াতাড়ি উইল করিতে বসিয়াছেন। উইল করিবার তাঁহার কিছুই ছিলনা। বিষয় আশয় বিদ্যুৎগতিতে আসিয়াছিল, সদ্ব্যবহার করিতে না পারায়, বিদ্যুৎ গতিতে প্রস্থান করিয়াছে। যখন উইল লেখা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সকলেই মনে করিয়াছিলেন, যে, ভুবনমোহনের কিছু আছে; কিন্তু যখন সকলে দেখিলেন উইল করিবার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার, তখন কেহ বিরক্ত হইলেন, কেহ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, কেহ শোক দুঃখ ভুলিয়া ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিলেন। উইল লেখা শেষ হইল, ভুবনমোহন অতি ক্ষীণস্বরে মোহিনীমোহন ও গুরুদেবকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"ভাই মোহিনী! আমার জীবন ফুরাইল। তোমার উপর আমি যে সকল অত্যাচার করিয়াছি, সে সকল ভুলিয়া

গিয়া, আমায় মার্জ্জনা কর। উইলে তোমার বাড়ী তোমাকেই পুনরায় দান করিয়া গেলাম। আমি তোমার উপর কখনও সদ্ব্যবহার করি নাই, তজ্জন্য পুতিগন্ধময় নরকদ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত, যমদূত আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ঐ দেখ—ঐ দেখ— আমি স্পষ্ট দেকতে পাচ্চি। ওঃ—কি ভীষণ মুর্ত্তি!! মোহনী-মোহন ধর, ধর, আমায় ধর, ঐ মারলে—ঐ মার্‌লে।"

মোহনীমোহন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দাদা! দাদা!! দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ, কি কর্‌তে হবে বলে যাও। গুরুদেব সাক্ষী! তুমি আমায় যা, যা, বলে যাবে, কাযে আমি তাই কর্‌বো।

আবার ভুবনমোহন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আবার নরকের ভীষণ ছায়া ও নরক দূতগনের ভয়ঙ্করাকৃতি তাঁহার সম্মুখে আসিল। অনেকক্ষণ পরে গুরুদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"গুরুদেব! অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকে কখনও সম্মান করি নাই, আপনি আমায় মার্জ্জনা করুণ। আপনি মার্জ্জনা না করিলে, আমায় অনন্তকাল নরকে পচিয়া মরিতে হইবে। আপনার পায়ের ধুলা আমার মাথায় দিন, কতক পাপক্ষয় হউক। ভাই মোহিনী! তোমায় অধিক আর কি বলিব, আমার তিনটী ছেলেকে তুমি দেখো। নগেন, নরেন, ও সুরেন অন্ন বিনা মারা না যায়। আমার বর্ত্তমানে, সহস্র বৈরীতাচরণ ভোগ করিয়াও, তুমি তাহাদিগকে যে চক্ষে দেখিতে, সেই চক্ষে দেখিও, সেই রকম ভাল বাসিও। আমার স্ত্রী এবং যোগেন্দ্রের কথা কিছু বলিতে চাহি না, তোমার বিবেচনা মত তাহাদিগের উপর ব্যবহার করিও। তোমাকে

যত্নে রাখিও। আহা স্বামি থাকিতেও সে অনাথিনী। বৌমা এখন পঞ্চমাস গর্ভবতী, বড় সাধ ছিল পৌত্রমুখ দর্শন করিব, কিন্তু আমার কপালে তাহা ঘটিল না।

ঠিক এই সময় একমাত্রাবশিষ্ট অলঙ্কার গ্রহণেচ্ছায় অপারগ হইয়া অপর কক্ষে উন্মত্তের ন্যায় যোগেন্দ্র আপন স্ত্রীকে প্রহার করিতেছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবলা যতক্ষণ সহ্য করিতে পারিয়াছিল ততক্ষণ সহ্য করিয়াছিল কিন্তু যখন দেখিল স্বামীর নৃসংশতায় গর্ভস্থ শিশুর অমঙ্গল হইতে পারে, তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে সকরুণ কাতর কণ্ঠধ্বনি সকলে শুনিতে পাইলেন।

মোহিনীমোহন দেখিলেন, সকলেই আকুল নয়নে ক্রন্দন করিতেছে কেবল বসন্তকুমার অনেক কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া আছে। একদিকে বধূমাতার সকরুণ চীৎকার ধ্বনি, অপরদিকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, একবার বসন্তকুমারের মুখের দিকে চাহিলেন। বসন্তকুমারের কর্ণেও সে চীৎকার ধ্বনি প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে আর কিছু বুঝাইয়া বলিতে হইল না। পিতার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া সে বেগে গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া গেল।

ভুবনমোহনের তখন নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। তিনি অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি?—বৌমা কেন অমন করে চীৎকার করচেন্? ও—হো—আমি বুঝেছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ধীরে ধীরে, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। অতি কষ্টে গোবর্দ্ধন শর্ম্মা মোহিনীমোহনকে

সে গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। সুরেন, ও নরেন আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বিজয় ও নগেন গলা ধরাধরি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। বাহিরের লোক সকল বাহির হইয়া গেলেন। অন্তপুরচারিনীগণের ক্রন্দনের রোলে প্রতিবাসীবর্গ স্তম্ভিত হইলেন।

বসন্তকুমারের এইসময় ভয়ানক অবস্থা। একদিকে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের মৃত্যুজনিত শোক, অপরদিকে নিদারুণ প্রহার যাতনায় অস্থির স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ। বসন্তকুমার উন্মত্তের ন্যায় যোগেন্দ্রের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। একি রুদ্ধ দ্বার!! যোগেন্দ্র নিজ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অবলা কুলবালাকে প্রহার করিতেছে?

আর বসন্তকুমারের সহ্য হইল না। সে দিক্ বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া সজোরে কক্ষদ্বারে পদাঘাত করিল। যে বসন্তকুমার আপনার প্রাণের মায়া ছাড়িয়া জলন্ত গৃহমধ্য হইতে বিজয়াকে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার প্রাণে এত কি সহ্য হয়? বায়ুগ্রস্থ জীবের একগুণ ক্ষমতা যেমন শতগুণ হয়, ক্রোধে বসন্তকুমারের সেইরূপ শত গুণ বল বৃদ্ধি হইল। সজোরে দুইবার পদাঘাত করিবামাত্র, দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র সে সময় সম্পূর্ণ উন্মত্ত। সে মনে করিয়াছিল, "স্ত্রীর চীৎকারে বাড়ীতে পুলিস আসিয়াছে, নহিলে দ্বার ভগ্ন করা কাহার সাধ্য? যদি পুলিষে যাইতে হয়, তবে দুই চারিটি আহত করিয়া তবে যাইব।"

যোগেন্দ্র মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া, পুলিষের লোককে আঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যে মুহূর্ত্তে দ্বার ভগ্ন হইল, সেই মুহূর্ত্তেই বসন্তকুমারের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া যোগেন্দ্র বিদ্যুৎগতিতে প্রস্থান করিল। একবার ফিরিয়াও দেখিল না, কাহার মস্তকে আঘাত পড়িল।

এক আঘাতেই বসন্তকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মাথা কাটিয়া অজস্রধারে রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

বধূমাতা তাড়াতাড়ি—"অঁ্যা, ঠাকুরপো! তোমার মেরে গেলেন?" এই বলিয়া কাছে আসিলেন। সেই সময় ভুবন-মোহনের মৃত্যু জনিত ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণমূলে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বুদ্ধিমতী সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন—"অঁ্যা, ইনি আর নেই, গো——বাবা গো!"

এদিকে বসন্তকুমারের মস্তক হইতে তখন অজস্রধারে রক্তপাত হইতেছিল। বধূমাতা তদ্দর্শনে ক্ষণকাল ধৈর্য্যধারণ করিয়া দেবরের মস্তকে জলসেচন করিতে লাগিলেন। দূর হইতে ময়রাণী দিদি রক্তাক্ত কলেবরে মূর্চ্ছিত বসন্তকুমার ও বধূমাতা কর্ত্তৃক তাহার মস্তকে জলসেচন করিতে দেখিয়া, চীৎকার করিতে করিতে সেই দিকে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,——"ওমা! কি হলো গো! বসন্তের আমার কি হলো গো!! কে এমন করে মার্‌লে গো!!——"

শান্তিময়ী ও বিজয় এবং অন্যান্য সকলেই ময়রাণী দিদির চীৎকারে সেই দিকে উপস্থিত হইল।

ধীরে ধীরে বসন্তকুমারের জ্ঞান হইল। বিজয় তাড়াতাড়ি কি একটি ঔষধ আনিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দিল, তাহাতেই রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। তখন অতি কষ্টে বসন্তকুমার বাহিরে

আসিয়া সদর দরজায় উপবেশন করতঃ জ্যেষ্ঠতাতের জন্য অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র বসন্তকুমারকে আঘাত করিয়াই উন্মত্তের ন্যায় রাস্তা দিয়া দৌড়াইতেছিল। এমন সময় একজন সাহসী পাহারওয়ালা তাহাকে "খুনী" মনে করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল। যোগেন্দ্র দেখিল বেগতিক, সাম্‌নে পিছনে উভয় দিকে পুলিষের লোক!! তাহার ধারণা ছিল, যে, তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাতে তো পুলিষ নিশ্চয়ই আসিতেছে কিন্তু সম্মুখে যদি কেহ ধরিয়া ফেলে তাহা হইলে সেই সকল পশ্চাতের পাহারওয়ালা জমাদার তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। যে স্থানে সেই পাহারওয়ালা তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, সেই থানেই, রাস্তার ধারে এক কামারের দোকান ছিল। কামার দা' গড়িতেছিল। যোগেন্দ্র আপনাকে পাহারওয়ালার করতল-গত ও নিরুপায় ভাবিয়া, সেই কামারের দোকান হইতে একখানি দা' তুলিয়া লইয়া সজোরে পাহারওয়ালার মস্তকে আঘাত করিল। আঘাত সাংঘাতিক হওয়াতে পাহারওয়ালা বেচারা কেবল মাত্র প্রাণপণ যতনে "ভাইয়া হো" বলিয়া চীৎকার করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

যোগেন্দ্র যে দিকে ছুটে, সেই দিকেই "পাক্‌ড়ো! পাক্‌ড়ো" শুনিতে পায়। নানা গলি ঘুরিয়া শেষে সে একটি বেশ্যালয়ে গিয়া আশ্রয় লইল। এক ঘণ্টা অতীত হইতে হইতেই সে বাড়ীও পুলিষে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন যোগেন্দ্র নিজবাটী অভিমুখে ছুটিল।

বসন্তকুমার দরজায় বসিয়া জ্যেষ্ঠতাতের জন্য ক্রন্দন করিতে

ছিল, এমন সময় বায়ুবেগে যোগেন্দ্রকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া, আহ্লাদিত চিত্তে বলিল——"দাদা! দাদা!! এসেছ, বাবা তোমার কত খুঁজিতে ছিলেন। যদি এসেছ, তবে শীগ্‌গির ঘাটের দিকে যাও, তাঁরা জ্যোঠামশাইকে নিয়ে গিয়েছেন।"

যোগেন্দ্র সে সকল কথায় কর্ণপাতও না করিয়া প্রাণের মায়ায় বিদ্যুৎগতিতে প্রস্থান করিল; বসন্ত ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল "দাদার জ্ঞান হওয়াতে অত্যন্ত শোক লেগেছে, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ীতে এসেছেন। বাড়ীর ভিতর গিয়ে কান্নাহাটি শুনে হয়তো মূর্চ্ছা যা'বেন। যাই, আমি সান্ত্বনা করিগে।" এই ভাবিয়া যেমন বসন্তকুমার দুই চারি পদ অগ্রসর হইবে, অমনি পশ্চাৎ হইতে দুইজন সারজন্ আসিয়া তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল।

চমকিত হইয়া বসন্তকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"একি তোমরা আমায় ধর্‌চো কেন?"

জমাদার। খুন ক'রে পালিয়ে এলেই কি হয়—ইংরেজের মুলুকে ও সব চলে না, চল্ শালা পুলিষে চল্।

এতক্ষণে বসন্তকুমার যোগেন্দ্রনাথের দ্রুতগতিতে বাটী প্রবেশের কারণ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। একবার ভাবিল, "আমি তো খুনী নই, বলিনা কেন?" আবার ভাবিল,—"না তাহা হইলে বড় দাদা ধৃত হইবেন—এখনও তিনি এই বাড়ীর ভিতর। আরও বিশেষতঃ তিনি না থাকিলে, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে না।" মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে বসন্তকুমার আপনার অন্তঃকরণ দৃঢ় করিয়া লইল।

জমাদার জিজ্ঞাসা করিল—এই !, তুই খুন করেচিস্ ?"

বসন্তকুমার নীরব।

জমাদার। তোর কাপড়ে যখন এত রক্ত, তখন নিশ্চয় তুই খুন করেচিস্—চল্ পুলিষে চল্।

বসন্তকুমার কোন আপত্তি করিল না। জমাদার ও পাহারাওয়ালা পরিবেষ্টিত হইয়া পুলিষের কারাগারে চলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।
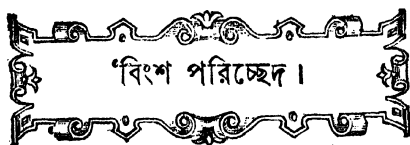
পরিশিষ্ট।

আমার উপন্যাস ফুরাইল। যে উদ্দেশ্যে ইহা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহাতে কত দূর সফল হইয়াছি জানিনা, কিন্তু আমি সাধ্যমত "ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয় বা পতন" দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। "ঈশ্বর মঙ্গলময়," এই কথায় অবচলিত চিত্তে বিশ্বাস রাখিলে, একদিন না একদিন ভগবান তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেনই চাহিবেন—ইহা প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী করি নাই।

পাঠকবর্গ বোধ হয়, এইস্থানে পুস্তক সম্পূর্ণ করায় দোষ ধরিবেন, কিন্তু উপায় নাই। যতদূর বর্ণনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম, ততদূর বলিয়াছি। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কিনা, তাহা সদ্বিবেচক সমালোচক বিবেচনা করিবেন।

গুটিকতক কথা বাকি রাখিয়াছি, সে সকল এইস্থানে বলিব।

(১) যোগেশচন্দ্র পাহারওয়ালাকে খুন করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু বাটীর ভিতর লুকাইয়া থাকিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, কারণ "খুনী আসামীকে" বাড়ীর ভিতর হইতে ধরিয়া লইয়া যাওয়া পুলিষের পক্ষে অসম্ভব নহে। তাহারা

যদি "আসামীকে" বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিবে। এই প্রকার নানা ভাবনা ভাবিয়া যোগেন্দ্র খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়ন করতঃ এক বারনারীর ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহাকে আপনার অবস্থা বলিয়া, সেই কথা গোপন রাখিতে বলে। বারনারী আবার, সেই কথা তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বলিয়া, কথাটী গোপন রাখিতে অনুরোধ করে। জেষ্ঠা ভগ্নী আবার সেই কথা একজন দাসীকে বলিয়া, কথাটী প্রকাশ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করে। এইরূপে গোপনে গোপনেও কথাটী প্রকাশ হইয়া পুলিষের কর্ণে উঠে ও "খুনী আসামীকে" ধৃত করে। হাইকোর্টের মকদ্দমায় যোগেন্দ্রের দ্বীপান্তর হয়।

(২) ভুবনমোহনের ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া মোহিনী মোহন, বিজয়, নগেন, নরেণ, সুরেন ও অন্যান্য সকলে ফিরিয়া আসিয়া বাটীর সম্মুখস্থ দোকানদার মুদীর কাছে শুনিলেন, যে, বসন্তকে "খুনী আসামী" বলিয়া পুলিষে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া মোহিনীমোহন প্রথমে স্তম্ভিত, পরে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। গোবর্দ্ধন শর্ম্মা সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাকে যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে বলিলেন।

(৩) বসন্তকুমার পুলিষে যাইয়া প্রথমতঃ অসহ্য প্রহার যাতনা ভোগ করিল, কিন্তু পরদিন যোগেন্দ্র ধৃত হওয়াতে, পুলিষের মোকদ্দমায় তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হওয়াতে, ভগবানের কৃপায় মুক্তিলাভ করিল। কালে, বসন্তকুমার বি,এ, বি,এল্ পাস হইয়া ওকালতি করিয়া পিতামাতার দুঃখমোচন করিল।

(৪) যথাকালে বিজয় ও বিজয়ার বিবাহ হইল। প্রেমিক দম্পতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

(৫) ময়রাণী দিদি সুখে দুঃখে সেই পূর্ব্বেকার মত মোহিনী মোহনের সংসারের হিতৈষিণী হইয়া রহিলেন।

(৬) নগেন, নরেণ ও সুরেণ কাকার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তাহাদের মাতা, অসুস্থাবস্থায় ছয়মাস পিত্রালয়ে বাস করিয়া, বৈধব্য যন্ত্রণা এড়াইয়া, পরলোকে গমন করিলেন।

(৭) খেলেনাওয়ালী খেলেনা বিক্রয়েই দিনপাত করিতে লাগিল।

(৮) গোলাপ সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহার অনুগামিনী হইল।

(৯) অবিনাশ চন্দ্র তৃতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়া, সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

(১০) মহামায়া কুলত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। কেহ তাহা জানিতে চেষ্টাও করে নাই আমরাও তাহা বলিতে বাধ্য নহি বা বলিবার ইচ্ছা রাখি না।

(১১) মনোরমা, সরমা, ও যোগমায়া নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে সুখে সচ্ছন্দে পুত্র কলত্র লইয়া বাস করিতে লাগিল।

(১২) বিজয়ার পিতা আপনার দেশে চলিয়া গেলেন।

(১৩) গোবর্দ্ধন শর্ম্মার পুত্রশোক কথঞ্চিত উপশমিত হইল, তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

(১৪) যদুনাথ শর্ম্মা যথাকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

(১৫) রোহিনী বিধবা হইয়াও, "কেষ্টর" (তাহার পুত্র)

মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া রহিল। অনেক দিন পরে একবার রোহিণী গোবর্দ্ধন শর্ম্মার সহিত কলিকাতায় বিজয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।

(১৬) যোগেন্দ্রের স্ত্রী যখন শুনিল, যে স্বামীর দ্বীপান্তর হইয়াছে, তখন সে দেবসেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিল। যথাকালে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া স্বামী-বিচ্ছেদজনিত দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কার্য্য সকল হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। চতুর্দ্দশবর্ষ পরে যোগেন্দ্র দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া একবার মাত্র স্ত্রী পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই।

পরিশেষে নিবেদন, যে, প্রুফ সংশোধনের দোষে ও মুদ্রাযন্ত্রের মহাত্মগণের দয়ায় এই পুস্তকের অনেক স্থলে অনেক ভুল রহিয়া গেল। যদি ভগবানের কৃপায় "বসন্তকুমারের" দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তাহা হইলে, সেই সকল ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া দিব। আপাততঃ, পাঠকগণ! বিদায়—

Printed by B. L. Dass
At the "NEW CALCUTTA PRESS"
No. 3 Beadon Square, Calcutta.